বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ

মাসিক কমপিউটার জগৎ

অক্টোবর ২০০৬ ১৬তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

প্রতিষ্ঠাতা: অধ্যাপক আবদুল কাদের

THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh

OCTOBER 2006 16TH YEAR VOL. 6

দাম মাত্র ৳৩০

বিসিএস কমপিউটার শো ২০০৬ পৃষ্ঠা-২৭

বগুড়া ও রাজশাহীতে বেসিসের ধারাবাহিক আইটি মেলা পৃষ্ঠা-৩০

পছন্দের লোগো, ছবি, রিংটোন মোবাইলে ফ্রি ডাউনলোড পৃষ্ঠা-৮১

কমিউনিটি রেডিও এবং তথ্য প্রযুক্তি আন্দোলন পৃষ্ঠা-২১

কমপিউটিং শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষামন্ত্রণালয়ের শঠতা পৃষ্ঠা-৪১

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ পাসের চাইতেও বেশি জরুরি প্রয়োগ পৃষ্ঠা-৩৯

INTEL Unveils Core 2 Duo in Bangladesh page-43

মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর
গ্রাহক হওয়ার চাঁদার হার (টাকায়)

দেশ/মহাদেশ	১২ সংখ্যা	২৪ সংখ্যা
বাংলাদেশ	[illegible]	[illegible]
সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশ	৭৫০	১৪০০
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	১০৫০	১৯০০
ইউরোপ/আফ্রিকা	১২৫০	২৩৫০
আমেরিকা/কানাডা	১৪০০	২৬০০
অস্ট্রেলিয়া	১৫০০	২৯০০

গ্রাহকের নাম, ঠিকানাসহ টাকা নগদ বা মানি অর্ডার মারফত "কমপিউটার জগৎ" নামে রুম নং ১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি, রোকেয়া সরণী, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ ঠিকানায় পাঠাতে হবে। চেক গ্রহণযোগ্য নয়।

ফোন : ৮৬১০৪৪৫, ৮৬১৬৭৪৬, ৮৬১৩৫২২
৮১২৫৮০৭, ০১৭১১-৫৪৪২১৭
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৭২৩
E-mail : jagat@comjagat.com
Web : www.comjagat.com

মাসিক কমপিউটার জগৎ
COMPUTER JAGAT
বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত তথ্য প্রযুক্তি ম্যাগাজিন
অক্টোবর ২০০৬ ষষ্ঠদশ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সূচীপত্র

১৫ সম্পাদকীয়

১৬ ৩য় মত

২১ কমিউনিটি রেডিও ও তথ্য প্রযুক্তি আন্দোলন
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রেডিও খুবই শক্তিশালী এক মাধ্যম। উপযোগী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে এটা মানুষের সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়াকে সহজতর করে তোলে; জনগণ এবং সরকারের মধ্যে যোগাযোগ বাড়িয়ে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করে তোলে, সেই সাথে দারিদ্র্য বিমোচন ব্যবস্থাকেও সহজতর করে তোলে। বাংলাদেশে, বিশেষ করে আমাদের গ্রামাঞ্চলে এই মাধ্যম ব্যবহার করে কিভাবে বহুমাত্রিক সুফল নিশ্চিত করা যেতে পারে তা নিয়ে এবারের প্রচ্ছদ লিখেছেন এম. এ. হক অনু।

২৭ বিসিএস কমপিউটার শো ২০০৬
দীর্ঘ ১৪ বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও ঢাকায় অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি আয়োজিত বিসিএস কমপিউটার শো ২০০৬-এর ওপর প্রতিবেদন।

৩০ বেসিস আয়োজিত বগুড়া ও রাজশাহীতে আইটি মেলা '০৬

৩১ এসিএম আইসিপিসি ঢাকা পর্ব

৩২ টপ বি ইউ প্রোগ্রামারস এবং CAD প্রতিযোগিতা

৩৫ বগুড়ায় ফ্লোরা'র এপসন ডিজিটাল স্টুডিও ফেয়া অনুষ্ঠিত

৩৬ বাংলাদেশে এপল পণ্যের সদর্প পদচারণা

৩৭ গ্লোবাল ব্র্যান্ড এনেছে আসুস নোটবুক

৩৯ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬
দশ বছরের কারাদণ্ড ও কোটি টাকার জরিমানা বিধান সম্বলিত আইসিটি অ্যাক্ট নিয়ে লিখেছেন মোস্তাফা জব্বার।

৪১ শিক্ষামন্ত্রণালয়ের শঠতা
মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কমপিউটিং শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের শঠতার চিত্র তুলে ধরেছেন কারার মাহমুদুল হাসান।

43 ENGLISH SECTION
INTEL Unveils Core 2 Duo in Bangladesh

46 MEWSWATCH
* HP Displayed latest product in BCS fair
* Intel Delights Visitors with Core 2 Duo
* KINGSTON COMES WITH MIGHTY

৫১ মজার গণিত ও আইসিটি শব্দফাঁদ
গণিতের কিছু সমস্যার সমাধান ও আইসিটি শব্দফাঁদ তুলে ধরছেন আরমিন আফরোজা।

৫২ গণিতের অলিগলি
মজার জগৎ বিভাগের গণিতের অলিগলি শীর্ষক ধারাবাহিক লেখায় গণিত দাদু তুলে ধরেছেন বাজে সংখ্যা-মজার সংখ্যা ১৭২৯, বালক গসের অবাক কাণ্ড ইত্যাদিসহ আরো কিছু।

৫৩ সফটওয়্যারের কারুকাজ
এবারে সফটওয়্যারের কারুকাজ বিভাগে টিপসগুলো লিখেছেন সহিদুল্লাহ, মোহাম্মদ ইসতিয়াক জাহান ও বজলুর রশীদ।

৫৪ বৃষ্টি পড়ছে কিনা জানাবে কমপিউটার
বৃষ্টির ওপর নিয়ন্ত্রণ করে কিভাবে কমপিউটার নিজে নিজেই কাজ করতে পারে তা নিয়ে লিখেছেন মো. রেদওয়ানুর রহমান।

৫৫ ভিসতার মিটিং স্পেস নেটওয়ার্কিংয়ে ভিন্ন মাত্রা যোগ করবে
উইন্ডোজ মিটিং স্পেস সেটআপ ও ব্যবহার নিয়ে লিখেছেন কে, এম, আলী রেজা।

৫৭ ব্লগ
ওয়েবে নিজের মতামত জানানোর সুবিধাজনক উপায় হলো ব্লগ। ব্লগ নিয়ে লিখেছেন অরিজিত দাশ।

৫৯ থাম্ব প্লাস আপনার চলনসই ইমেজ
বিভিন্ন ধরনের গ্রাফিক্স ফাইল, ফন্ট, স্ক্রিপথার্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য থাম্বস প্লাস নিয়ে লিখেছেন কে. এম. শামীম হায়দার।

৬০ পাওয়ার টয়েস
উইন্ডোজ কাস্টোমাইজ করার হ্যান্ডি সফটয়্যার পাওয়ার টয়েস নিয়ে লিখেছেন সৈকত বিশ্বাস।

৬২ টাচ স্ক্রীন মনিটর
টাচ স্ক্রীন মনিটর কিভাবে স্পর্শ শনাক্ত করে এবং কিভাবে কাজ করে তাই নিয়ে লিখেছেন নওশীন নাওয়ার।

৬৫ এএসপি ডট নেট
এএসপি ডট নেটের সাথে ক্রিস্টাল রিপোর্টের ব্যবহার নিয়ে লিখেছেন হাসান শহীদ ফেরদৌস।

৬৭ ডিলিট করা ফাইল পুনরুদ্ধার
ডিলিট করা ফাইল কিভাবে পুনরুদ্ধার করা যায় তা নিয়ে লিখেছেন লুৎফুন্নেছা রহমান।

৬৮ প্রায়-প্রাকৃতিক বুদ্ধিসম্পন্ন রোবটের সন্ধানে মানুষ

৬৯ কমপিউটার জগতের খবর

৭৭ গেমের জগৎ
ওয়ার্ল্ড রেসিং ২, Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter এবং গেমের কিছু সমস্যার সমাধান নিয়ে এবারের গেমের জগৎ লিখেছেন সিফাত শাহরিয়ার।

৮১ নিজের তৈরি মোবাইল ওয়াপ সাইট ডাউনলোড করা
ওয়াপ এনাবল মোবাইল ফোন দিয়ে আপনার বানানো সাইটটি ব্রাউজ করা, ছবি, লোগো, রিংটোন ইত্যাদি ফ্রি ডাউন লোড করার কৌশল নিয়ে লিখেছেন মোহাম্মদ ইশতিয়াক জাহান।

৮৪ মোবাইল হ্যান্ডসেট ফোকাস

Advertisers' INDEX

Alohalshoppe	08
Bijoy Online Ltd.	14
BRAC BD Mall Network Ltd.	2nd Cover
Binary Logic	34
Ciscovalley	38
Com Velly Ltd.	34B
Com Velly Ltd. (Matrix PC)	62B
ECSAS	92
Excel Technologies Ltd.	10
Flora Limited (Canon)	03
Flora Limited (HP PC)	04
Flora Limited (EPSON)	05
Genuity Systems	18
Global Brand (Pvt.) Ltd.	19
HP	Back Cover
Intel Motherboard	94
International Office Equipment	88
International Office Machines Ltd.	17
J.A.N. Associates Ltd.	48
Multilink Int Co. Ltd.	06
Multilink Int Co. Ltd.	07
Microsoft	3rd Cover
Mosita	33
Nokia	47
Leads Corporation Ltd.	62A
Oriental Service	9
PC DOT TECH	54
Proshika	87
Retail Technologies	49
Rishit Computer	89
Reve Systems	34A, 93
Satcom	11
Sharanee Ltd.	63
SMART Technologies Gigabite	85
SMART Technologies SAMSUNG ODD	86
SMART Technologies SAMSUNG HDD	12
SMART Technologies SAMSUNG Monitor	90
SMART Technologies SAMSUNG Printer	91
SMART Technologies Twinmos	50
Techno BD	20
Tech View	64

কম্পিউটার জগৎ
COMPUTER JAGAT

প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. এ কে এম রফিক উদ্দিন
সম্পাদক এস. এ. বি. এম. বদরুদ্দোজা
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক গোলাপ মুনীর
সহযোগী সম্পাদক মঈন উদ্দীন মাহমুদ
সহকারী সম্পাদক এম. এ. হক অনু
কারিগরী সম্পাদক মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরী সম্পাদক নুসরাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী মো: আহসান আরিফ
সালেহ উদ্দিন মাহমুদ

বিদেশ প্রতিনিধি
জামাল উদ্দীন মাহমুদ আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা কানাডা
ড. এস মাহমুদ বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান জাপান
এস. ব্যানার্জী ভারত
আ. ফ. মো: সামসুজ্জোহা সিংগাপুর
নাসির উদ্দিন পারভেজ মধ্যপ্রাচ্য

প্রচ্ছদ এম. এ. হক অনু
কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা মো: আবু হানিফ
মো: মাসুদুর রহমান

মুদ্রণে : ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লি:
৫০-৫১, বেগম বাজার, ঢাকা।
অর্থ ব্যবস্থাপক সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক শিমুল খান
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক প্রকৌ. নাজনীন নাহার মাহমুদ
উৎপাদন ও বিতরণ কর্মকর্তা হাজী মো: আবদুল মতিন
সহকারী বিতরণ কর্মকর্তা মো: আনোয়ার হোসেন(অনু)

প্রকাশক : নাজমা কাদের
কক্ষ নম্বর ১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি, রোকেয়া সরণী
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮৬১০৪৪৫, ৮৬১৬৭৪৬, ০১৭১-৫৪৪২১৭
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৭২৩
ই-মেইল : jagat@comjagat.com
ওয়েব : www.comjagat.com

যোগাযোগের ঠিকানা :

কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর ১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি, রোকেয়া সরণী
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। ফোন : ৮১২৫৮০৭

Editor S.A.B.M. Badruddoja
Editor in Charge Golap Monir
Associate Editor Main Uddin Mahmood
Assistant Editor M. A. Haque Anu
Technical Editor Md. Abdul Wahed Tomal
Senior Correspondent Syed Abdal Ahmed
Correspondent Md. Abdul Hafiz

Published from :
Computer Jagat
Room No. 11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel. : 8125807

Published by : Nazma Kader
Tel. : 8616746, 8613522, 0171-544217
Fax : 88-02-9664723
E-mail : jagat@comjagat.com

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬

বলা হয়, এ যুগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ। এ বলা যথার্থ এবং বিতর্কাতীত। আমরা উপলব্ধি করি আর না করি, আমাদের চারপাশে এখন চলছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সদর্প পদচারণা। স্বাভাবিক কারণেই এখন মানুষ প্রযুক্তির গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান হারে উপলব্ধি করতে পারছে। পাশাপাশি নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করে অগ্রসর পর্যায়ের তথ্য সমাজ গড়ে তুলতে। ফলে তথ্য ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের পরিধি দিন দিন বেড়েই চলেছে। ফলে আজ প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে এসব কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিষয়ক আইন প্রণয়নের। এ প্রয়োজনবোধ আরো অনেক আগে আমাদের মধ্যে জাগলেও নানা কারণে যথাসময়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন প্রণয়ন আমরা করতে পারিনি। যাই হোক, দেরিতে হলেও সম্প্রতি জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬'। বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে ব্যাপক প্রসারের প্রেক্ষাপটে এ আইন পাস হওয়া আমাদের জন্য সত্যিই একটি আনন্দের বিষয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের কর্মপরিচালনা সুষ্ঠু ও বৈধভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে এ আইন একটি ভিত্তির সূচনা করলো।

এই আইনটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি সমগ্র বাংলাদেশে অবিলম্বে কার্যকর হবে। ফলে আশা করা যাচ্ছে, এখন থেকে এ দেশের মানুষ বৈধ আইনি উপায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুযোগ পাবে। ই-কমার্স ও ভিওআইপি এখন চলতে পারবে পুরোপুরি বৈধভাবে। এ আইনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হলো— এ আইনের অতিরাষ্ট্রিক তথা এক্সট্রা-টেরিটরিয়েল প্রয়োগ থাকবে। আইনটিতে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর দিয়ে ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড সত্যায়নের বিধান রাখা হয়েছে; এবং এখন থেকে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ও ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডের আইনানুগ স্বীকৃতি প্রদান এবং সরকারি অফিস আদালতে এর ব্যবহারের বিধান রাখা হয়েছে। এখন থেকে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে কোনো দলিল, রেকর্ড বা তথ্য সংরক্ষণ করা যাবে। এতে ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড স্বীকৃতি, প্রাপ্তি স্বীকার, গ্রহণ ও প্রেরণের সময় ও স্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও বিস্তৃত বিধান রাখা হয়েছে; নিয়ন্ত্রক ও সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়োগের মাধ্যমে আইসিটি কর্মকাণ্ডের তত্ত্বাবধায়ন, নিয়ন্ত্রণ এবং আইসিটি সার্টিফিকেট দেয়া সম্পর্কে যথাযথ ও বিস্তারিত বিধান রয়েছে এবং আইনের বিধান লঙ্ঘন, প্রতিবিধান ও জরিমানা আরোপ ইত্যাদি বিষয়েও আইনের বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া উল্লিখিত এ আইনে কমপিউটার, কমপিউটার সিস্টেম ইত্যাদির অনিষ্ট সাধন, কমপিউটার ভাইরাস সংক্রমণ, কমপিউটার দূষণ, কমপিউটার সোর্স কোড পরিবর্তন, কমপিউটার সিস্টেম হ্যাকিং, ইলেক্ট্রনিক ফর্মে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ, সংরক্ষিত সিস্টেমে প্রবেশ, মিথ্যা প্রতিনিধিত্ব ও তথ্য গোপন, গোপনীয়তা প্রকাশ, ভুয়া ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরে সার্টিফিকেট প্রকাশ, প্রতারণার উদ্দেশ্যে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সম্বলিত সার্টিফিকেট প্রকাশ, কমপিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে অপরাধ সংগঠন, কোম্পানি, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সংক্রান্ত বিবিধ অপরাধ সংগঠন, এর তদন্ত, বিচারকার্য ও দণ্ড সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধানও এ আইনে আছে। আইনটিতে সাইবার ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠা, অপরাধের তদন্ত, বিচার, সাইবার আপিল ট্রাইবুনাল গঠন ইত্যাদি বিষয়ে বিধান রয়েছে। তাছাড়া কতিপয় অন্যান্য আইন সংশোধন, বিধি ও প্রবিধানের ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ও আইনটিতে উল্লিখিত হয়েছে। আইনটিতে আন্তর্জাতিক ব্যবহারের প্রয়োজনে সরকারের মাধ্যমে আইনের নির্ভরযোগ্য ইংরেজি পাঠ প্রকাশেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

আইনটির ভালো-মন্দ নিয়ে এখনই মন্তব্য করার সুযোগ নেই। এর বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমেই এর দোষ-ত্রুটি বেরিয়ে আসবে। এখন আমাদের করণীয় হচ্ছে, আইনটি যাতে যথাযথভাবে সবক্ষেত্রে কার্যকর করে তোলা যায়, সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সব মহলের পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসা। আমাদের দেশে অনেক ভালো ভালো আইন আছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে বাস্তবে এর প্রয়োগ নেই। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-সংশ্লিষ্ট এ আইনটির প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেন কোনো শৈথিল্য প্রদর্শন করা না হয়, সে তাগিদটি শুরুতেই দিয়ে রাখছি।

কমপিউটার জগৎ-এর শুভানুধায়ী, পাঠক, পৃষ্ঠপোষক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য রইলো আমাদের ঈদ-উল-ফিতরের শুভেচ্ছা।

লেখক সম্পাদক
- প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম
- কাজী শামীম আহমেদ
- মীর লুৎফুল কবীর সাদী
- মো: আবদুল ওয়াজেদ

ওয়মত

সেপ্টেম্বর সংখ্যা প্রসঙ্গে

কমপিউটার জগৎ-এর সেপ্টেম্বর সংখ্যায় কমপিউটার অ্যাসেম্বলিং-এর ওপর সুন্দর ও বোধগম্য লেখার জন্য আশীষ আহমেদ এবং হাসান শহীদ ফেরদৌসকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু লেখাটিতে কিছু তথ্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলে পাঠকেরা আরো উপকৃত হতো। আমরা জানি প্রসেসর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্ট। এটি মাদারবোর্ডে সঠিকভাবে বসানো না হলে অর্থাৎ হিটসিঙ্ক মাদারবোর্ডে সঠিক ও দৃঢ়ভাবে লাগানো না হলে পুরো সিস্টেমের স্থায়ী ক্ষতি হয়ে যেতে পারে, যা একজন নতুন অ্যাসেম্বলারের জন্য অতি স্বাভাবিক। তাই প্রসেসর বসানো নিয়ে আরো কিছু সুবিন্যস্ত চিত্রসহ বর্ণনা দিলে লেখাটি আরো সম্পূর্ণ হতো। লেখার প্রথমেই কেসিংয়ের পরিপূর্ণ ছবি দিয়ে তাতে কী কোথায় বসাতে হয় অর্থাৎ হার্ডডিস্ক লাগানোর জায়গা, সিডি রম লাগানোর স্থান দেখিয়ে দিলে ভালো হতো। উইন্ডোজ ইন্সটলেশনের ক্ষেত্রে পার্টিশন তৈরি করা ও পুরানো উইন্ডোজ রিপেয়ার অপশনের আরো বিস্তারিত আলোচনা থাকলে ভালো হত। সর্বশেষ বায়োসের ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করে যাওয়াটা বড় হতাশাব্যাঞ্জক। বায়োস সেটিংয়ের একটি অংশ দেয়া উচিত ছিল। হার্ডওয়্যার পরিপূর্ণভাবে সেটআপ করার পরেও কিছু ত্রুটির কারণে কমপিউটার নাও চলতে পারে। কোন সমস্যায় মাদারবোর্ডের স্পিকারে কী ধরনের বিপ দেয়, তা জানলেই নতুন অ্যাসেম্বলাররা সমস্যাটি ধরতে পারতেন। আশা করি একমাত্র বিষয়ের ওপর লক্ষ্য রেখে আগামীর হার্ডওয়্যার ট্রাবল শ্যুটিংয়ের ওপর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ লেখা উপহার দিবেন।

আশরাফুল ইসলাম কচি
৪১/৩৭-সি চাঁন মিয়া হাউজিং
মোহাম্মদপুর, ঢাকা

মোবাইল ফোন কলচার্জ বিভাগ চাই

আমি ও আমার বন্ধুরা ২০০৫ সাল থেকে কমপিউটার জগৎ-এর পাঠক। পড়াশোনার জন্য কারণে দীর্ঘদিন ধরে আমরা ঢাকায় থাকছি। আমরা আইইউবি'র ছাত্র। 'কমপিউটার জগৎ'-এর সাথে পরিচয় হওয়া মাত্রই আমরা এর ভক্ত হয়ে যাই। ম্যাগাজিনটি প্রতিদিনই বিভিন্ন আকর্ষণীয় প্রতিবেদন, নিবন্ধ ও ফিচারে সমৃদ্ধ হচ্ছে। পরিচয় পর্বেই মোবাইল প্রযুক্তি বিভাগ আমাদের দৃষ্টি কেড়েছে। তখন এ বিষয়ে একটি বা দুইটি প্রতিবেদন প্রকাশ হতো। কিন্তু এখন আরো চমৎকারভাবে বিভাগটি সাজিয়ে আমাদের চাহিদা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সেপ্টেম্বর ইস্যু থেকে শুরু হয়েছে 'হ্যান্ডসেট ফোকাস' বিভাগ। এটি সত্যি খুব চমৎকার আইডিয়া। পাঠকরা অতীতে অবশ্যই এর অভাব অনুভব করেছে। তবে এখানে একটি কথা বলতে হয়। প্রকাশিত সবগুলো হ্যান্ডসেট মডেলই ব্যয়বহুল। যদিও আপনারা বলতে পারেন হ্যান্ডসেটগুলো এক্সক্লুসিভ; তবে আপনাদের উচিত হবে সব ধরনের ক্রেতার কথা মাথায় রাখা। আমরা চাই সব ধরনের নতুন পণ্য এবং হ্যান্ডসেটের খবর, যার দাম বেশি বা কম কোনো ব্যাপার নয়। ম্যাগাজিনে 'রিংটোন কর্ণার' একটি অন্যতম আকর্ষণীয় বিভাগ। আমরা এ বিভাগে কিছু এক্সক্লুসিভ এবং জনপ্রিয় বাংলা ও হিন্দি রিংটোন চাই।

'মোবাইল ফোন কল চার্জ' বিভাগটি খুবই প্রয়োজনীয়। আমরা বুঝতে পারছি না কেনো এটি বন্ধ করে দেয়া হলো। পাঠকদেরকে কল চার্জ সম্পর্কে অবহিত করাটা আবশ্যক। বহু পত্রিকা মোবাইল অপারেটরদের আসল কল চার্জ এবং পালস রেট সম্পর্কে জানে না। এ ব্যাপারে লেখা হলে পাঠকদের সচেতনতা বাড়বে। এছাড়া বহু বেসরকারি ল্যান্ডফোন অপারেটর সারা দেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। কমপিউটার জগৎ-এ তাদের সম্পর্কে প্রতিবেদন হতে পারে। আমরা জানিনা তাদের কলচার্জ কত? আমাদের দাবি ওই সব কোম্পানি সম্পর্কে ম্যাগাজিনে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হোক।

কর্তৃপক্ষকে বানান ভুলের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। কারণ, এ জন্যে ম্যাগাজিনের সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রচ্ছদ প্রতিবেদন খুবই সুন্দর। দেশের স্বার্থেই আমাদের উচিত হার্ডওয়্যার শিল্প গড়ে তোলা। আমরা সেই সরকার চাই, যারা আইসিটি খাতের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রাখবে। কমপিউটার জগৎ এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ।

সোহানা ইসলাম
অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফীডব্যাক: Sahana.du@yahoo.com

হার্ডওয়্যার বিভাগ চাই

এবারের সংখ্যাটি অন্য যেকোনো সংখ্যার তুলনায় বেশ আকর্ষণীয়। এমন একটি চমৎকার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু অ্যাসেম্বলিং নিয়ে প্রচ্ছদ রচনায় কোনো ট্রাবল শ্যুটিং বিভাগ নেই দেখে খারাপ লাগছে। আমি আশা করব অ্যাসেম্বলিংয়ের ট্রাবল শ্যুটিং নিয়ে ভবিষ্যতে বিস্তারিত ছাপানো হবে। তাছাড়া কোর টু ডুয়ো নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ভালো লেগেছে। হার্ডওয়্যার নিয়ে নিয়মিত লেখা প্রকাশিত হলে আমাদের মতো সাধারণ ব্যবহারকারীরা উপকৃত হবেন। তাই নিয়মিত হার্ডওয়্যার বিভাগে লেখা ছাপানোর অনুরোধ রইলো।

রেহমান সাদিক
নওগাঁ

কমপিউটার জগৎ-এর অনলাইন ফোরাম চাই

কমপিউটার জগৎ একটি পরিপূর্ণ কমপিউটার পত্রিকা। তারপরও কেন যেন এই পত্রিকাটির কোনো ফোরাম নেই। থাকলে সেখানে পাঠকেরা জয়েন করে তাদের বিভিন্ন মত, কমপিউটার ও গেমিংয়ের সমস্যা সমাধান শেয়ার করতে পারত। অন্য অনেক পত্র-পত্রিকা ইয়াহুতে তাদের নিজেদের গ্রুপ তৈরি করে ফেলেছে। জগৎ-এর যদি এ ধরনের ফ্রি গ্রুপ বা ফোরাম থাকত, তাহলে হয়তো অনেক পাঠক উপকৃত হতো। এ কথা মাথায় রেখে নিজেই একটি গ্রুপ তৈরি করে ফেলি, এ আশায় যেন ইয়াহু জগৎ-এর ভক্তরা তাদের ফোরাম হিসেবে ব্যবহার করে। আশা করি আমার এই প্রস্তাব যেন প্রকাশ পায় এবং হাজারো পাঠক যেন এই গ্রুপে জয়েন করে একে-অপরের উপকারে আসতে পারে। গ্রুপের ঠিকানা: www.groups.yahoo.com/group/computer-jagat

জায়েদ হায়দার সৌরভ
পল্লবী, ঢাকা

কমপিউটার জগৎ-এর আরেকটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ সরেজমিন প্রতিবেদন

কমপিউটার জগৎ-এর একজন নিয়মিত পাঠক। প্রায় দশ বছর ধরে আমি এ পত্রিকাটির প্রায় সব প্রতিবেদন পড়ে থাকি। ইদানিং কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত স্পট ভিত্তিক বা সরেজমিন প্রতিবেদনগুলো আমাকে মুগ্ধ করেছে। বিশেষ করে চরের নারীর হাতে তথ্য প্রযুক্তির আলোর দিশারী, 'কক্সবাজারের কলতলীতে উদোম সাবমেরিন ক্যাবলের অক্ত ঢাকার কেউ নেই।' রংপুরে টেলিসেন্টার বিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্মশালা ইত্যাদি। এ প্রতিবেদনগুলো একদিকে যেমন আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে তেমনি করে ব্যথিত। শুধু তাই নয় এ প্রতিবেদনগুলো আমাদের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীর নীতিনির্ধারক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের নির্লজ্জা দায়িত্বহীনতার চিত্রও ফুটে ওঠে।

আইসিটির দুর্দশার কথা আমরা সবাই জানি। আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি আমাদের নীতিনির্ধারকদের দায়িত্বহীনতা ও দেশাত্মবোধের অভাবের কারণে কীভাবে আমরা পিছিয়ে পরছি উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের কাতার থেকে। তাই কমপিউটার জগৎ-এর কাছে আমাদের অনুরোধ চরের নারীর হাতে তথ্য প্রযুক্তির আলোর দিশারী'-এ ধরনের প্রতিবেদন উপহার দেন যার মাধ্যমে আমরা হতাশার মধ্যে যেন আলোর ঝলক দেখতে পাই। আমরা চাই উৎসাহ ও প্রেরণাদায়ক রিপোর্ট/প্রতিবেদন। যেখানে থাকবে আশার আলো যা আমাদেরকে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাবে। যেখানে থাকবেনা কোনো হতাশার করুণ চিত্র। পরিশেষে কমপিউটার জগৎ-এর মঙ্গলকামনা করি।

আবুল কাশেম
উকিলপাড়া, নওগাঁ।

'কমপিউটার জগৎ'-এ প্রকাশিত যেকোনো লেখা সম্পর্কে আপনার সু-চিন্তিত মতামত লিখে পাঠান। আপনার মতামত **'ওয়মত'** বিভাগে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

মাসিক কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর ১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি,
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ই-মেইল: jagat@comjagat.com

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

কমিউনিটি রেডিও এবং তথ্য প্রযুক্তি আন্দোলন

এম. এ. হক অনু

বর্তমান যুগ তথ্যের যুগ। তথ্যই হলো শক্তি। তথ্য পাওয়া ও না পাওয়ার সুযোগের ওপর নির্ভর করে সৃষ্টি হয়েছে তথ্যধনী বা ইনফো-রিচ এবং তথ্যগরিব বা ইনফো-পুওর শ্রেণী। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে তথ্যের ওপর উন্নত বিশ্বের দখল এবং নিয়ন্ত্রণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের নতুন রূপ 'তথ্য সাম্রাজ্যবাদ'। এ পরিস্থিতিতে প্রচলিত গণমাধ্যম ব্যবস্থার পাশাপাশি উন্নয়নশীল বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং অঞ্চলে কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচারের মাধ্যমে উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রেডিও খুবই শক্তিশালী এক মাধ্যম। গ্রামাঞ্চলে ফোন কিংবা বিদ্যুৎ ছাড়া যে মানুষগুলোর বসবাস, তাদের কাছে খুব সহজেই রেডিও পৌঁছে যেতে পারে। আবার যে মানুষগুলো লিখতে কিংবা পড়তে জানে না, তাদের কাছে যেতেও রেডিওর কোনো বাধা নেই। তথ্য প্রচারের আঙ্গিনায় রেডিওর স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক আলোচনা আর সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ক্ষেত্রেও রেডিওর ভূমিকা অগ্রগণ্য। কমিউনিটি রেডিও এমন একটি ধারণা, যা একটি শক্তিশালী মাধ্যম এবং তা তৃণমূলের মানুষকে একদম কাছাকাছি নিয়ে আসে। উপযোগী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে এটা মানুষের সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়াকে সহজতর করে তোলে; জনগণ এবং সরকারের মধ্যে যোগাযোগ বাড়িয়ে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করে তোলে, সেই সাথে দারিদ্রবিমোচন ব্যবস্থাকেও সহজতর করে তোলে। বাংলাদেশে, বিশেষ করে আমাদের গ্রামাঞ্চলে এই মাধ্যম ব্যবহার করে বহুমাত্রিক সুফল নিশ্চিত করা যেতে পারে।

তথ্যের অধিকার

তথ্য হলো যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মানুষ তথ্যের জন্য যোগাযোগ করে এবং তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে যোগাযোগ সম্পাদন করে। তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি আজ একাজটিকে অনেকাংশে সহজতর করে তুলেছে। প্রতিটি যোগাযোগ থেকে মানুষ তথ্য চায় এবং তথ্য তার সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়াকে সহজতর করে। তথ্যের অধিকার হলো তথ্য পাওয়ার অধিকার, তথ্য জানার অধিকার এবং বিপরীতক্রমে তথ্য দেয়ার অধিকার, তথ্য জানানোর অধিকার। অধিকতর মুক্ত ও গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টি ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ দারিদ্রতা কমানো এবং দুর্নীতিকে চ্যালেঞ্জ ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করা দরকার। তথ্যের অধিকারের বিষয়টিকে ৫০ বছর ধরে মানুষের একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের ১৯ ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। অবাধে মতামত পোষণ এবং রাষ্ট্রনির্বিশেষে যেকোনো মাধ্যমের মারফত ভাব এবং তথ্য নেয়া, সংগ্রহ ও সন্ধানের স্বাধীনতাও এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের সংবিধানে তথ্যের অধিকারের কথাটি সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও ৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদে আইনের মাধ্যমে আরোপিত কিছু বিধিনিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের অধিকার এবং সবার ক্ষেত্রে এ স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে।

পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে তথ্যে প্রবেশের অধিকার বিষয়ক আইন রয়েছে, যা নাগরিকদের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে নিশ্চিত করেছে। কমনওয়েলথভুক্ত ১০টি দেশসহ ৬০টিরও বেশি দেশে বর্তমানে তথ্য অধিকার আইন রয়েছে। ২০০২ সালে বাংলাদেশ সরকার তথ্য অধিকার আইনের একটি খসড়া প্রণয়ন করলেও তা এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে রয়ে গেছে। আমাদের দেশে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে রয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা। ক্ষমতাবানদের দাপট, সাধারণ লোকজনের অজ্ঞতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, বিভিন্ন আইনের অপব্যাখ্যা এবং সর্বোপরি তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো আইনি বিধান না থাকার কারণে আমাদের দেশে তথ্যের অধিকার বাধার মুখোমুখি। আমাদের পাশের দেশ ভারতে ২০০৫ সালে প্রণীত হয়েছে তথ্য অধিকার আইন। শুধু কেন্দ্রীয়ভাবে নয়, আলাদাভাবে রাজ্য সরকারগুলোও নিজ নিজ তথ্য অধিকার আইন চালু করেছে।

কমিউনিটি রেডিওর পরিচয়

১৯৯৫ সালে সেনেগালের ডাকারে 'ওয়েভস ফর ফ্রিডম' শিরোনামে যে রিপোর্টটি কমিউনিটি রেডিও ব্রডকাস্টারদের ষষ্ঠ সম্মেলনে উপস্থাপিত হয়, তাতে বলা হয় : কমিউনিটি রেডিও, গ্রামীণ বেতার, সমবায় রেডিও, অংশীদারিত্বের বেতারতরঙ্গ, মুক্তবেতার, বিকল্পবেতার, শিক্ষামূলক সম্প্রচার যে নামেই ডাকা হোক না কেন, কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচারের সাথে এদের কোনো ভিন্নতা নেই। নাম, বেতারতরঙ্গ, ক্ষমতা বা পরিচালনাকারী গ্রুপের ভিন্ন পরিচয় থাকতে পারে। কিন্তু কমিউনিটি রেডিও বলতে আসলে এদেরই বোঝানো হয়। আরো সহজ করে বলা যায়, যখন একটি রেডিও জনগণের অংশগ্রহণে চলে, রক্ষা করে তাদের স্বার্থ, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের রুচিকে ধারণ করে চলে এর কাজ, যখন প্রকৃত সত্য প্রচার করে জনকল্যাণের বিষয়টি সামনে রেখে, জীবনের নানা সমস্যার সময় যে রেডিওটি তার কাছে এসে দাঁড়ায়, সব মতকে যে সমানভাবে ধারণ করে, যেখানে প্রতিফলিত হয় নানা ধর্ম ও সংস্কৃতির গ্রহণযোগ্য সম্মিলিত রূপ, কোনো একনায়কতন্ত্র যার পথচলাকে বাধাগ্রস্ত করে না, যেখানে কোনো অযৌক্তিক বাধায় মত প্রকাশ ব্যাহত হয় না, তাকেই বলে কমিউনিটি ▶

'কমিউনিটি রেডিও হচ্ছে তৃণমূল পর্যায়ের গণমাধ্যম'

সাদেক খান
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট ও
বিশিষ্ট কলাম লেখক

প্রশ্ন : কমিউনিটি রেডিও ও গণমাধ্যমের মধ্যে সংশ্লিষ্টতা কোথায়?

উত্তর : কমিউনিটি রেডিও হচ্ছে গণমাধ্যমের শক্তিশালী একটি অংশ। কমিউনিটি রেডিওর কাজ সমাজের একদম তৃণমূল পর্যায়ে। সেজন্য বলা চলে, কমিউনিটি রেডিও হচ্ছে তৃণমূল পর্যায়ের গণমাধ্যম। প্রচলিত অর্থের গণমাধ্যমে জাতীয় বিষয়গুলো প্রাধান্য পায়। আর কমিউনিটি রেডিওর ক্ষেত্রে স্থানীয় সমস্যা এবং বিষয়ের খবরা খবরের সমন্বয় ঘটে। স্থানীয় শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশও ঘটে কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে। কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে ট্যালেন্ট সার্চ সম্ভব হয়। স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে তাদের মেধার প্রকাশ ঘটাতে পারে। তেমনি আমেরিকার বিখ্যাত রক স্টার, যিনি এক সময় বাস চালাতেন কমিউনিটি রেডিও সূত্রেই তাকে খুঁজে পাওয়া গেছে। তিনি মাঝে মাঝে কমিউনিটি রেডিওতে তার গান পরিবেশন করতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি জাতীয় পর্যায়ে গণমাধ্যমে অফার পেয়ে নিজের মেধার দক্ষতা দেখিয়ে সঙ্গীত জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করেন।

প্রশ্ন : কমিউনিটি রেডিও ও গণমাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিকে কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায়?

উত্তর : অবশ্যই সম্পৃক্ত করা যায়। আগে কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচার হতো 'এনালগ' পদ্ধতিতে বর্তমানে এই ক্ষেত্রে 'ডিজিটাল' পদ্ধতি ব্যবহার হচ্ছে। তাছাড়া তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ সব ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়।

প্রশ্ন : কমিউনিটি রেডিও'র ক্ষেত্রে সরকারের কী করণীয় আছে?

উত্তর : যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরকারের কমিউনিটি রেডিওর অনুমোদন দেয়া উচিত। কারণ, সম্প্রতি উপকূল অঞ্চলে যে ঘূর্ণি ঝড়টা হয়ে গেলো, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেতার ১ ঘন্টা পরপর দুর্যোগ আবহাওয়া সংবাদ দিয়েছে, যা গভীর সমুদ্রে মাঝিদের নজর কাড়তে পারেনি। এই সময়ে যদি কমিউনিটি রেডিও থাকতো, তাহলে সারাক্ষণই দুর্যোগ আবহাওয়া সংবাদ প্রচার করা যেতো স্থানীয় ভাষায়, তাতে মাঝিদের দৃষ্টি আকর্ষণও হতো, দেশও রক্ষা পেত এর ক্ষয়ক্ষতি থেকে।

প্রশ্ন : নীতি সহায়তা দেয়ার ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা কী হওয়া উচিত?

উত্তর : যত বেশি জায়গায় কমিউনিটি রেডিওর অনুমোদন দেয়া যায় ততই ভালো। কারণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমিউনিটির উন্নয়ন সম্ভব হলেই গোটা দেশের উন্নয়ন সম্ভব হবে। তবে অবশ্যই কমিউনিটি রেডিওর জন্য একটি রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ থাকতে হবে ■

রেডিও। অর্থাৎ কমিউনিটি রেডিও হচ্ছে, এমনই এক মাধ্যম, যা জনগণের মাধ্যমে জনগণের জন্য এবং জনমালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

কমিউনিটি রেডিওর উৎপত্তি ও বিকাশ

আজকের দিনে কমিউনিটি রেডিওর যে অগ্রগতি–এর ইতিহাস অর্ধশতাব্দীর পুরোনো, যার উৎপত্তি হয়েছিল ল্যাটিন আমেরিকায়। দারিদ্র্য ও সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ১৯৪৮ সালে বলিভিয়ায় প্রতিষ্ঠিত 'মাইনার্স' রেডিও এবং একই বছর কলম্বিয়ায় গড়ে ওঠা 'রেডিও সূতাতেঞ্জা' কমিউনিটি রেডিও প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের অগ্রদূত। বলিভিয়া ও কলম্বিয়ায় কমিউনিটি রেডিও প্রতিষ্ঠার মূল প্রেরণা হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বা দেশে কাজ করছে। কারণ, মাইনার্স সম্প্রচারের মূল উদ্দেশ্য ছিল খনি শ্রমিকদের উপযুক্ত কাজের পরিবেশ এবং শ্রম নিযুক্তির জন্য কমিউনিটির লোকজনকে সংগঠিত করা। মূলত মাইনার্স রেডিও ছিল শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধিত্বমূলক সম্প্রচার এবং সেগুলো পরিচালনায় শ্রমিকরাই অর্থ জোগান দিয়েছিল।

কলম্বিয়ার রেডিও 'সূতাতেঞ্জা'র মূলধন জোগানো এবং প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের মূলেও এলাকার লোকজন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল, যদিও তাদের কেউ এই রেডিওর মালিকানা বা ব্যবস্থাপনার সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন না। সূতাতেঞ্জার অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, এ স্টেশনে বছরে ৫০ হাজারের মতো চিঠি আসত এবং সেখানে শ্রোতাদের আগ্রহানুযায়ী অনুষ্ঠানাদি নির্মাণ ও প্রচার করা হতো।

পরে রেডিও সূতাতেঞ্জা'র অনুসরণে ধ্যাটিন আমেরিকান শিক্ষামূলক রেডিও সম্প্রচার সমিতি গঠিত হয়। কমিউনিটির শিক্ষা ও রেডিওর মধ্যে এ যোগসূত্র এখনো ল্যাটিন আমেরিকার জনসেবামূলক সম্প্রচার এবং কমিউনিটি রেডিওর প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মূলভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। কমিউনিটি রেডিও প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ল্যাটিন আমেরিকায় সূচিত হলেও মূলধারার সম্প্রচার ব্যবস্থার বিপরীতে গুরুত্বপূর্ণ বিকল্পরূপে কমিউনিটি রেডিও প্রতিষ্ঠার মূল রূপ পায় ইউরোপে। দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর সামাজিক আন্দোলনের শীর্ষে আফ্রিকায় কমিউনিটি রেডিও প্রতিষ্ঠার সূচনা ও বিকাশ লাভ করে। এই আন্দোলন আফ্রিকা মহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে গণতন্ত্রায়ন, স্থানীয়করণ, বিকেন্দ্রীকরণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে ত্বরান্বিত হয়।

এশিয়ায় কমিউনিটি রেডিও প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট অবশ্য খানিকটা ভিন্নতর। ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা কিংবা ইউরোপের মতো বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রেক্ষাপট মাইনার্স রেডিও, গোপন প্রচার কিংবা মিশনারিজ সম্প্রচার ব্যবস্থা এশীয় অঞ্চলে ছিল না। ইউনেস্কো কিংবা অন্যান্য দাতাসংস্থার উদ্যোগেই এশিয়া অঞ্চলে কমিউনিটি রেডিও প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে জাতীয় সম্প্রচার সংস্থাগুলোই নিজ উদ্যোগে কমিউনিটি রেডিও প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলাদেশে কমিউনিটি রেডিও

বাংলাদেশে কমিউনিটি রেডিওর ধারণাটি জনসমক্ষে আসে খুব বেশি দিন আগে নয়। ১৯৯৯ সালে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন এবং ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন ফর ক্রিশ্চিয়ান কমিউনিকেশনের যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় গণমাধ্যম সম্মেলনে বাংলাদেশে কমিউনিটি রেডিও প্রতিষ্ঠার ধারণা ও প্রস্তাবটি উপস্থাপন করে ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি)। উত্থাপিত প্রস্তাবে তাদের প্রস্তাবিত কমিউনিটি সেন্টারের একটি খসড়া রূপরেখাও বিশেজ্ঞদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। সম্মেলনে এ–ও জানানো হয়, এমএমসি দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় জেলা পটুয়াখালীতে এ ধরনের একটি বেতার কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি চেয়ে ১৯৯৮ সালে তথ্য মন্ত্রণলায়ে আবেদন করেছে।

কমিউনিটি রেডিও স্থাপনের বিষয়টি এখানেই থেমে থাকেনি। দু'বছর পর ২০০১ সালে কমিউনিটি রেডিও প্রতিষ্ঠার বিষয়টি আবার তোলা হয় যুক্তরাজ্যের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ও প্রশিকা আয়োজিত 'উন্নয়নে সম্প্রচার মাধ্যম' শীর্ষক সম্মেলনে। পরের বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের এমএ পর্বের কতিপয় উদ্যোগী শিক্ষার্থী 'কমিউনিটি রেডিওর প্রতি জনআগ্রহ' শীর্ষক একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, শতকরা ৯৬ ভাগ উত্তরদাতা তাদের এলাকায় এ ধরনের বেতার কেন্দ্র স্থাপনে আগ্রহী। জানুয়ারি ২০০৬ সালে ইউএনডিপি, ইউনেস্কো ও ইউনিসেফের সহায়তায় ভয়েস, এমএমসি, ফোকাস, ইপসা ও বিএনএনআরসি'র যৌথউদ্যোগে এলজিইডি মিলনায়তনে আয়োজিত হয় তিন দিন ব্যাপী 'জাতীয় পরামর্শ সভা: কমিউনিটি রেডিও' শীর্ষক পরামর্শ সভা। এ থেকে একটি বিষয় খুবই স্পষ্ট ওঠে, বাংলাদেশে কমিউনিটি রেডিও প্রতিষ্ঠার বিষয়টি আজ আর কাগজের বিষয় হয়ে নেই।

এতকাল বাংলাদেশে সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালিত হতো ১৮৮৫ সালের টেলিগ্রাম অ্যাক্ট ও ১৯৩৩-এর ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফি অ্যাক্টের আওতায়। ২০০১ সালে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন আইন পাস করে এর আওতায় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালের শুরুতে, এশিয়া প্যাসিফিক ইনস্টিটিউট ফর ব্রডকাস্টিং ডেভেলপমেন্ট (এআইবিডি) এবং বাংলাদেশ তথ্য মন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে নীতিগতভাবে একটি সম্প্রচার আইন উন্নয়নে কাজ করতে সম্মত হয়। পরবর্তী সময়ে ২০০৩ সালের দিকে এআইবিডি একটি খসড়া সম্প্রচার আইন তথ্য মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়। বর্তমানে আইনটি তথ্য মন্ত্রণালয়ে লাল ফিতায় আবদ্ধ হয়ে আছে।

সম্প্রচার ক্ষেত্রে এই কমিশনের দায়িত্ব শুধু ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ বা বন্টন করা। আর বেসরকারি বেতার কেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে একটি মাত্র ধাপ হলো এই ফ্রিকোয়েন্সি পাওয়া। এর আগের ও পরের কাজগুলো তথ্য ও অন্যান্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিভাগ, জটিলতা, দীর্ঘসূত্রতা যা-ই বলি না কেন ওখানেই। ▶

এশিয়ায় কমিউনিটি রেডিওর অবস্থা

ফিলিপাইনের অলুটাঙ্গা রেডিও: মিন্দানাও প্রদেশের অলুটাঙ্গায় স্থাপিত দ্বীপবাসীদের পুরোপুরী নিজেদের নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত অলুটাঙ্গা রেডিওর অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, প্রতিবেদকরা সময়ানুগ তথ্য সরবরাহ, খবর দেয়া ও দ্বীপবাসীর জনস্বার্থসম্পর্কিত বিষয়গুলো উপস্থাপন করে। রেডিও পরিবেশিত সংবাদ, যেমন ফেরি পারাপারের সময় পরিবর্তন, দেরি অথবা বাতিলের খবর, ফল ও ফসলের চারা রোপণ, কৃষিবিষয়ক সভা-সমিতির খবরাদি, হারানো বিজ্ঞপ্তি অথবা ব্যাধিতে আক্রান্ত লোককে সহায়তা দেয়া ইত্যাদি অন্যতম। জেল থেকে পালিয়ে যাওয়া এক কয়েদির খবর কমিউনিটি রেডিওতে প্রচার করায় পুলিশ সহসা তাকে ধরে ফেলতে সক্ষম হয়। লোকজন এজন্য কমিউনিটি রেডিওকে ধন্যবাদ জানায়।

সাধারণ রেকর্ডার দিয়ে গ্রামবাসী নিজেরাই বিভিন্ন জনপ্রিয় অনুষ্ঠান নির্মাণ করে ফেলেন। এভাবে একেবারে সাধারণ লোক তাদের পছন্দানুযায়ী নিজস্ব টেপরেকর্ডারের মাধ্যমে অনুষ্ঠান, যেমন গান, আলোচনা, সাক্ষাৎকার, হালকা ঘরোয়া বিষয়াদি, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি নির্মাণ করে সম্প্রচারকাজে অংশ নেয়। বিনোদনধর্মী অনুষ্ঠান প্রচারের পাশাপাশি কমিউনিটির নানা সমস্যার বিষয়গুলো অনুষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত হয়। টেপকরা অনুষ্ঠান কেন্দ্রে পাঠানোর পর এগুলো প্রচারের ব্যবস্থা করা হলে সরকারি কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতারা সতর্ক হয়ে যান এবং এরা জনগণের এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে সুযোগের সন্ধান করেন।

নেপালের রেডিও সাগরমাথা: নেপালে লোকবেতার সংস্কৃতির ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। ১৯৯৭ সালে সরকারি অনুমোদন নিয়ে 'সাগরমাথা রেডিও' চালু হয়। রেডিও 'সাগরমাথা'য় শুরু থেকে সুস্থ বিনোদন, সামাজিক আলোচনা, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মতামত, অংশ নেয়া ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বেতার কখনো এ ধরনের হতে পারে, সাগরমাথা সম্প্রচারের আগে জনগণ তা কল্পনাই করেনি। সরাসরি অনুমোদন চুক্তি অনুযায়ী দুই ঘণ্টা সম্প্রচারের সময় সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত নির্ধারিত হয়। 'সাগরমাথা' দুই ঘণ্টার অনুষ্ঠানে দুষ্প্রাপ্য নেপালি লোকসঙ্গীত থেকে শুরু করে আধুনিক গানের রেকর্ড বাজত; এসব সঙ্গীত সম্প্রচারের ক্ষেত্রে শ্রোতাদের মতামতকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সবার অংশ নেয়া নিশ্চিত করার বিষয়টিকে সাগরমাথা তার মৌল উদ্দেশ্য হিসেবে শুরু থেকেই নির্ধারণ করে রাখে। নেপালে গণতন্ত্র, এইডস রোগ, বিশুদ্ধ পানীয় জল, বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা ও পরিবেশের ওপর বেশ কিছু অনুষ্ঠান ফেলোশিপের অধীনে নির্মিত হয়। 'হামারো খালদো' (আমাদের উপত্যকা) শীর্ষক একটি অংশগ্রহণমূলক বসন্ত অনুষ্ঠান ১৯৯৭ সাল থেকে শুরু হয়। এ ছাড়া কিছু অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ট্যাক্সিচালক, চোর ও পকেটমারদের অত্যাচার থেকে সচেতন হওয়া, গণিকাবৃত্তির কারণে এইডস, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, পানি ও বায়ু দূষণ, শিশুশ্রম, গর্ভপাত, নারী-পুরুষের স্পর্শকাতর নানা দিক নিয়ে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। এ ছাড়া সমকালীন সামাজিক, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ও উন্নয়ন প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক, 'ভাবালি' বা কমিউনিটি সভার অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। জনআলোচনা এবং আধুনিক বেতারমাধ্যমের অপূর্ব মিলন ঘটে এখানে। সম্প্রতি সাগরমাথা 'সাফা রেডিও' (বিশুদ্ধ বায়ু সম্পর্কে প্রচার) নামে একটি অনুষ্ঠান শুরু করেছে। শহরের বিভিন্ন এলাকার বায়ুদূষণ মাত্রা নিয়ে সপ্তাহে পাঁচ দিন অনুষ্ঠানটি প্রচার করা হয়। সপ্তাহ শেষে এই পাঁচ দিনের অনুষ্ঠান ও এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

নেপালের সংস্কৃতি, রাজনীতি, সর্বোপরি ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার নির্ভরযোগ্য ধারণ করা রেকর্ড সংগ্রহ সাগরমাথার এক বিস্ময়কর কার্যক্রম। নেপালের লোকগাঁথার চমৎকার ঐতিহ্য রয়েছে। আজ থেকে ৫০ বছর আগে কমিউনিটির খবরাদির জন্য জনগণ সংশ্লিষ্ট এলাকার শিল্পীদের ওপর নির্ভর করত। বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীতের মাধ্যমে এলাকার বিভিন্ন ঘটনার উপস্থাপন ছিল এসব সঙ্গীতের মূল কাজ। সাগরমাথা ঐতিহ্যের ধারক এসব সঙ্গীতের জন্য সংগ্রহ অভিযান চালায় এবং এগুলো প্রচার করে। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এসব বাউলশিল্পীকে স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানানো হয় ও তাদের গাওয়া গান রেকর্ড করে রাখা হয়। পাশাপাশি সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনার ওপর বাউল-সুরে ৬০টি গানও রেকর্ড করা হয়।

জাতিসংঘ শিশু তহবিলের সহায়তায় রেডিও সাগরমাথার উদ্যোগে গাছরূপী দাদু ও তোতারূপী নাতিকে দিয়ে ১০ মিনিটের অনুষ্ঠান তৈরি করা হয়। গাছের নিচে খেলায়রত শিশুদের নিয়ে এ অনুষ্ঠান তৈরি করা হয়। নেপালের একটি কমেডি দলকে দিয়ে এই অনুষ্ঠান তৈরি করা হয়। অনুষ্ঠানটি ২০ মিনিটের গল্প, কবিতা আবৃত্তি এবং আলোচনা অনুষ্ঠানের ফাঁকে প্রচার করা হয়। মজার বিষয় হলো, শিশুরাই এ অনুষ্ঠানের পরিকল্পক, সংগঠক, প্রযোজক ও পরিচালক।

এছাড়াও ভারতে ইনস্টিটিউশনভিত্তিক ক্যাম্পাস রেডিও আছে। শ্রীলঙ্কার সরকার নিজেই চালাচ্ছে কমিউনিটি রেডিও 'এসএলবিডি'। পাকিস্তান, জাপান এবং থাইল্যান্ডেও কমিউনিটি রেডিও আছে। ▶

'কমিউনিটি রেডিও ও তথ্য প্রযুক্তিকে সমন্বিত করতে পারলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে'

.... **কামরুল হাসান মঞ্জু**
নির্বাহী পরিচালক
মাস্‌লাইন মিডিয়া সেন্টার

প্রশ্ন : আপনারা কমিউনিটি রেডিও ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য দেশের কয়েকটি জায়গায় কাজ করেছেন। সামগ্রিকভাবে কমিউনিটির উন্নয়নে আপনাদের কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল কি?

উত্তর : বিগত প্রায় ১০ বছর ধরে কমিউনিটি রেডিও আন্দোলনের সাথে জড়িত আছি। একে আমরা কমিউনিটি রেডিও মুভমেন্ট বলছি। ১৯৯৭ সালে পটুয়াখালী সদরে একটি কমিউনিটি রেডিও স্থাপনে উদ্যোগ নেই। ডেনমার্কের দাতা সংস্থা ডেনিডা সে সেন্টারের জন্য অর্থায়ন করতে রাজি হয়। উপকূলীয় অঞ্চলের লোকজন অনুন্নত। কারণ ঘন ঘন দুর্যোগ ও দারিদ্র্যের মাত্রা বেশি। মৎসজীবী সম্প্রদায় যখন গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়, সরকারের বেতার বার্তা সরাসরি তাদের কাছে পৌঁছায় না। সেন্টারটি করার ১ম লক্ষ্য ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি থেকে মানুষদের মুক্ত রাখা।

২য় লক্ষ্যটি ছিল, দরিদ্র জনগণের সমস্যাগুলো তাদেরই ভাষায় প্রচার করা, যাতে সরকারি প্রশাসনের নজরে আসে। সার, বীজ তথ্য, নারী অধিকার সচেতন করা, শিক্ষা কার্যক্রম প্রচার করা। সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কমিউনিটি রেডিও মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা। সরকারের কোনো আইনগত নীতিমালা না থাকায় কমিউনিটি রেডিওর লাইসেন্স দেয়া সম্ভব হয়নি এবং সরকার কোনো প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পারেনি। তবে সরকারের সদিচ্ছা আছে। খসড়া নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে।

প্রশ্ন : কমিউনিটি তথা সমাজ উন্নয়নে সবচে, বড় হাতিয়ার হিসেবে তথ্য প্রযুক্তি আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। আপনাদের এ কর্মসূচিতে তথ্য প্রযুক্তিকে সমাজ উন্নয়নে কীভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন বা লাগাতে পারেন বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : সে সময় তেমন কোনো তথ্য প্রযুক্তি সম্পৃক্ততা ছিল না। তবে আমাদের পরিকল্পনা আছে, তথ্য প্রযুক্তি হচ্ছে সমাজ উন্নয়নের হাতিয়ার। তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অর্থাৎ গ্রামের মানুষের তেমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তাই তথ্য প্রযুক্তি আমাদের কী কী উপকারে আসবে সে সম্পর্কে প্রথমে সচেতন করে তোলা দরকার।

এজন্য দরকার কারিগরী দক্ষ জনবল তৈরি করা এবং বাংলা ভাষায় তথ্য প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে তথ্য ব্যবস্থা দেয়া।

আমাদের ৬৪টি জেলায় রুরাল এডভোকেসি সেন্টার এবং ২১টি জেলায় তথ্য সেন্টার আছে।

সেখান থেকে ম্যানুয়েলি তথ্য সরবরাহ হচ্ছে। ভবিষ্যতে যে সব জায়গায় বিদ্যুৎ আছে সে সব সেন্টারগুলোতে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করা হবে।

সবশেষে আমি বলতে চাই, কমিউনিটি রেডিও ও তথ্য প্রযুক্তিকে সমন্বিত করতে পারলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে ■

পল্লী অঞ্চলের জনগণের জন্য কমিউনিটি রেডিও কেন?

বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে, বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা, দেশজ গণমাধ্যম ব্যবস্থার চরিত্র, উপকূলীয় অঞ্চলে গণমাধ্যম ব্যবহার প্রবণতা পর্যালোচনা এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিটি রেডিওর চরিত্র বিশ্লেষণ করা হলে, উপকূলে জনগণের বাস্তবতায় কমিউনিটি রেডিও এক সম্ভাবনাময় গণমাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে। ২০০২ সালে চট্টগ্রামে আয়োজিত কমিউনিটি রেডিওর এক সেমিনারে উপকূলীয় অঞ্চলে কমিউনিটি রেডিও প্রতিষ্ঠায় কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। সেগুলো এমন :

০১. উপকূলীয় অঞ্চলে কমিউনিটি রেডিওর সূচনা, স্থানীয় জনসাধারণের তথ্য ও বিনোদনের সুযোগ নিজস্ব ভাষায় সহজ করে তুলে ধরবে এবং অন্যান্য অঞ্চলের জনগণের সাথে তাদের বিরাজমান তথ্য ব্যবধান খানিকটা কমাতে পারবে।

০২. স্থানীয় এলাকার উন্নয়নে শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত অথবা নিরক্ষর জনগণকে নিজস্ব এলাকার সমস্যা অন্বেষণে এবং এসব সমস্যার যৌক্তিক সমাধানে সচেতনতা সৃষ্টি, উদ্বুদ্ধকরণ ও সর্বোপরি সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ নেয়ায় উৎসাহিত করবে।

০৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় নিজের জানমাল রক্ষায় এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে সহায়ক শক্তি হিসেবে কমিউনিটি রেডিও গুরুত্বসম্পন্ন হয়ে উঠবে।

০৪. পল্লী ব্যবসায়কেন্দ্রে নারী-পুরুষের একঘেয়ে জীবন ও গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া জেলেদের স্থানীয় বিনোদন জোগান দিয়ে সমুদ্রে অবস্থানের সময় মনকে চাঙ্গা ও কর্মোদ্যম বাড়াতে সহায়তা করবে। একই সাথে ঘরে অপেক্ষমান বউ-ঝিদের একাকিত্ব দূর করতে পারবে।

০৫. দূরবর্তী চরাঞ্চলের সামাজিক অনাচার দূর করায় বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আইনগত বিষয়াদি প্রচার করে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ও অধিকার আদায়ে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার সুযোগ করে দিতে পারবে।

০৬. পল্লী সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, স্থানীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক নেতৃত্ব বাছাই, তাদের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা ইত্যাদি বিষয়ে স্থানীয় জনগণের সাথে মুখোমুখি আলোচনা করে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন ত্বরান্বিত করতে পারবে।

০৭. পল্লী অঞ্চলে প্রান্তিক পর্যায়ের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে ও তাদের চেতনা এবং ভেতরের সম্ভাবনাগুলোকে তুলে এনে জাতীয় চেতনার সাথে স্থানীয় চেতনা-চাহিদার একটি যোগসূত্র তৈরিতে কমিউনিটি রেডিও অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

০৮. স্থানীয় জনগণের অংশ নেয়া নিশ্চিত করার ফলে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের মেধার বিকাশ ঘটবে এবং ক্রমশ বিলীয়মান ঐতিহ্যবাহী উপকূলীয় সহজ-সরল লোকজ সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করা ও চর্চা অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে।

'কমিউনিটি রেডিও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সত্যিকার সুফল জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারে'

এএইচএম বজলুর রহমান
প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও অ্যান্ড কমিউনিকেশন

প্রশ্ন : কমিউনিটি রেডিও আন্দোলনের সাথে কিভাবে আইসিটি আন্দোলনকে সম্পৃক্ত করা যায়?

উত্তর : আমরা গত ৫ বছর ধরে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কমিউনিটি রেডিওর পাশাপাশি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি যথা ইন্টারনেট, কমপিউটার, টেলিভিশন, সৌর জ্বালানি, মোবাইল ফোন, রেডিও ও ভিডিও ক্যামেরা ব্যবহার করে কিভাবে সমাজে তথ্য বিভাজন দূর করা যায়, এ ব্যাপারে ব্যাপক কর্মকাণ্ড সংগঠিত করছি। আমাদের কথা ছিল পুরানো যোগাযোগ প্রযুক্তি ও নতুন যোগাযোগ প্রযুক্তির মধ্যে একটা মিশ্রণ ঘটানো। তাছাড়া আমরা মনে করি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার গ্রামের মানুষের জন্য কোনো দান বা অনুদান নয়, এতে প্রবেশিকাধিকার গ্রামের মানুষের মৌলিক মানবাধিকার। সে দিক দিয়ে আমরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে গ্রামের মানুষের যে অধিকারগুলো রয়েছে সরকারি নীতিমালায়, আমরা সেগুলোও সহজ সরল ভাষায় গ্রামের নীতি নির্ধারকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। ফলে কমিউনিটি রেডিও'র সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আন্দোলন একসাথে সম্পৃক্ত। যেমন কোনো এলাকায় একটি কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপিত হলে সেখানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আহরণ করে বাংলায় অনুবাদ করে তা সম্প্রচার করা যায়। একে আমরা বলে থাকি রেডিও ব্রাউজিং।

প্রশ্ন : কমিউনিটি রেডিও আইন বাস্তবায়নে সরকারের কী করা উচিত?

উত্তর : আমরা মনে করি, সরকার শুধু বাংলাদেশ সম্প্রচার আইন ২০০৩ (খসড়া) জাতীয় সংসদে পাস করলেই কমিউনিটি রেডিওর ক্ষেত্রে যাবতীয় বাধা দূর হয়ে যাবে। এ খসড়া তথ্য মন্ত্রণালয় ২০০৩ সালে একটি বিদেশি মিশনের মাধ্যমে প্রস্তুত করে। আমরাও মনে করি উক্ত খসড়া আইনটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। সেখানে পাবলিক সার্ভিস সম্প্রচার, বাণিজ্যিক সম্প্রচার ও অলাভজনক কমিউনিটি সম্প্রচারের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া আইনটি পাস করতে বেশি সময়ের প্রয়োজন হলে সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় পরীক্ষামূলকভাবে সম্প্রচার করার জন্যে কিছু কমিউনিটি রেডিওর উদ্যোগকে অনুমোদন দিতে পারে। ফলে এই পরীক্ষামূলক কমিউনিটি সম্প্রচার থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে পরবর্তী সময়ে পূর্ণাঙ্গভাবে সরকার কমিউনিটি রেডিওর অনুমোদন দিতে পারে।

প্রশ্ন : কমিউনিটি রেডিও, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সেবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেবার ক্ষেত্রে এনজিওগুলোর ভূমিকা কি হবে?

উত্তর : বাংলাদেশের এনজিও কার্যক্রমের বাস্তবতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সেবা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তথা গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে এনজিওগুলো ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন প্রতিটি গ্রামে এনজিওদের কর্মকাণ্ড রয়েছে। সেখানে এরা তাদের একটি করে রুরাল নলেজ সেন্টার স্থাপন করতে পারে। যেখানে কমপিউটার, ফোন, লেমিনেশন মেশিন, ক্যামেরা, ইন্টারনেট ইত্যাদি থাকবে। ওই গ্রামের সব বয়সের লোকজন তাদের চাহিদা মোতাবেক এ নলেজ সেন্টার ব্যবহার করবে। ফলে এনজিওগুলোর চলমান কাজের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সমন্বিত হবে এবং একটি স্থিতিশীল ব্যবস্থাপনায় এটি পরিচালিত হতে থাকবে। ক্রমে এ নলেজ সেন্টারটি কমিউনিটির মালিকানায় চলে যাবে। এনজিওগুলো এ ব্যাপারে তাদের দক্ষতা বাড়ানো ও আর্থিক সহায়তাসহ কারিগরি সহায়তা দিতে পারবে।

অনুরূপভাবে কমিউনিটি রেডিও পরিচালিত হবে কমিউনিটির ব্যবস্থাপনায়। এগুলো কোনো এনজিওর মালিকানায় থাকতে পারবে না। ফলে কমিউনিটি রেডিওসহ একটি নলেজ সেন্টার কমিউনিটির লোকজন পরিচালনা করলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবিকায় অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে।

প্রশ্ন : আমাদের দেশে যেসব টেলি সেন্টার হচ্ছে, সেখানে কমিউনিটি রেডিও কী কী ভূমিকা রাখতে পারে।

উত্তর : প্রথমত, টেলি সেন্টারের অন্যতম কাজ হলো শহরের মানুষের সাথে গ্রামের মানুষের তথ্য বিভাজন কমিয়ে এনে ওই গ্রামবাসীর জীবন ও জীবিকার উন্নয়ন ঘটানো। এ ক্ষেত্রে কমিউনিটি রেডিও হলো একমাত্র সহজলভ্য মাধ্যম। এর মাধ্যমে অতি সহজে, কম খরচে, সহজ ভাষায় সমগ্র এলাকায় দরকারী তথ্যসমূহ পৌঁছে দেয়া যায়। আমরা যে ১০টি রুরাল নলেজ সেন্টার দেশের উপকূলীয় এলাকায় স্থাপন করেছি, তার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো এই রুরাল নলেজ সেন্টারের সাথেই আমরা কমিউনিটি রেডিও স্থাপন করবো এবং উপকূলীয় এলাকার চাহিদা মোতাবেক আমরা তথ্য সম্প্রচার করবো। ফলে সত্যিকারের টেলিসেন্টারের তথা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুফল জনগণ তখনই পাবে, যখন কমিউনিটি রেডিও প্রতিটি স্থানে কাজ করবে ■

'সরকারের উন্নয়নভিত্তিক নীতিমালার আলোকে কমিউনিটি রেডিওর পাইলট প্রকল্পের অনুমোদন দিতে হবে'

ফাহিম হুসাইন
গবেষক
ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পাবলিক পলিসি, কার্নেজি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

প্রশ্ন: আপনি কেন কমিউনিটি রেডিও নিয়ে গবেষণা করছেন?

উত্তর: গত বছর আমি গবেষণার কাজে ব্র্যাকের শিক্ষা কার্যক্রমে কাজ করতে বাংলাদেশে আসি। সে কাজের মূল লক্ষ্য ছিল, শিক্ষাদানের মান উন্নয়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তিকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়, তা খতিয়ে দেখা। সে গবেষণায় আমি দেখতে পাই, রেডিওভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে খুবই কার্যকর। কিন্তু দেখা গেল, শিক্ষা কার্যক্রম প্রসারে রেডিও বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। এমনকি কমিউনিটি রেডিও বিকাশেও সরকার এগিয়ে আসেনি। সেখান থেকেই এই বিষয়ে কাজ করায় আমার উৎসাহ সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন: কমিউনিটি রেডিওর বিস্তার বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কতটা প্রাসঙ্গিক?

উত্তর: যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক, কারণ দারিদ্র্যবিমোচন এবং 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল' অর্জনে কমিউনিটি রেডিও আমাদের সহযোগিতা করতে পারে। যেমন-গ্রামভিত্তিক শিক্ষা প্রসার, তথ্য প্রযুক্তির সুফল তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া, বর্তমান প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে আরো কার্যকর করা, কৃষি ও স্বাস্থ্যভিত্তিক তথ্যাদি জনগণের কাছে সহজলভ্য করে তোলা। এছাড়াও রেডিও এবং মোবাইল ফোন আমাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে একসাথে কাজ করতে পারে। কারণ, মোবাইল ফোনে এফ.এম. রেডিও আছে। আর আমাদের দেশের গ্রামগঞ্জে এমনকি কৃষকের হাতে পর্যন্ত মোবাইল ফোন চলে গেছে।

প্রশ্ন: আমাদের দেশে কমিউনিটি রেডিও ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো কী কী?

উত্তর: প্রথমত, যাদের জন্য এই কমিউনিটি রেডিও দরকার তাদের মধ্যে এখনো সে সচেতনতা সৃষ্টি হয়নি। যার ফলে কমিউনিটি রেডিওর জন্য সেখান থেকে দাবি আসছে না।

দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশে এখনো কোনো জাতীয় সম্প্রচার আইন হয়নি, যা কমিউনিটি রেডিওকে আইনগত বৈধতা দিবে। এর ফলে কমিউনিটি রেডিওভিত্তিক কোনো কার্যক্রমই আমাদের দেশে ফলপ্রসূ হচ্ছে না।

তৃতীয়ত, বহির্বিশ্বে রেডিও কার্যক্রম যেভাবে জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গঠনমূলক ভূমিকা রাখছে, সেভাবে বাংলাদেশ বেতার তা পারছে না। ফলে রেডিওর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা আমাদের দেশে সঙ্কটের মুখোমুখি হচ্ছে।

প্রশ্ন: এখন আমাদের কী করা উচিত?

উত্তর: সরকারের যেকোনো উন্নয়নভিত্তিক নীতিমালার আলোকে কমিউনিটি রেডিওর পাইলট প্রকল্পের অনুমোদন দিতে হবে ■

কমিউনিটি রেডিও এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

বিশ্বজুড়ে ২০০০ সালের পর আইটি তথা তথ্য প্রযুক্তির প্রসারের লক্ষ্যে এর নাম পরিবর্তন করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি তথা আইসিটি করা হয়। তথ্য প্রযুক্তির সাথে যোগাযোগ শব্দটি যোগ করার লক্ষ্যই ছিল, কিভাবে তথ্য প্রযুক্তির সেবাগুলো যোগাযোগের মাধ্যমে কম খরচে সহজলভ্য করে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া যায়, আর কিভাবে সেবা দিয়ে মানুষকে কাছাকাছি আনা যায়। এক্ষেত্রে কমিউনিটি রেডিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

০১. ইন্টারনেটের সহায়তা নিয়ে গ্রামীণ শিক্ষা প্রসারে কমিউনিটি রেডিও কাজ করতে পারে।

০২. কমিউনিটি রেডিও কৃষিভিত্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বেশিরভাগ কৃষকই জীবনে কখনো ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পায়নি। কৃষিভিত্তিক যাবতীয় তথ্যাদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে ডাউনলোড করে স্থানীয় ভাষায় কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচার করতে পারে।

০৩. টেলিমেডিসিনের সফলতাকে কাজে লাগিয়ে কমিউনিটি রেডিও সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছাতে পারে।

০৪. তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় আবহাওয়া বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ করে কমিউনিটি রেডিও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি রোধ করতে পারে।

০৫. এখন অনেক কৃষকের হাতেই মোবাইল ফোন পৌঁছে গেছে, কোনো কোনো মোবাইল ফোনে এফএম ব্যান্ডে রেডিও শোনার সুবিধা আছে। কৃষক ক্ষেতে কর্মরত অবস্থায় কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে সম্প্রচারিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জেনে নিতে পারবে আঞ্চলিক ভাষায়।

০৬. বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে টেলিসেন্টার করার প্রতিযোগিতা এনজিওগুলোর মধ্যে দেখা দিয়েছে। ইতোমধ্যে কতগুলো টেলিসেন্টার তৈরিও হয়েছে। প্রতিটি টেলিসেন্টার একটি করে কমিউনিটি রেডিও হতে পারে। কারণ, টেলিসেন্টারগুলোতে ইতোমধ্যে কমিউনিটি রেডিওর অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাগুলো বিদ্যমান।

০৭. পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় কমিউনিটি রেডিও কাজ করতে পারে।

০৮. কৃষক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে তথ্য প্রযুক্তির যাবতীয় সুযোগ সুবিধা এনে দিতে পারে কমিউনিটি রেডিও।

০৯. সর্বোপরি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে কমিউনিটি রেডিও দারিদ্র্য বিমোচন এবং 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল' তথা এমডিজি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

কমিউনিটি রেডিওর প্রাযুক্তিক খরচ প্রতিবন্ধকতা নয়

কমিউনিটি রেডিওর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যুগপৎ সহজপ্রাপ্য এবং রক্ষণাবেক্ষণও সহজসাধ্য। শুধু সূচনাপর্বে পেশাদার সম্প্রচার প্রকৌশলীর প্রশিক্ষণপর্ব ছাড়া তেমন জটিল কোনো কিছুর প্রয়োজন পড়ে না। এছাড়া বাড়তি খরচ বলতে গেলে কিছুই নেই। যন্ত্রপাতিসহ একটি সাধারণ কমিউনিটি রেডিও প্রতিষ্ঠার জন্য আনুমানিক ২০ হাজার মার্কিন ডলার মূলধন দরকার হয়। মাত্র ১৬ কিলোগ্রাম ওজনের স্যুটকেস আকারের একটি বক্সে কমিউনিটি রেডিওর ঠাঁই মেলে। পাঁচ ওয়াট বিশিষ্ট একটি ট্রান্সমিটার, ৬ চ্যানেল বিশিষ্ট শব্দ মিশ্রণ যন্ত্র, দু'টি ডিস্ক প্লেয়ার, ২টি ক্যাসেট ট্রান্সপন্ডার বা প্লেয়ার এবং একটি অ্যান্টেনা কমিউনিটি রেডিওর যন্ত্রপাতি। এসবের জন্য ৩ হাজার মার্কিন ডলার প্রয়োজন হয়।

সৌরশক্তির সহায়তায় ব্যাটারি অথবা বৈদ্যুতিক সুবিধাদিতে এফ.এম. রেডিও চলতে পারে। রাতের বেলা ২ মিনিটের শক্তিতে একটি সাধারণ মানের ডায়নামার মাধ্যমে কমপক্ষে ৩০ মিনিট পর্যন্ত কমিউনিটি রেডিওর অনুষ্ঠানাদি সম্প্রচার করা সম্ভব। এছাড়া কমিউনিটি রেডিও প্রতিষ্ঠার যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারকরা ইদানিং যন্ত্রপাতি স্থাপন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে যথাসাধ্য সহজ উপায় অনুসরণ করছে। পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠী এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট আগ্রহী ও সাবধান হবার কারণে দ্রুত এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সাধারণত কারো সহায়তার প্রয়োজন হয় না।

গত কয়েক বছর ধরে কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচারের ক্ষেত্রে ডিজিটাল রেকর্ডিং ও ডিজিটাল প্রচারকার্য চালু হয়েছে। বিশ্বের নামী-দামী স্টেশনগুলো ইতোমধ্যে নতুন এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। স্টুডিও থেকে অনুষ্ঠান প্রচারের সবক'টি যন্ত্রপাতিতে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হয়ে গেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা আর কমপিউটার। প্রকৃত পক্ষে নতুন উদ্ভাবন দিয়ে কমিউনিটি রেডিও বহুমুখী গণমাধ্যমের ভূমিকা পালন করতে পারে।

বহুমুখী গ্রামীণ টেলিসেন্টার

গ্রামীণ জনপদের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে উপগ্রহভিত্তিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সেই ১৯৮০ সালে শুরু হয়েছে। উপগ্রহভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা হলো বহুমুখী গ্রামীণ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, সাধারণভাষায় যা 'গ্রামীণ তথ্যকেন্দ্র' রূপে পরিচিত।

অর্থের বিনিময়ে কিংবা বিনামূল্যে উন্নয়নসহ বিভিন্ন সামাজিক বিষয়াদি যেমন কৃষি, স্বাস্থ্য ও ▶

কমিউনিটি রেডিও স্থাপনায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

সম্প্রচার যন্ত্রপাতি

২টি	এফ.এম. ট্রান্সমিটার (১০০ ওয়াট) বিশেষ প্রয়োজনে একটি অতিরিক্ত
১টি	সর্ব-নির্ধারক অ্যান্টেনা (চার স্তর বিশিষ্ট স্প্লীটার সংযোজনে এফ.এম. ব্যান্ড সম্প্রচার উপযোগী)
১টি	হ্যালিয়েক্স অ্যান্টেনা তার (৫০ মিটার) ও সংযুক্তিকরণ ফ্লাক
১টি	এ-১০০০ শক্তির দুই চ্যানেল বিশিষ্ট কমপ্রেসার ও মিটার
১টি	স্থানীয়ভাবে তৈরি করা অ্যান্টেনা দন্ড ও আংটা

স্টুডিও ও বহিঃ সম্প্রচার উপকরণ

১টি	লাইনসহ পেশাগত মানসম্পন্ন স্টুডিও কনস্যুল টেলিফোন স্টুডিও মনিটরের জন্য ১০+১০ ওয়াটের স্বর-বিবর্ধক যন্ত্র/নির্দেশনা দেয়ার জন্য মনিটর, টকব্যাক মাইক্রোফোন, কমপক্ষে ৭ মনো ইনপুট দিতে সক্ষম ডেকা ফিডারস,
৯টি	স্টেরিও ইনপুট
৩টি	আউটপুট মনো/৮টি স্টেরিও আউটপুট
২টি	পিএমসি স্টুডিও মনিটর স্পীকার (১৫০ ওয়াট শক্তিসম্পন্ন)
২টি	অটো রিভার্স ক্যাসেট ডিস্ক
১টি	সিডি চার্জার/রেঞ্জার
৪টি	হেডফোন
৫টি	ডায়নামিক মাইক্রোফোন
২টি	এক্সট্রা লার্জ ইনপুটের ইউটিলিটি মিক্সার
৩টি	মাইক্রোফোন দণ্ড
২টি	মাইক্রোফোন ডেস্ক স্ট্যান্ড
৫টি	বহণযোগ্য ক্যাসেট রেকর্ডার এক্সট্রা লার্জ মাইক্রোফোন ইনপুট
২টি	ঘড়ি (কেসি ব্যাসার্ধে ২৫ সেমি, ঘন্টা মি. সেকেন্ড)
৪০টি	এক্সট্রা লার্জ এফ.এম. ক্যাবল সংযোগ (ধনাত্বক ২০টি, ঋণাত্বক ২০টি)
২০টি	ক্যানেকটর/ধনাত্বক
২০টি	ক্যানেকটর/ঋণাত্বক
২৫টি	রেকা (RCA) ক্যানেকটর
১টি	মাইক্রোফোন তার (১০০ মিটার রোল)
১টি	অডিও ক্যাবল (১০০ মিটার রোল)
৪টি	অটোমেটিক ভোল্টেজ রেগুলেটর
১টি	মাল্টি টেস্টারসহ অন্যান্য ঠিক করার যন্ত্র

কমপিউটারভিত্তিক প্রযোজনা

২টি	সর্বনিম্ন ডিজিটাল অডিও কমপিউটার P-III; 900Ram 20 গিগাবাইট, হার্ডডিস্ক, সিডিরম ড্রাইভ, USB Port, স্পীকার, সাউন্ড কার্ড (রাষ্টার) উইন্ডোজ ১৯৯৮/২০০০ সুবিধা সহযোগে
২টি	USB ইন্টারফেস নিয়ন্ত্রক সহযোগে, ২টি এক্সট্রালার্জ ইনপুট, 1/4" বিশিষ্ট TRS ইনপুট পাওয়ার ব্যালেন্সার/ নিরপেক্ষ 1/4" /S-PDIF 1/0, ইউপিএসটির সঙ্গে
২টি	সার্বক্ষণিক অটো অডিও লাইনসহ চারটি অডিও লাইন
১টি	সম্পাদনার জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার
১০০টি	সিডিআর মিডিয়া (সিডি গঠনযোগ্য)
১টি	ইন্টারনেট সংযোগ যন্ত্রপাতিসহ
১টি	লেজার প্রিন্টার

পরিবার পরিকল্পনা সেবাসমূহ প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে গ্রামবাসীরা কমিউনিটি রেডিওর কেন্দ্রকে ব্যবহার করতে পারে। সোজাসাপ্টা কথায় গ্রামীণ জনপদে কমিউনিটি রেডিও কেন্দ্রটি যৌক্তিকভাবে টেলিফোন কেন্দ্র অথবা টেলিযোগাযোগ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। কেন্দ্রের সাথে থাকা ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন উপাত্ত, তথ্য সংগ্রহ ও বিনিময়ের সুযোগ থাকে। তাই কমিউনিটির লোকদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ তৈরি করা যায়। অধিকন্তু কেন্দ্রটি জনগণের জন্য ফোন, ফ্যাক্স, ফটোকপি মেশিন, গ্রন্থাগারভিত্তিক কেন্দ্র অর্থাৎ বই ও অন্যান্য প্রকাশনার কেন্দ্র হিসেবেও পরিগণিত হতে পারে। কারণ এসব সেবা যোগানো কেন্দ্রটির আয়ের চমৎকার একটি উৎস হতে পারে, এ অর্থ দিয়ে এরা স্বাবলম্বী হতে পারে।

কমিউনিটি রেডিওর প্রতিবন্ধকতা

কমিউনিটি রেডিওর সুফল যেমন বিদ্যমান তেমনি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু কুফল ও লক্ষ্য করা যায় : ১. এটি যদি অসৎ ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে যায় তাহলে যথাযথ তথ্য সরবরাহ বিঘ্নিত হতে পারে। ২. ব্যক্তিস্বার্থের কোনো তথ্য কমিউনিটিতে প্রচার করতে পারে। ৩. রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হতে পারে। ৪. অর্থের মাধ্যমে অবৈধভাবে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে পারে। ৫. সমাজের জন্য ক্ষতিকর অনুষ্ঠানও সম্প্রচার হতে পারে। ৬. প্রতিপক্ষের কুৎসা রটনায় ব্যবহার হতে পারে। ৭. কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ না থাকায় কমিউনিটি রেডিওর ব্যবহার সুফল নাও আনতে পারে। ৮. তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার যথাযথ নিশ্চিত করা না গেলে কমিউনিটি রেডিওর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

যা বলা দরকার

কমিউনিটি রেডিও হচ্ছে তৃণমূল পর্যায়ের এক গণ মাধ্যম। কমিউনিটি রেডিওর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইতিবাচক তথ্য ও যোগাযোগ তৃণমূল পর্যায়ে গড়ে তোলার পাশাপাশি এমন সব অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা, যা তৃণমূল পর্যায়ে সমাজকে সামগ্রিকভাবে সচেতন করে তোলে। তাদের আর্থ-সামাজিক এমনকি ব্যক্তিগত কাজে আনে অন্যরকম গতি। কমিউনিটি রেডিও প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষকে আধুনিক সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষমতা যোগায়। তাদের আয়-উপার্জনের ক্ষমতাসহ সমাজসচেতনতা বাড়ায়। এক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির যথার্থ সমন্বয় ঘটানো হলে এর সুফলমাত্রা বেড়ে যায় আরো বহুগুণে। তৃণমূল পর্যায়ের মানুষ এ থেকে আরো বেশিরমাত্রায় উপকৃত হয়। সেজন্য কমিউনিটি রেডিও আর তথ্য প্রযুক্তির মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখতে হবে সব সময়। এমনকি এর অনুষ্ঠানাদি প্রচারেও 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' যেনো হয় উল্লেখযোগ্য একটি বিষয়।

কমিউনিটি রেডিওর সুফলমাত্রা সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে পুরোপুরি নীতিসহায়তা অবাধে আসতে হবে সরকারের পক্ষ থেকে। প্রয়োজনে সরকার কমিউনিটি রেডিওর সুনিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষও গড়ে তুলতে পারেন। তবে এ কর্তৃপক্ষ যতটা না হবে নিয়ন্ত্রণমূলক, তারচেয়েও বেশি হবে সহায়তামূলক। এর মাধ্যমে সরকারের নীতি সহায়তা চাই এমন, যাতে করে বেশি থেকে বেশি হারে কমিউনিটি রেডিও কেন্দ্র অনুমোদন পেতে পারে। কারণ, যত বেশি সংখ্যক কমিউনিটি রেডিও কেন্দ্র আমরা পাবো, তৃণমূল পর্যায়ে সমাজ উন্নয়নের সূচক ও সামনে এগিয়ে যাবে সেভাবেই। অতএব সে উন্নয়নের লক্ষ্যেই হোক আমাদের পথ চলা–সরকারি, বেসরকারি কিংবা ব্যক্তিগত পর্যায়ে।

ফীডব্যাক: mharnab@yahoo.com

সড়ক অবরোধ, হরতাল এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে শেষ হলো

বিসিএস কমপিউটার শো ২০০৬

এস. এম. গোলাম রাব্বি

BCS COMPUTER SHOW 2006 ICT for Poverty Alleviation

বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি। সংক্ষেপে যাকে আমরা বিসিএস বলেই জানি। দেশের তথ্য প্রযুক্তি সেবা ও পণ্য ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে বড় সংগঠন এটি। প্রযুক্তি পণ্য ও সেবা দর্শকদের সামনে উপস্থাপনের জন্য ১৯৯৩ সাল থেকে প্রতি বছরই এ প্রতিষ্ঠানটি আয়োজন করে থাকে বিসিএস কমপিউটার শো। তারই ধারাবাহিকতায় এ বছর ১৭-২৩ সেপ্টেম্বর ঢাকার ভাসানী নভোথিয়েটারে আয়োজিত হয় বিসিএস কমপিউটার শো ২০০৬। 'দারিদ্র্য বিমোচনে তথ্য প্রযুক্তি' শ্লোগান নিয়ে যৌথভাবে এ মেলার আয়োজন করে বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি এবং বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। এ মেলার মেগা স্পন্সর ছিল গ্রামীণফোনের ডিজুস, আর স্পন্সর ছিল হিউলেট প্যাকার্ড (এইচপি) ও ইন্টেল। সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত এ মেলার বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল প্রদর্শনী, সেমিনার, প্রতিযোগিতা, ফ্রি ইন্টারনেট ব্রাউজিংসহ এমনি আরো অনেক কিছু। বিসিএস কমপিউটার শো ২০০৬-এর যাবতীয় বিষয়াদি নিয়ে তৈরি হয়েছে এ প্রতিবেদন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

১৭ সেপ্টেম্বর '০৬ সকাল ১১ টায় মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী ড. আব্দুল মঈন খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন একই মন্ত্রণালয়ের সচিব খান মো: ইব্রাহীম হোসেন। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জ্যাক আন্দ্রে কস্টিলস্ এবং জাপানের রাষ্ট্রদূত মাসাউকি ইনোয়ি। আরো উপস্থিত ছিলেন বিসিএস কমপিউটার শো ২০০৬-এর আহবায়ক নজরুল ইসলাম মিলন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিসিএস'র সভাপতি মো: ফয়েজউল্লাহ খান।

প্রদর্শনী

বিসিএস কমপিউটার শো ২০০৬-এ বিভিন্ন আইসিটি পণ্য ও সেবার প্রদর্শনী ছিল। হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, নেটওয়ার্কিং, আইএসপিসহ সব সেক্টরের অংশগ্রহণই ছিল এ মেলায়। মোট ৭৬টি স্টল ও ২৬টি প্যাভিলিয়ন জুড়ে ছিল সর্বশেষ প্রযুক্তির বিচিত্র সব পণ্য ও সেবার সমাহার।

বিশ্বখ্যাত প্রসেসর নির্মাতা কোম্পানি ইন্টেল-এর প্যাভিলিয়নের মূল আকর্ষণ ছিল, ইন্টেল-এর নতুন প্রসেসর কোর টু ডুয়ো। এ প্রসেসর অন্যান্য যেকোনো প্রসেসরের তুলনায় শতকরা ৪০ ভাগ বেশি দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং এটি যেকোনো প্রসেসরের চেয়ে শতকরা ৪০ ভাগ কম বিদ্যুৎ খরচ করে। ইন্টেলের প্যাভিলিয়নে আয়োজন করা হয় দু'দিনব্যাপী বিশেষ ক্যুইজ প্রতিযোগিতা।

হিউলেট প্যাকার্ড (এইচপি)-এর প্যাভিলিয়নে ছিল বিভিন্ন ধরনের প্রিন্টার, ফটো প্রিন্টার, স্ক্যানার, ডেস্কটপ পিসি, ল্যাপটপ কমপিউটার এবং মনিটর। এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল এইচপি বিজনেস ইঙ্কজেট ১০০০ প্রিন্টার, এইচপি অফিস জেট ৪২৫৫ অল-ইন-ওয়ান (প্রিন্ট, ফ্যাক্স, স্ক্যানার, কপিয়ার ও ফোন), এইচপি কালার লেজারজেট ৩৬০০ প্রিন্টার/২৮২০ অল-ইন-ওয়ান, এইচপি লেজার জেট ১০২২/১০২০/৫১০০ প্রিন্টার, এইচপি ডেস্কজেট এফ-৩৭০ অল-ইন-ওয়ান (প্রিন্ট, কপি, স্ক্যান), ৩৯২০ প্রিন্টার, এইচপি ফটোস্মার্ট ৭৮৩০ প্রিন্টার (ফটোপ্রিন্টার), এইচপি স্ক্যানজেট ৪৮৫০/৫৫৯০ স্ক্যানার, এইচপি ৭৫৬০ ডেস্কটপ পিসি, কমপ্যাক ল্যাপটপ এবং এইচপি এল ১৭০৬ (১৭") এলসিডি মনিটর।

আইসিটি খাতে বাংলাদেশে ৩৪ বছরের ব্যবসায় সফল প্রতিষ্ঠান ফ্লোরা-এ মেলাতে বিভিন্ন পণ্যের সাথে দেয় আকর্ষণীয় ছাড়। মেলা উপলক্ষে এরা 'ক্রিয়েটিভ'-এর প্রতিটি পণ্যের সাথে দেয় একটি ফ্রি ছাতা, 'ভার্বাটিম' সিডি বক্সের সাথে দেয় একটি ফ্রি সিডি ওয়ালেট। এছাড়া ক্রিয়েটিভ কিংবা ভার্বাটিম-এর প্রতিটি পণ্যের উপর ছিল শতকরা ৫ থেকে ৭ ভাগ ছাড়। এ মেলাতে ফ্লোরা পিসি'র সাথে পাওয়া গেছে একটি ফ্রি অলিম্পাস ফিল্ম ক্যামেরা এবং ক্যানন-এর ফ্যাক্স মেশিনে ১৫০০ টাকা ছাড়। এছাড়াও ফ্লোরা স্বল্প মূল্যে মেলাতে ছেড়েছে ক্রিয়েটিভ-এর নতুন সিরিজের স্পিকার/পেন ড্রাইভ, আসুস-এর ডিভিডি রাইটার ও এইচপি/এপসন'র মিনি ফটো প্রিন্টার।

স্মার্ট টেকনোলজিস-এর প্যাভিলিয়নে ছিল স্যামস্যাং, গিগাবাইট ও টুইনমস ব্র্যান্ড-এর বিভিন্ন পণ্যের সমাহার। প্রায় প্রতিটি পণ্যের সাথেই ছিল আকর্ষণীয় মূল্য ছাড়। স্যামস্যাং-এর বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে ছিল অপটিক্যাল ডিস্ক ড্রাইভ (৫০ টাকা ছাড়), এলসিডি মনিটর (১০০০ টাকা ছাড়), সিআরটি মনিটর, হার্ডডিস্ক, লেজার প্রিন্টার এবং ফ্ল্যাশ সিডি। গিগাবাইট-এর বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে ছিল মাদারবোর্ড, ব্লুটুথ ডিভাইস, পিসিআই এক্সপ্রেস এবং নেটওয়ার্ক সুইচ। অবাক করা মূল্য ছাড়ে স্মার্ট টেকনোলজিস বিসিএস কমপিউটার শো-তে বিক্রি করে টুইনমস ব্র্যান্ড-এর বিভিন্ন ডিভাইস। এসবের মধ্যে ছিল ১২৮ মে.বা, ২৫৬ মে.বা ও ৫১২ মে.বা পেন ড্রাইভ (দাম যথাক্রমে ৭৫০ টাকা, ৯৫০ টাকা ও ১৪০০ টাকা), ২৫৬ মে. বা ও ৫১২ মে.বা ডিডিআর-২ র‍্যাম (দাম যথাক্রমে ২০০০ টাকা ও ৪০০০ টাকা), ২৫৬ মে. বা ও ৫১২ মে. বা ডিডিআর র‍্যাম (দাম যথাক্রমে ২৩০০ টাকা ও ৪৪০০ টাকা) এবং ১২৮ মে. বা ও ২৫৬ মে. বা এসডি র‍্যাম (দাম যথাক্রমে ১৬০০ টাকা ও ৩০০০ টাকা)।

ইন্টারন্যাশনাল অফিস মেশিনস বিসিএস কমপিউটার মেলায় প্রদর্শন করে তোশিবা ব্র্যান্ড-এর বিভিন্ন ল্যাপটপ। এসব ল্যাপটপের সাথে ছিল আকর্ষণীয় মূল্য ছাড় এবং ফ্রি সার্ভিসিং সুবিধা। মেলাতে তোশিবা'র স্যাটেলাইট এল ৩০-সি ৩৩০ মডেলের ল্যাপটপ বিক্রি হয়েছে ৫৫ হাজার টাকায়, ১ লাখ ৯ হাজার টাকা মূল্যের টেকরা এ ৫-পি ৩৩০১ মডেলের ল্যাপটপ ১ লাখ ৫ হাজার টাকায় এবং ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা মূল্যের টেকরা এচ-পি ৫৩০১ মডেলের ল্যাপটপ পাওয়া গেছে ১ লাখ ১৯ হাজার টাকায়।

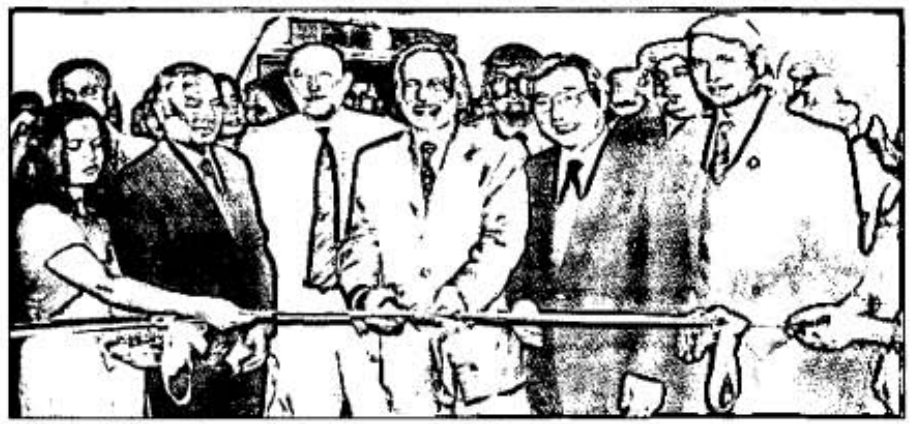

বিসিএস কমপিউটার শো ২০০৬ উদ্বোধন করছেন ড. আব্দুল মঈন খান

বিসিএস কমপিউটার শো ২০০৬ উপলক্ষে গ্লোবাল ব্র্যান্ড উপস্থাপন করে বেশ কিছু নতুন নতুন প্রযুক্তি পণ্যের চমক। এসবের মধ্যে ছিল ক্রিয়েটিভ-এর পিয়ানো কীবোর্ড, এ৪টেক-এর গেমিং মাউস/মাল্টিমিডিয়া মাউস, মাল্টিমিডিয়া কীবোর্ড/ওয়্যারলেস কীবোর্ড/আইপি টকি কীবোর্ড, এলজি'র এল ১৫১৫ এস, এল ১৫২০ এস এবং এল ১৭২০ বি মডেলের এলসিডি মনিটর এবং আসুস-এর চামড়ায় মোড়ানো এস ৬ এফ মডেলের ল্যাপটপ। এছাড়াও গ্লোবাল ব্র্যান্ড-এর প্যাভিলিয়নে ছিল আসুস-এর বিভিন্ন মডেলের ল্যাপটপ, বেয়ারবন, ডেস্কটপ কমপিউটার, নেটওয়ার্ক পণ্য, পিসিআই এক্সপ্রেস এবং সার্ভার মাদারবোর্ড।

মেলায় ইন্টারন্যাশনাল অফিস ইকুইপমেন্ট-এর প্যাভিলিয়নে দেখা যায় সেনডন-এর বিভিন্ন সিরিজের অফলাইন ও অনলাইন ইউপিএস, এমারসন-এর লাইবার্ট অনলাইন ও অফলাইন ইউপিএস, জেরক্স-এর প্রিন্টার, লেজার প্রিন্টার ও মাল্টিফাংশন ডিভাইস (প্রিন্ট, কপি, কালার স্ক্যান, ফ্যাক্স), ৩এম-এর মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর এবং ওকেআই ডটমেট্রিক্স প্রিন্টার। মেলা উপলক্ষে এ প্যাভিলিয়নে প্রতিটি পণ্যের সাথেই ▶

১০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা ছাড় পাওয়া যায়।

এমএসআই মাদারবোর্ড/পিসিআই এক্সপ্রেস ও ওয়েব ক্যামেরা, হিটাচি হার্ডড্রাইভ (৪০ গি.বা থেকে ২৫০ গি.বা সাটা), মোমেনটাচ ল্যাপটপ, বেনকিউ এলসিডি মনিটর (১৫", ১৭" ও ২০") অপটিক্যাল ড্রাইভ (সিডি রম, ডিভিডি রম, কম্বো ড্রাইভ, ডিভিডি রাইটার ও সিডি রাইটার)/ডিজিটাল ক্যামেরা/স্ক্যানার দেখা যায় কমভ্যালী'র প্যাভিলিয়নে। এছাড়া এরা প্রদর্শন করে তাদের নিজস্ব তৈরি ম্যাট্রিক্স ব্র্যান্ড-এর পিসি। মেলা উপলক্ষে কমভ্যালী আয়োজন করে বিশেষ ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। এছাড়াও মেলাতে বেনকিউ'র যেকোনো পণ্য কিনলে ১টা ফ্রি ক্যাপ পাওয়া গেছে।

জে.এ.এন এসোসিয়েটস মেলায় নিয়ে আসে ক্যানন পিক্সমা আইপি ১২০০/আইপি ১৬০০/আইপি ৪২০০/আইপি ৬৬০০ ডি/আইএক্স ৪০০০/আইএক্স ৫০০০ মডেলের প্রিন্টার, এলবিপি ৩৩০০ মডেলের লেজার প্রিন্টার এবং পিক্সমা এমপি ১৫০ মডেলের অল-ইন-ওয়ান ডিভাইস।

রিশিত কমপিউটারস মেলা উপলক্ষে ছাড়ে ডেল ও এইচপি'র সর্বশেষ প্রযুক্তির ল্যাপটপ, ওয়ারেন্টিসহ সনি ডিজিটাল ক্যামেরা, জিপিআরএস/এজ মডেম এবং রিশিত ডেস্কটপ পিসি। মেলা উপলক্ষে এ স্টল থেকে কাস্টমার সার্ভিস বাড়ানো হয়েছে।

ইকোনমি পিসি, স্টুডেন্ট পিসি, হোম পিসি, অফিস পিসি ও গেমিং পিসি নামের বিভিন্ন কনফিগারেশনের কমপিউটার মেলাতে আনে মসিভা কমপিউটারস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। একটি স্টল ছাড়াও এ মেধাতে এরা নেয় একটি প্যাভিলিয়ন। সে প্যাভিলিয়নে দেখা যায় জাইএক্সেল ব্র্যান্ড-এর বিভিন্ন নেটওয়ার্কিং পণ্যের সমাহার ও নেটওয়ার্কিং সিস্টেম-এর পরিচিতি।

রহিম আফরোজ-এর প্যাভিলিয়নে ছিল আইপিএস, ইউপিএস এবং ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার।

বিসিএস কমপিউটার শো ২০০৬ উপলক্ষে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারগুলো (আইএসপি) দেয় আকর্ষণীয় বিভিন্ন অফার। বিজয় অনলাইন ১০০, ৩০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকার কার্ডের সাথে যথাক্রমে ২০০, ৬০০, ১০০০ ও ২০০০ মিনিট (টি শার্টসহ) ফ্রি ব্যবহারের সুযোগ দেয়। মাত্র ১০০০ টাকায় আনলিমিটেড অফিস ব্রাউজার এবং মাত্র ১৫০০ টাকায় আনলিমিটেড ২৪ আওয়ারস (৫০০ টাকার ফ্রি কার্ডসহ) কেনার সুযোগও দেয় এ স্টল। তবে এ সুযোগ থাকবে ঈদ-উল-ফিতর পর্যন্ত। এছাড়াও মেলা উপলক্ষে বিজয় অনলাইন ব্রডব্যান্ড ক্লায়েন্টদের জন্য ফ্রি সংযোগের ঘোষণা দেয়।

মাত্র ১২০০ টাকায় রেসিডেন্সিয়াল ইউজারদের জন্য ৬৪ কেবিপিএস ফ্রেন্স সংযোগ এবং এসএমই (ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান) ইউজারদের জন্য মাত্র ৩৯০০ ও ৪৮০০ টাকায় যথাক্রমে ৯৬ কেবিপিএস ফ্রেন্স ও ১২৮ কেবিপিএস ফ্রেন্স সংযোগের সুযোগ দেয় ব্র্যাকনেট।

টেকনোবিডি বিসিএস ফেয়ার ২০০৬ উপলক্ষে শতকরা ৫০ ভাগ বাড়তি রিসোর্সসহ লিনআক্স ও উইন্ডোজ হোস্টিংয়ের সুযোগ দেয়। এছাড়া শতকরা ২০ ভাগ কম মূল্যে তারা সব ওয়েব ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ ছাড়ে।

বাংলাদেশ অনলাইন বিসিএস মেলাতে সব ধরনের প্রিপেইড কার্ডের সাথে ফ্রি গিফট দেয়। এছাড়া হোম ইউজারদের জন্য ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড সংযোগের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে শতকরা ৫০ ভাগ ছাড় দেয়ার ঘোষণাও দেয়া হয় বাংলাদেশ অনলাইন-এর প্যাভিলিয়ন থেকে।

ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার হোম ইউজারদের জন্য ব্রডব্যান্ড সংযোগের ক্ষেত্রে সেটআপ চার্জ ফ্রি করার সুযোগ দেয় বিডিকম অনলাইন। এছাড়াও ৫০০ টাকার কার্ডের সাথে ১০০ মিনিট ফ্রি'র সুযোগও পাওয়া যায় এখান থেকে। মেলায় বিডিকম অনলাইন হাইলাইট করে তাদের নতুন পণ্য অটোমেটিক ভেহিকল লোকেশন সিস্টেম (এভিএলএস)। এটি এমন একটি ডিভাইস, যা গাড়ির নিরাপত্তার কাজে ব্যবহার হয়।

মাইশা টেকনোলজিস প্রভিমাসে মাত্র ১০০০ টাকায় সীমাহীন ব্যবহারের অফার দেয়। এছাড়া ৫০০ টাকার একটি কার্ডের সাথে ২৫০ টাকার একটি, ২৫০ টাকার একটির সাথে ১০০ টাকার একটি এবং ১০০ টাকার একটির সাথে ৫০ টাকার একটি কার্ড ফ্রি দেয় তারা। ইনস্টলেশন এবং ১ম মাসের খরচের ওপর শতকরা ৫০ ভাগ ছাড়ের ঘোষণাও দেয় এ স্টল। এ সুযোগগুলো ডায়াল-আপ সংযোগের ক্ষেত্রে দেয়া হয়।

বিসিএস কমপিউটার মেলা হার্ডওয়্যার কিংবা ইন্টারনেট ভিত্তিক মেলা হলেও এ মেলায় সফটওয়্যার খাতের উপস্থিতিও ছিল। রীভ সিস্টেমস প্রদর্শন করে আইটেলবিলিং নামের একটি সফটওয়্যার। এটি একটি ভিওআইপি মনিটরিং বিলিং সিস্টেম। মেলা উপলক্ষে এ সফটওয়্যারটির বিভিন্ন মডিউলের ওপর বিশেষ ছাড় দেয়া হয়।

কমপিউটারে বাংলা ভাষার প্রয়োগ নিয়ে এখন দারুণ গবেষণা চলছে। তারই একটি বহিঃপ্রকাশ মেলায় দেখায় ট্রাই-জেম কমপিউটারস। বিসিএস কমপিউটার শো'তে তারা প্রদর্শন করে বাংলা ভাষাভিত্তিক বিভিন্ন সফটওয়্যার। এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল বাংলা স্পেলচেকার, বাংলা ক্যালেন্ডার, বাংলা ডিকশোনারি, বাংলা লেখার সফটওয়্যার ইত্যাদি। মেলা উপলক্ষে প্রতিটি সফটওয়্যারেই ৫০ থেকে ১০০ টাকা ছাড় দেয়া হয়।

এবারের কমপিউটার মেলার মেগা স্পন্সর ডিজুস-এর প্যাভিলিয়নে ছিল দারুণ দারুণ সব উপহার। এ প্যাভিলিয়নে দু'টি ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস এবং wap.dejuice.com.bd সাইটটি সম্পর্কে দর্শকদের অবহিত করা হয়। এছাড়াও এখানে দর্শকদের মোবাইলে ওয়েলকাম টিউন লোড করানো হয়। উপহারগুলোর মধ্যে ছিল প্রতিটি ওয়েলকাম টিউন-এর সাথে একটি ডিজুস স্কার্ফ, বাচ্চাদের জন্য টেবিল-টপ, ডিজুস ক্রিকেট বক্স ও সবার জন্য পকেট ক্যালেন্ডার।

সেমিনার

বিসিএস কমপিউটার শো ২০০৬ উপলক্ষে বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সেমিনারের আয়োজন করে। প্রতিটি সেমিনারের বিষয়ই ছিল তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট। মেলার ১ম দিন কোনো সেমিনার হয়নি। ২য় দিন মোট দু'টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ১ম সেমিনারের বিষয় ছিল 'ফ্রি অ্যান্ড ওপেন সোর্স সফটওয়্যার: ডেভেলপমেন্ট অপরচ্যুনিটিজ'। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ লিনআক্স ইউজারস অ্যাসোসিয়েশন (বিএলইউএ)-এর সদস্য রাসেল জন। স্থানীয়ভাবে লিনআক্সকে জনপ্রিয় করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং লিনআক্সের বিভিন্ন কার্যকারিতার কথা তুলে ধরা হয় এ সেমিনারে। এ সেমিনারটি যৌথভাবে আয়োজন করে বিসিএস এবং ▶

বিএলইউ। এ মেলার ২য় সেমিনারটি ছিল 'ইমপ্যাক্ট অব সাবমেরিন ক্যাবল ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক। বিডিকম অনলাইন-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুমন আহমেদ সাবির এতে মূল বক্তব্য পাঠ করেন। বিসিএস আয়োজিত এ সেমিনারে বলা হয়, দেশের জন্য সাবমেরিন ক্যাবল নেটওয়ার্ক এখনো কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এ অকার্যকর ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড-ই দায়ী। বিটিটিবি যদি সাবমেরিন ক্যাবলের যত্ন নেয় তবে সহসাই দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠী ফাইবার অপটিক ক্যাবলের সুবিধা ভোগ করতে পারবে। ফাইবার অপটিক ক্যাবল নেটওয়ার্কের পুরোপুরি সুবিধা ভোগ করার জন্য দেশের সব আইএসপিকে একসাথে কাজ করার তাগিদ দেয়া হয় এ সেমিনারে।

গত ১৯ সেপ্টেম্বর বিসিএস কমপিউটার মেলায় দু'টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। দিনের ১ম সেমিনারের বিষয় ছিল 'ল্যাঙ্গুয়েজ রিসার্চ ওয়ার্ক ইন আইসিটি'। সেমিনারটি যৌথভাবে আয়োজন করে বিসিএস এবং ট্রাইজেম কমপিউটারস। সেমিনারে মূল বক্তব্য পাঠ করেন ট্রাইজেম কমপিউটার্স-এর প্রোগ্রামার এম, এইচ, মানিক। সেমিনারে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকার ভাষা সম্পর্কিত গবেষণায় যদি বেসরকারি খাতকে সহায়তা করে, তবে বাংলা ভাষায় সফটওয়্যার ডেভেলপ করা সম্ভব। 'প্রসপেক্টস অ্যান্ড ব্যারিয়ারস অব ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক অপর একটি সেমিনারও অনুষ্ঠিত হয় একই দিনে। এ সেমিনারের মূল বক্তা ছিলেন বিসিএস'র সাবেক সভাপতি এস, এম, ইকবাল। সেমিনারে বলা হয়, তথ্য প্রযুক্তিকে দেশের শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে পৌঁছাতে হবে। তথ্য প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে সরকারকে আরো বেশি বরাদ্দ দেয়ার তাগিদ দেয়া হয় এখানে। এ সেমিনারটির আয়োজকও ছিল বিসিএস।

কমপিউটার শো'র ৪র্থ দিনেও অনুষ্ঠিত হয় দু'টি সেমিনার। যৌথভাবে বিসিএস ও বিএলইউএ আয়োজিত এ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অনলাইন-এর 'আইসিটি ফরডি' প্রকল্পের পরিচালক নজরুল ইসলাম। সেমিনারে বলা হয়, প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে সর্বত্র আইসিটি নিয়ে কাজ করা যাচ্ছে না। গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোতে কমপিউটার বিষয় থাকলেও প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষক না থাকায় শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক জ্ঞান দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। ২য় সেমিনারের বিষয় ছিল 'ইনফরমেশন সিস্টেমস অডিট -ওভারভিউ অ্যান্ড রিলিভেন্স ইন বাংলাদেশ'। বিসিএস আয়োজিত এ সেমিনারের মূল বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস তথা বেসিস-এর সাবেক মহাসচিব আতিক-ই-রব্বানী। সেমিনারে আমাদের দেশে নিরীক্ষার ক্ষেত্রে নতুন আইন প্রণয়ন এবং এ আইনের সঠিক প্রয়োগের প্রতি তাগিদ দেয়া হয়।

প্রতিকূল পরিবেশের কারণে মেলায় ২১ সেপ্টেম্বরের নির্ধারিত সেমিনার ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন বিসিএস এবং ইনস্টিটিউট অব কল সেন্টার টেকনোলজিস (আইসিসিটি)-এর যৌথ আয়োজনে 'ক্যারিয়ার প্রসপেক্টস অব কল সেন্টার টেকনোলজিস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে মূল প্রবন্ধের উপস্থাপক ছিলেন আইসিসিটি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম কিবরিয়া জুয়েল। সেমিনারে মূল বক্তা বলেন, দেশের বেকারত্ব দূরীকরণে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কল সেন্টারের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এজন্য দরকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন। সরকারি সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা পেলে কল সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির উন্নয়ন সম্ভব।

শিশুতোষ কমপিউটিং শিক্ষা ও প্রতিযোগিতা

বিসিএস কমপিউটার মেলা ২০০৬-এর অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'শিশুতোষ কমপিউটিং শিক্ষা ও প্রতিযোগিতা'। বিসিএস এবং বিএলইউএ-এর যৌথ আয়োজনে এখানে মেলায় আসা শিক্ষার্থীদের কমপিউটার শেখানোর পাশাপাশি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এখানে শিক্ষার্থীদেরকে কমপিউটার ও ইন্টারনেট সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ও এর ব্যবহার পদ্ধতি শেখানো হয়। মেলার শেষ দিনে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের দু'টি গ্রুপে ভাগ করে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নার্সারী থেকে ২য় শ্রেণী পর্যন্ত একটি গ্রুপ এবং ৩য় থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত একটি করে মোট দু'টি গ্রুপ করা হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মোট ২০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। সর্বোচ্চ সঠিক উত্তরদাতাদের পুরস্কৃত করে আয়োজকরা।

আরো কিছু আয়োজন

মেলার জিপ সাইবার ক্যাফে এলাকায় ছিল ফ্রি ইন্টারনেট ব্রাউজিংয়ের ব্যবস্থা। এছাড়াও এখানে ছিল ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভিডিও-অন-ডিমান্ড, আইপি-টিভি, গেমিং, রেডিও ইত্যাদির ব্যবস্থা।

শেষ কথা

১৭-২২ সেপ্টেম্বর '০৬ বিসিএস কমপিউটার শো ২০০৬ আয়োজিত হওয়ার কথা থাকলেও সড়ক অবরোধ, হরতাল এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মেলা ২৩ সেপ্টেম্বরে '০৬ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়। এত সমস্যা থাকার পরেও মেলায় আসা দর্শকসংখ্যা এবং স্টল/প্যাভিলিয়ন, কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি দেখে এ মেলাকে সফল মনে করেছেন আয়োজকরা। বিসিএস'র সভাপতি মো: ফয়েজউল্লাহ খান বলেন, 'মেলার ব্যাপারে আমরা যেসব সেক্টর থেকে যতটুকু সহযোগিতা চেয়েছি, তার'চে বেশি সহযোগিতা পেয়েছি। উদাহরণস্বরূপ, প্রিন্টিং মিডিয়া এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া কভারেজের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হওয়া স্বত্ত্বেও প্রচুর লোকজন মেলাতে এসেছে। বিদ্যুৎ সমস্যা সাড়া বাংলাদেশে থাকলেও ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার কারণে মেলার ভেন্যুতে বিদ্যুৎ নিয়ে কোনো সমস্যা হয়নি। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সার্বক্ষণিকভাবে পুলিশ থাকার পরেও বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী ছিল, যাতে বিন্দুমাত্র নিরাপত্তাহীনতা না হয়। এছাড়া আইসিটি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতার কথা অতুলনীয়'।

বিসিএস কমপিউটার শো ২০০৬-এর সার্বিক অবস্থা দেখে এ কথা বলা যায়, এ মেলার আয়োজন সার্থক। এ ধরনের মেলা দেশের আইসিটি খাতের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আশা রাখা যায়।

টপ বি ইউ প্রোগ্রামারস এবং CAD প্রতিযোগিতা

(৩২ পৃষ্ঠার পর)

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের, সিএসই বিভাগের প্রভাষক, মুশফিকুর রউফ নাসা বলেন– 'আমাদের লক্ষ্য ছিল টপ বিইউ প্রোগ্রামার নয় বরং প্রোগ্রামারদের খুঁজে বের করা। আমাদের সে উদ্যোগ সফল হয়েছে। ভবিষ্যতেও আমরা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আমাদের ছাত্র–ছাত্রীদের উৎসাহিত করব।'

এপল রোড শো

প্রতিযোগিতার পাশাপাশি ছিল এপল পণ্যের জমজমাট রোড শো। সকাল ৯টা থেকে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তঃক্রীড়া কক্ষে শুরু হয় এ রোড শো। এপলের বিভিন্ন মডেলের আইপড তো সেখানে ছিলই, সাথে ছিল আরো অনেক কিছু। কোর ডুয়ো দিয়ে তৈরি এপলের নোটবুক কমপিউটার ম্যাকবুক আর ম্যাকবুক প্রো-এর সাথে ছিল ডেস্কটপ আইম্যাক আর বহনযোগ্য ডেস্কটপ ম্যাকমিনি। এপলে উইন্ডোজ চলে না, অনেকের এই ধারণাকে ভেঙে দিতে এখানকার সব কমপিউটারে উইন্ডোজ এক্সপি ইনস্টল করা ছিল। আরো ছিল এপলের সিনেমা ডিসপ্লে আর স্পিকার। ইন্টেল জিয়ন (Xeon) প্রসেসর দিয়ে তৈরি এপলের সার্ভার কমপিউটারও ছিল সেখানে। আগত দর্শনার্থীরা এখানে এপলের পণ্য হাতে-কলমে ব্যবহার করে দেখেন। তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন এপলের কর্মকর্তারা। উল্লেখ্য, এ রোডশো'তে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকেরা এপল নির্ধারিত পণ্য ৬-৮ শতাংশ ছাড়ে কিনতে পারেন।

সেমিনার

একদিকে যখন চলছে প্রোগ্রামারদের যুদ্ধ, তখন অন্যদিকে সেমিনারে দর্শকরা দেখছেন তাদের শিক্ষাগত জীবনকে সহায়তা করার জন্য এপলের উদ্যোগ নিয়ে চমৎকার এক আয়োজন। এপল ডিজিটাল ক্যাম্পাস শীর্ষক এ সেমিনার পরিচালনা করেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর বি কে এস ইনান। এপল ইন এডুকেশন শীর্ষক আরেকটি সেমিনার পরিচালনা করেন এপল কমপিউটারের দক্ষিণ পূর্ব এশীয় সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার মি. সুন। জুন ১৫ থেকে সেপ্টেম্বর ১৬ তারিখ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী আয়োজিত এপলের 'ব্যাক টু স্কুল' ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে এপল এ আয়োজন করেছিল।

পুরস্কার বিতরণী

সবশেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো ভাইস চ্যান্সেলর ড. সাহাবুদ্দিন আহমেদ আর বিশেষ অতিথি মাইক্রো এক্সপ্রেস, সিঙ্গাপুরের চ্যানেল ম্যানেজার রিক লোহের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পরপরই বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেন বি কে এস ইনান ও জনাব মুশফিকুর রউফ নাসা। একে একে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। প্রধান অতিথি আর বিশেষ অতিথিকে ফুলের তোড়া দিয়ে ধন্যবাদ জানান আলোহা আইশপের প্রধান নির্বাহী আবু নাসের। তারপর ছিল সবার জন্য র‍্যাফেল ড্র। তাতে প্রথম পুরস্কার এপল আইপড শাফল ছাড়াও ছিল ভিজিটাল ঘড়ি আর টি-শার্ট। উপস্থিত সবার উল্লাসের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এই মিলনমেলা।

বগুড়া ও রাজশাহীতে

বেসিসের ধারাবাহিক আইটি মেলা

ডা. তুষার মাহমুদ

আইটি'র ব্যবহারকে জনপ্রিয় এবং আইটি সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যকে সামনে রেখে বেসিস আয়োজন করে আইটি মেলা-২০০৬। সারা বাংলাদেশে ধারাবাহিকভাবে ৫টি ভিন্ন ভিন্ন জেলা শহরে (চট্টগ্রাম, বগুড়া, রাজশাহী, সিলেট ও খুলনা) তাদের এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই সিরিজের ২য় এবং ৩য় আইটি মেলা আয়োজিত হয়েছে যথাক্রমে বগুড়া ও রাজশাহীতে যা, ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে চলে ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ১১ মে চট্টগ্রামের বনানী কমপ্লেক্সে এই সিরিজের প্রথম মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 'সমৃদ্ধ জীবনের জন্য তথ্য প্রযুক্তি' এই স্লোগান দিয়েই শুরু হয়েছিল বেসিসের এই আইটি মেলা, যার আংশিক প্রতিফলন দেখা গিয়েছে বগুড়া এবং রাজশাহী অঞ্চলের আয়োজনে।

আইটি মেলা বগুড়া '০৬

গত ২১-২২ সেপ্টেম্বরের বগুড়ায় পর্যটন মোটেলে আইটি মেলার দ্বিতীয় আয়োজনটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মেলা খোলা ছিল। মেলা আয়োজনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে এগিয়ে এসেছিল ওয়ানটপ লিমিটেড। এই মেলায় ঢাকা এবং বগুড়ার বিভিন্ন সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার, মাল্টিমিয়া, ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও টেলিকম কোম্পানিসহ ১৬টি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছিল। মেলায় সর্বমোট ১৯টি স্টল যার প্রতিটিতেই দর্শক সমাগম ছিল উল্লেখযোগ্য। সারাদিন রোদ বৃষ্টির খেলার মাঝেও দর্শকদের উপস্থিতি প্রমাণ করে বগুড়াবাসীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক আগ্রহ।

মেলায় দর্শকদের বেশির ভাগই ছিল তরুণ-তরুণী। বিশেষ করে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী। মেলার শেষ দিন শুক্রবার নামাযের পর প্রচুর দর্শকের মধ্যে তরুণদের উপস্থিতি আলাদা করে চোখে পড়ার মতো ছিল। নতুন সফটওয়্যার ও নতুন প্রযুক্তির প্রতিই ছিল সবার সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ। তবে কর্পোরেট পর্যায়ের ব্যবসায়ী মহলের আগ্রহও বেশ দেখা গেছে। আর টেলিকম কোম্পানির উপস্থিতি মেলায় নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। এই মেলার আরো উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অংশগ্রহণ, যা স্পষ্টভাবেই মেলার গুরুত্ব ও সফলতা বাড়িয়েছে।

ঢাকার বাইরের আইটি মেলা হিসেবে মেলার পরিসর আরেকটু বড় করলে আরো ভালো হতো। তবে নিরাপত্তা, সহযোগিতা এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সেবা যোগানোর ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনার ছাপ লক্ষ্য করা গেছে। যার জন্য অবশ্যই আয়োজকরা প্রশংসার দাবিদার। আর বগুড়াবাসীর উপস্থিতি ও সার্বিক সহযোগিতা এখানে আরো বড় কিছু আয়োজনে আয়োজকদের উৎসাহিত করবে।

আইটি মেলা রাজশাহী '০৬

চট্টগ্রাম ও বগুড়া অঞ্চলে সফলতার সাথে দু'টি আইটি মেলা আয়োজনের পর বেসিস তাদের ৩য় আইটি মেলার জন্য রাজশাহী অঞ্চল বেছে নিয়েছিল। ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর মেলা চলার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মেলা চলে। রাজশাহীর সিটি কর্পোরেশন গ্রিন প্রাঙ্গায় এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আইটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান NIIT রাজশাহীর এ আইটি মেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মেলা আয়োজনে সহায়তা দিয়েছে।

রাজশাহী আইটি মেলা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মেয়র মিজানুর রহমান মিনু এমপি

রাজশাহী আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাচীন কেন্দ্র। শিক্ষা মহানগরী হিসেবে পরিচিত। তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর এই যুগে রাজশাহী মহানগরীতে আইটি মেলার আয়োজন একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ– এভাবেই নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মিজানুর রহমান মিনু এমপি। মেয়র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার উদ্বোধন করেন।

বেসিস আয়োজিত রাজশাহী আইটি মেলার একাংশ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিভাগের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো: এনামুল হক ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো: কোরবান আলী। বেসিসের সহ সভাপতি রফিকুল ইসলাম রাউলি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। মেলার আহবায়ক একেএম ফাহিম মাশরুর এবং বেসিস মহাসচিব শোয়েব আহমেদ মাসুদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী অঞ্চলের আইটি মেলাটির পরিসর বগুড়া অঞ্চলের চেয়ে বড় ছিল। একই সাথে এখানে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও ছিল বেশি, প্রায় ২০টি এবং এখানে স্টলের সংখ্যা ছিল ২৭টি। বগুড়ার মতো এখানেও টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানির উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। তবে সফটওয়্যার সলিউশন দানকারী প্রতিষ্ঠান, মাল্টিমিডিয়া কোম্পানি, কমপিউটার হার্ডওয়্যার ইন্টারনেট, সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো একই প্ল্যাটফর্মে নিজেদের তুলে ধরার সুযোগে ভালো ভাবেই কাজে লাগিয়েছে। বিভিন্ন স্টলে ল্যাপটপ ও প্রজেক্টরের মাধ্যমে নানা ধরনের তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার দেখানো হচ্ছিলো। bdjobs.com মেলায় আইটি জব ফেয়ার আয়োজন করে। প্রায় প্রতিটি স্টলেই ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড়। প্রচন্ড বৃষ্টি উপেক্ষা করে, এই প্রতিকূল পরিবেশেও এরকম জনসমাগম রাজশাহী বাসীর প্রযুক্তি বিষয়ক আগ্রহেরই বহিঃপ্রকাশ। প্রথম দিন লোক সমাগম কিছুটা কম থাকলেও শেষ দুই দিন মেলার চিত্র একদমই অন্যরকম ছিল। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আয়োজকরা কিছুটা দুশ্চিন্তায় থাকলেও দুর্শক উপস্থিতি তা দূর করেছে।

চার সারিতে বিন্যস্ত প্রায় ৩০টি স্টলের প্রত্যেকটির উপস্থাপনাও ছিল আকর্ষণীয়। কিছু কিছু স্টলে লটারির ব্যবস্থা দর্শকের নজর কেড়েছে। আর প্রায় প্রতিটি কোম্পানিই তাদের পণ্য বা সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে মেলা উপলক্ষে বিশেষ সুযোগ দিয়েছে।

রাজশাহী মেলার আহ্বায়ক একেএম ফাহিম মাশরুরের সাথে কথা বলে জানা যায়, বগুড়া ও রাজশাহীর মেলা থেকে আগামীতে ঢাকার বাইরে মেলা আয়োজন করার সাহস ও উৎসাহ তারা অর্জন করেছেন। ঢাকার বাইরে সবার মাঝে আইটি ছড়িয়ে দেবার প্রয়াস থেকেই এই ধারাবাহিক মেলার আয়োজন। এ দু'টি মেলায় দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও ১০,০০০ এর বেশি দর্শনার্থীর উপস্থিতি মেলার সাফল্য নিশ্চিত করেছে। আর বেসিসের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো মেলায় অংশনেয়ার মাধ্যমে মেলায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে।

মেলার পরিসর যথেষ্ট হলেও স্টলগুলো ছোট ছোট ছিল। ফলে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পণ্য ও সেবা যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে পারেনি। আয়োজকদের সার্বক্ষণিক তদারকি ও পর্যবেক্ষণ, মেলাকে সার্থক করে তুলেছিল।

জানা গেছে, এই আইটি মেলার ধারাবাহিক কার্যক্রম হিসেবে আগামীতেও পর্যায়ক্রমে সিলেট ও খুলনাতে এ ধরনের মেলা অনুষ্ঠিত হবে। বেসিসের এ ধরনের উদ্যোগ অবশ্যই দেশের তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ ঘটাবে। একই সাথে নতুন স্থানীয় বাজার তৈরিতে এবং রফতানি বাজার উন্নয়নে সহায়ক হবে।

বর্নাঢ্য আয়োজনে শেষ হল এসিএম আইসিপিসি ঢাকা পর্ব

ফাইনালের ভিসা পেল চীনের ফুদান বিশ্ববিদ্যালয়

কমপিউটার জগৎ প্রতিনিধি॥ আবহাওয়ার বৈরিতার কারণে ক'দিন থেকেই অকাল বৃষ্টি শুরু হয় দেশজুড়ে। ভোর থেকেই মুষলধারে বৃষ্টি। সকাল সাতটার মধ্যে সব প্রতিযোগীকে উপস্থিত হওয়ার কথা জানিয়েছিল আয়োজকরা। কিন্তু বাধ সাধল বৃষ্টি। নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দুই ঘন্টা পিছিয়ে দেয়া হলো প্রতিযোগিতা। প্রায় তিনশত প্রতিযোগী, তাদের কোচ, বিচারক আর আয়োজকদের মাঝে উৎকণ্ঠার ছাপ যে কিছুটা ছিল না, তা নয়। তবে আয়োজকদের মুখে হাসি ফুটলো সকাল নয়টার দিকে। শুরু হলো প্রতিযোগিতা। তারপর সবকিছুই যেন স্বাভাবিক ব্যস্ততায় মুখর হয়ে গেল সন্ধ্যা অবধি।

সারা দুনিয়ার শিক্ষার্থী কমপিউটার প্রোগ্রামারদের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা এসিএম আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার (আইসিপিসি) ঢাকা পর্ব গত ২৩ সেপ্টেম্বর দেশের অন্যতম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত হয়। আর ঢাকা থেকে চূড়ান্ত পর্বে অংশনেয়ার যোগ্যতা অর্জন করে চীনের ফুদান বিশ্ববিদ্যালয়। গত বছরও ঢাকা পর্বে শীর্ষস্থানটি দখল করেছিল চীনের এ বিশ্ববিদ্যালয়। গতবারের মতো এবারো এ প্রতিযোগিতার বাংলাদেশের আয়োজক ছিল নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি। পাঁচ ঘন্টার এ প্রতিযোগিতায় দেশী-বিদেশী সর্বমোট ৬০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৯৮টি দল অংশ নেয়। প্রতিটি দলে সদস্য সংখ্যা ছিল ৩ জন। এছাড়াও প্রতিটি দলে ছিলেন একজন করে কোচ।

গত ২২ সেপ্টেম্বর মহড়ার মধ্যদিয়ে শুরু হয় এ প্রতিযোগিতার আয়োজন। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী এ প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। মহড়া অনুষ্ঠানেই প্রতিটি দলের সদস্যদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। মহড়ার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য জানিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন এসিএম আইসিপিসি'র ডিরেক্টর, ঢাকা সাইট এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল এল হক। এরপর একে একে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড.হাফিজ জি.এ. সিদ্দিকী, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাউন্ডেশন চেয়ারম্যান রাগিব আলী বক্তব্য রাখেন। এরপর লটারির মাধ্যমে স্টার টাওয়ারের ৫ম তলা, ৬ষ্ঠ তলা এবং ১০ম তলায় কোন কোন প্রতিযোগী কোথায় বসবে তা নির্ধারণ করা হয়। এসময় প্রতিযোগীরা তাদের আসনে বসে মহড়ার মাধ্যমে তাদের নিজেদের ঝালিয়ে নেন।

প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা পাঁচ ঘন্টার

২৩ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টায় প্রতিযোগীরা মূল প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার জন্য কনটেস্ট ফ্লোরে উপস্থিত হন। পাঁচ ঘন্টাব্যাপী এ প্রতিযোগিতায় প্রতিটি দলের প্রতিযোগীরা ১০টি প্রোগ্রামিং সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করে। প্রতিটি দল দলগতভাবে তিনটি বই, সর্বোচ্চ ১৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রিন্টেড ম্যাটেরিয়াল নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। তবে কোনো প্রতিযোগিকেই ক্যালকুলেটর, মোবাইল ফোন, সিডি, পেন ড্রাইভ, আইপড, ফ্লপি ডিস্ক বা এমপি থ্রি/ফোর প্লেয়ার নিয়ে প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করতে দেয়নি আয়োজক কর্তৃপক্ষ। প্রতিযোগিরা নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী প্রোগ্রামিং সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছে। তবে এবারের সমস্যাগুলো ব্যাপক হাওয়ায় টাইম ম্যানেজমেন্টে অনেকটাই পিছিয়ে পড়ে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা। কোন দল কত দ্রুত সঠিকভাবে সমস্যার সমাধান করতে পারছে তারই নিরীক্ষা করছিলেন দুই বিচারক প্রফেসর ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল এবং এসিএম আইসিপি'র ঢাকা সাইটের জাজিং ডিরেক্টর শাহরিয়ার মঞ্জুর।

বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন ড.এম.আসাদুজ্জামান

শ্বাসরুদ্ধকর ফলাফল ঘোষণা ও পুরস্কার বিতরণী মোট ১০টি প্রোগ্রামিং সমস্যার মধ্যে সাতটির সমাধান করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফুদান বিশ্ববিদ্যালয়। ৬টি প্রোগ্রামিং সমস্যার সমাধান করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বুয়েট এক্স সিওডি' দল প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান দখল করে। আর ৩টি প্রোগ্রামিং সমস্যার সমাধান করে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এনিগমা' তৃতীয় স্থান দখল করে। এবারের প্রতিযোগিতায় চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান দখল করেছে যথাক্রমে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের 'এআইউবি এমিরাটস' এবং সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্প্লিক' দল। এ দু'টি দলও ৩টি করে প্রোগ্রামিং সমস্যার সমাধান করে। সন্ধ্যায় ফলাফল ঘোষণার পর বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ড.এম.আসাদুজ্জামান। প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করেন এ প্রতিযোগিতার প্রধান বিচারক শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক ড.মুহম্মদ জাফর ইকবাল। এ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দল ফুদান ইউনিভার্সিটি আগামী বছর মার্চ/এপ্রিলে আমেরিকায় অনুষ্ঠিতব্য এসিএম আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালে সরাসরি প্রতিযোগিতা করবে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পর প্রতিযোগী, কোচ, বিচারক আর আয়োজকদের নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা শেরাটন হোটেলে। সেখানে নৈশ ভোজের মাধ্যমে জমজমাট এসিএম আইসিপিসি'র সমাপ্তি টানেন এর আয়োজকরা।

এসিএম আইসিপিসি'র (ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট) প্রধান বিচারক ও শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ড.মুহম্মদ জাফর ইকবাল প্রতিযোগিতার ফলাফল সম্বন্ধে বলেন, 'শুধু গণিতে দূর্বল হওয়ার কারণে আমরা প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে পারছি না। বাংলাদেশীরা ছাড়া এ প্রতিযোগিতায় যারা এসেছে তারা গণিতে যথেষ্ট ভালো। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মুখস্তবিদ্যানির্ভর গণিতচর্চা চলে আসছে বহুকাল ধরেই। আর তাই যতদিন পর্যন্ত গণিতে আমাদের মৌলিক জ্ঞানটুকু শক্ত না হবে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের ভোগান্তি কমবে না। আমরা গণিত অলিম্পিয়াডে চালু করেছি। আমাদের প্রত্যাশা এখন যারা গণিত অলিম্পিয়াডে অংশ নিচ্ছে, তারা যখন এ ধরনের প্রোগ্রামিং কনটেস্টে অংশ নেবে তখন ফলাফল পুরোপুরি আমাদের দখলেই থাকবে'। এ ধরনের সৃজনশীল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার পৃষ্ঠপোষকতা বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমিতো মনে করি এখন যেভাবে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা রেজিস্ট্রেশন ফি দিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে তাতেই চলে যাচ্ছে। তবে বেসরকারিভাবে যদি কেউ স্পন্সর করে তবে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন ফি নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না'। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি কখনই চাই না যে, সরকার এ ধরনের প্রতিযোগিতায় কোনো স্পন্সর করুক। তাহলে এ প্রতিযোগিতাটি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যেতে পারে!'

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ বলেন, 'আমাদের ছেলেমেয়েদের মেধার কোনো ঘাটতি নেই। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক গণিত ভীতি রয়েছে। এই গণিত ভীতিই আমাদের ভাল ফলাফলের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। তারপরও আমাদের অন্তত ৫০ জন ছেলে মাইক্রোসফটের মতো বিখ্যাত সফটওয়্যার কোম্পানিতে কাজ করছে। এছাড়াও ইন্টেল, এএমডি, আইবিএমসহ পৃথিবীর নামীদামীসব আইসিটি প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত সুনামের সাথে কাজ করছে। এসব ছেলেমেয়েরা তাদের নিজেদের যোগ্যতা দিয়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। সুতরাং তারা মেধার দিক থেকে অবশ্যই বিশ্বমানের। বিশ্ব প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ বুয়েট ইতোমধ্যেই চূড়ান্ত পর্বে নয়বার অংশ নেওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এটিই কী প্রমাণ করে না যে আমাদের ছেলেমেয়েরা কেমন মানের মেধাবী। কিভাবে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা এ ধরনের প্রতিযোগিতায় আরো ভাল করতে পারে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'সামগ্রিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে। আর প্রচলিত গণিত শিক্ষার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। গণিতে যত ভাল আর দক্ষ হওয়া যাবে প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় ততবেশি ভাল ফলাফল করা সম্ভব হবে'।

টপ বি ইউ প্রোগ্রামারস এবং CAD প্রতিযোগিতা

হাসান শহীদ ফেরদৌস

শুরুর কথা

প্রোগ্রামিং-এ ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়মিত প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। আর কমপিউটার এইডেড ডিজাইন (CAD) প্রতিযোগিতা এখনো ততটা ব্যাপকভাবে না হলেও সেটির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েছেন সবাই। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় সিএসই আর আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্য থেকে সেরাটুকু বের করে আনার জন্য যে নিয়মিত প্রতিযোগিতা আয়োজন করে থাকে তারই ধারাবাহিকতায় ৭ সেপ্টেম্বর হয়ে গেল তথ্য প্রযুক্তিবিষয়ক দু'টি প্রতিযোগিতা-টপ বি ইউ প্রোগ্রামারস এবং কমপিউটার এইডেড ডিজাইন প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতায় স্পন্সর ছিল আলোহা আইশপ এবং মিডিয়া পার্টনার হিসেবে ছিল বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ মাসিক কমপিউটার জগৎ।

কমপিউটার এইডেড ডিজাইন প্রতিযোগিতা

আর্কিটেকচারাল কাজে কমপিউটার এখন খুবই শক্তিশালী হাতিয়ার। আর ভবিষ্যতের স্থপতিদের মেধাকে শাণিত করতে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্ট আয়োজন করে এ প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতা শুধু ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ড্রয়িংয়ের বিষয় ছিল আমাদের জাতীয় স্মৃতিসৌধ। প্রতিযোগীরা এই অনন্য স্থাপনার স্থাপত্যশৈলীর সাথে তাদের কল্পনা আর কমপিউটার ব্যবহার করে তৈরি করা প্রকল্প জমা দেয়। প্রকল্প জমা দেবার শেষ সময় ছিল ৫ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টা পর্যন্ত। দশটি প্রকল্প জমা পড়ে এ প্রতিযোগিতায়। সংখ্যায় কম হলেও প্রকল্পের মান অবাক করে সবাইকে। নবীন এই স্থপতিদের কাজ পুরোপুরি পেশাদারদের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। প্রকল্পের বিচারক ছিলেন তিনজন-ড. ফুয়াদ এইচ মল্লিক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কিটেকচার বিভাগের চেয়ারপার্সন, বি কে এস ইনান, একই বিভাগের ভিজিটিং প্রফেসর এবং আর্কিটেকচার বিভাগের প্রভাষক নেসফুন নাহার নীপা। তিনজনের রায়ে ২৯.০ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম হন মোহাম্মদ এহসানুল আলম। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যথাক্রমে মোহাম্মদ নাফিসুর রহমান ও তৌফিকুর রহমান। তাদেরকেও এপল আইপড ভিডিও (৩০ গি. বা.), আইপড ন্যানো (১ গি. বা.) আর আইপড শাফল দিয়ে পুরস্কৃত করে আলোহা আইশপ।

অতিথিবৃন্দের সাথে টপ বি ইউ প্রোগ্রামারস এবং CAD প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্ররা

প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা

আগে থেকেই ঘোষণা করা হয়েছিল এ প্রতিযোগিতার ১ম, ২য়, ৩য় পুরস্কার হবে যথাক্রমে ৩০ গিগাবাইটের আইপড ভিডিও, আইপড ন্যানো ১ গি. বা. এবং আইপড শাফল। এ প্রতিযোগিতায় ছাত্র ছাত্রীদের উৎসাহ ছিল দেখার মতো।

এ প্রতিযোগিতা শুধু ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ২২ জন প্রতিযোগী এতে অংশ নেয়। প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা এককভাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় একজন প্রবলেম সেটার ছিলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ফাহিম মোহাম্মদ হাসান। অপর প্রবলেম সেটার এবং মূল বিচারক ছিলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগের প্রভাষক মুশফিকুর রউফ নাসা। ১৬ জন প্রতিযোগী অন্তত একটি প্রবলেম সমাধান করতে পেরেছে। সর্বমোট ৫টি প্রবলেম সলভ করা হয়েছিল। সারওয়ার আলম এবং লোবান রহমান, দু'জনেই চারটি করে সমস্যা সমাধান করলেও সময়ের ব্যবধানে প্রথম হন সারওয়ার আলম। দু'জনকেই সমান অভিনন্দন। ২২ শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এসিএম প্রতিযোগিতায় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রামিং টিমের সদস্য এরা দু'জনেই।

মন্তব্য

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের, আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টের, ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, বি কে এস ইনান বলেন- 'আমরা প্রতিযোগিতার মাধ্যম বা সফটওয়্যার ব্যবহার ওপেন রেখেছি। বিষয় নির্বাচনে আমরা আমাদের দেশের স্থাপত্যকে বেছে নিয়েছি। বাইরের কোনো শিল্প নিয়ে কাজ করতে দিলে ছাত্ররা সে অনুভূতিটা পেত না। তারা এখানে নিজে গিয়ে দেখবে, জানবে ও শিখবে। এত চমৎকার একটা শিল্পকর্ম, কিন্তু এর ওপর কাজ খুব কম হয়েছে। আমাদের ছাত্ররা যে কাজ করে দেখিয়েছে তাতে আমি মুগ্ধ। কাজের কোয়ালিটিতে তারা আমাদের অনুমানকে ছাড়িয়ে বহুদূর এগিয়ে গেছে।' (বাকী অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়)

'আমরা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করতে চাই'

আবু নাসের
প্রধান নির্বাহী,
আলোহা আইশপ

প্রশ্ন : এ ধরনের একটি প্রতিযোগিতায় স্পন্সর করতে আলোহা আইশপ এগিয়ে আসার কারণ কী?

উত্তর : সারা বিশ্বে এপল ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম পছন্দ। তারা এখন সব কাজ ডিজিটালি করতে চায়। তারা ডিজিটাল টিভি দেখে; মোবাইল কমপিউটার ব্যবহার করে; তাদের মেধার বিকাশ ঘটে ডিজিটাল মিডিয়ার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। সারা বিশ্বে এপল চাচ্ছে একটি Digital generation তৈরি করতে। আমরাও বাংলাদেশে এপলের Back to School কার্যক্রমের আওতায় এ ধরনের আয়োজন করছি। এটি এক ধরনের ডাইরেক্ট মার্কেটিং। আমরা শুধু প্রোডাক্ট না দেখিয়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করছি।

প্রশ্ন : আপনারা আর কোথায় কোথায় এ ধরনের উদ্যোগ নিয়েছেন?

উত্তর : ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ঢাকাতে আমরা দেখিয়েছি তাদের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে কত সহজে আমাদের পণ্য ও সেবা ব্যবহার করতে পারে। এই তো কিছুদিন আগে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায়ও আমরা স্পন্সর করেছিলাম। সব মিলিয়ে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের কাছ থেকে ভালো সাড়া পাচ্ছি আমরা। এ ধরনের আয়োজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী এবং আমরা-সবার জন্য ভালো।

প্রশ্ন : এপল কমপিউটার সম্পর্কে কমপিউটার ব্যবহারকারীদের ধারণা কী?

উত্তর : আইটি সেক্টরে ছাত্র-শিক্ষক ছাড়াও আরো বহু লোক জড়িত। তাদের মাঝে এপল সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা আছে- যেমন এপলে উইন্ডোজ চলে না, বা এপলের দাম বেশি। রোডশো গুলোর মাধ্যমে আমরা এ ভুলধারণাগুলো ভেঙে দিচ্ছি।

প্রশ্ন : বুয়েটের প্রাক্তন ছাত্র রায়হান কবীর এপল কমপিউটারের জন্য ওপেন টাইপ ফন্ট তৈরি করেছেন। এপলে এখন সহজে বাংলা লেখা যায়। কিন্তু এপলে এই সুবিধাগুলো বিল্ট ইন অবস্থায় আমরা কবে পাব?

উত্তর : বাংলাদেশী প্রযুক্তিবিদেরা আগ্রহী হলে আমরা এপল কমপিউটারস-এর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাতে পারি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবার জন্য।

প্রশ্ন : ভবিষ্যতে আর কি ধরনের আয়োজন করতে চান আপনারা?

উত্তর : আমাদের ইচ্ছে আছে আগামী বছর আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করার পাশাপাশি দেশব্যাপী আরো বড় ধরনের কিছু করার।

বগুড়ায় এপসন ডিজিটাল স্টুডিও ফেয়ার ২০০৬ অনুষ্ঠিত

এস. এম. গোলাম রাব্বি

ফ্লোরা লিমিটেড। বাংলাদেশের প্রযুক্তি অঙ্গনে এ প্রতিষ্ঠানটি সুদীর্ঘ ৩৪ বছর যাবৎ অনবদ্য ভূমিকা রেখে চলছে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে ক্যানন ক্যালকুলেটর বাজারজাত করার মাধ্যমে প্রযুক্তি ব্যবসায়ে নামে এ প্রতিষ্ঠান। ক্ষুদ্র পরিসীমা নিয়ে যে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু, আজ হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, টেলিযোগাযোগ, ইলেক্ট্রনিক্স, নেটওয়ার্ক প্রভৃতি সবক্ষেত্রেই চলছে এর পদচারণা। শুধু ব্যবসায়ই নয়, দারিদ্র বিমোচন কিংবা বেকারত্ব দূরীকরণেও এ প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে নিরলসভাবে। তারই একটি সফল উদাহরণ ফ্লোরা'র ডিজিটাল স্টুডিও প্রকল্প। আর এ প্রকল্পের আওতায় গত ৬ সেপ্টেম্বর বগুড়ার হোটেল পর্যটন কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয় এপসন ডিজিটাল স্টুডিও ফেয়ার ২০০৬। এ মেলার সার্বিক বিষয়বস্তু নিয়ে তৈরি হয়েছে এ সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন।

এপসন ডিজিটাল স্টুডিও মেলা ২০০৬-এর শুভ উদ্বোধন করেন ফ্লোরা লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তফা শামসুল ইসলাম। পুরো অনুষ্ঠানটি দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। ১ম ভাগে ছিল ডিজিটাল স্টুডিও'র ওপরে সেমিনার। আর ২য় ভাগে ছিল ডিজিটাল স্টুডিও প্রদর্শনী।

সেমিনারে দেশের উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে বিপুল সংখ্যক ডিজিটাল স্টুডিও মালিক, মৌখিক ফটোগ্রাফার, ফটোসাংবাদিকসহ স্থানীয় ব্যবসায়ীরা অংশ নেয়। অনুষ্ঠানে এপসন ডিজিটাল স্টুডিও কিভাবে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ও বেকারত্ব দূরীকরণে ভূমিকা রাখতে পারে তার ওপর বক্তব্য রাখেন ফ্লোরা লি.-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তফা শামসুল ইসলাম এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট এস. এম. মনিরুজ্জামান। এ অনুষ্ঠানে বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলার আলপনা স্টুডিও'র স্বত্ত্বাধিকারী আবুল মনসুর আহমেদ পাশা তার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। সেমিনারে আরও উপস্থিত ছিলেন এপসনের ম্যানেজার গোলাম সারওয়ার, প্রোডাক্ট ম্যানেজার এ.এইচ.এম মহসীন, আব্দুল আলীম তুহিন, সারোয়ার হোসেন এবং কোর্স কো-অর্ডিনেটর মাইনুদ্দিন আহমেদ। মোস্তফা শামসুল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন, স্টুডিও মালিকরা স্টুডিও ব্যবসায়ের পাশাপাশি আরও অনেক ব্যবসায় করতে পারে। যেমন–একটা স্টুডিও মালিক যদি তার স্টুডিওতে একটা ফটোকপি মেশিন রাখে তবে সে ফটোকপি ব্যবসায় করতে পারে, ১টা ফ্যাক্স মেশিন নিলে ফ্যাক্স ব্যবসায় করতে পারে। ফ্লোরা বর্তমানে নোকিয়া মোবাইল সেট আমদানী করছে, সে কিছু মোবাইল সেট তার দোকানে রেখে সেগুলো বিক্রি করতে পারে। এসব ব্যবসায় ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য বেশ ফলপ্রসূ হবে।

এস. এম. মনিরুজ্জামান বলেন, আমরা চেষ্টা করব স্টুডিও মালিকদের পূর্ণ সহযোগিতা দিতে। যেমন– ১. শিক্ষাগত সহযোগিতা একটা স্টুডিও দিতে যতটুকু শিক্ষা দরকার তা আমরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দিব, ২. প্রোডাক্ট বিষয়ক সহযোগিতা, ৩. ব্যবসায় শুরু করার পরবর্তী সময়ের সহযোগিতা (ওয়ারেন্টি, অগ্রগণ্যতা ইত্যাদি)।

মোস্তফা শামসুল ইসলাম

এস. এম. মনিরুজ্জামান

একটি এপসন ডিজিটাল ফটো স্টুডিও'র স্বত্ত্বাধিকারী আবুল মনসুর আহমেদ পাশা তার ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, আমি যখন ব্যবসায় শুরু করি, তখন এপসন এর সবচেয়ে কম দামী (মাত্র ২৭০০ টাকা) প্রিন্টার (এপসন সি ৪৫) নিয়ে কাজ করি। শুধুই প্রিন্টারটি দিয়েই আমি ৫৪ হাজার টাকা আয় করেছি। বর্তমানে আমার ২টি স্টুডিও আছে। এ স্টুডিওগুলো থেকে প্রতিমাসে খরচ বাদ দিয়ে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা আয় হয়।

৬ সেপ্টেম্বর '০৬ তারিখের এ অনুষ্ঠানের ২য় ভাগে অর্থাৎ দুপুরের খাবারের পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হোটেল পর্যটনে একটি স্টুডিও প্রদর্শনী হয়। এখানে ৫ থেকে ৭ টা মডেলের স্টুডিও সেট করা হয়। কোনো মডেল ছিল ৫০ হাজার টাকার, কোনো মডেল ৭০ হাজার টাকার আবার কোনোটি ১ লাখ টাকার। একটা সেট এ থাকে ১টা কমপিউটার, ১টা প্রিন্টার, ১টা স্ক্যানার এবং ১টা ক্যামেরা। এ মেলাতে সেমিনারের লোকজন ছাড়াও শহরের নানা বয়সী লোকজন উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, সেমিনারে দেড় শতাধিক লোক উপস্থিত ছিল। এরমধ্যে ৭০ থেকে ৮০ জন ছিলেন স্টুডিও মালিক যারা ফ্লোরা থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে স্টুডিও করেছে। আরো এমন কিছু লোক সেমিনারে ছিল যারা স্টুডিও করতে ইচ্ছুক। সেমিনারে উপস্থিত লোকজন ফ্লোরা কর্তৃপক্ষের কাছে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করেছে এবং ফ্লোরা কর্তৃপক্ষ সেগুলোর সুচিন্তিত উত্তর দিয়েছে।

সেমিনারে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ডিজিটাল স্টুডিও মালিকদের একাংশ

বগুড়ায় অনুষ্ঠিত এপসন ডিজিটাল স্টুডিও ফেয়ার ২০০৬ উপলক্ষে এক বিশেষ সাক্ষাতকারে ফ্লোরা'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট জানান, 'বগুড়ায় প্রোগ্রামটি করার পরে আমরা লোকজনের মধ্যে যে পরিমাণ আগ্রহ দেখেছি, তা দেখে মনে হয়েছে যে, এ ধরনের প্রোগ্রাম আরো বেশি বেশি করা দরকার। প্রোগ্রাম স্পটে প্রায় ৩৫ জনের মত লোক ডিজিটাল স্টুডিও প্রশিক্ষণের জন্য নাম লিখিয়েছেন। আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, যারা প্রশিক্ষণ নেয় তাদের বেশিরভাগই স্টুডিও ব্যবসায় করে। সুতরাং প্রশিক্ষণটা করতে পারলে দেখা যাবে যে, আরো বেশি স্টুডিও গড়ে উঠেছে।' এ ধরনের ব্যবসায়ের উপযোগিতা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'ধরুন, গ্রামে যে ক্ষুদ্রঋণ দেয়া হয়, সেখানে ঋণগ্রহীতাদের ছবি দরকার হয় কিংবা গ্রামের স্কুলগুলোতে মেয়েদের যে উপবৃত্তি দেয়া হয় সেখানেও ছবি লাগে। গ্রামেও কোনো সাধারণ স্টুডিওতে তারা ছবি তুললে সে ছবি 'ওয়াশ' করাতে ফিল্ম নিয়ে থানা সদর কিংবা জেলা সদরে যেতে হয়। অর্থাৎ ছবি প্রক্রিয়াকরণে বিরাট একটা ঝামেলা ও দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয়। এছাড়া গ্রামের মেয়েরা ছবির 'নেগেটিভ' সংরক্ষণ করতে পারেনা। কিন্তু ডিজিটাল স্টুডিওর মালিকরা এ ছবি কমপিউটারের হার্ডডিস্কে সংরক্ষণ করে রাখে। কিছুদিন পরে যদি কোনো মেয়ে এসে তার ছবি চায় তবে সাথে সাথে সে তার ছবিটি পেয়ে যাবে। এরকম নানা ধরনের কাস্টমার রয়েছে যার জন্য গ্রামে বা ছোট মফস্বল শহরে ভাল ব্যবসায় করতে পারবে। ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে মনিরুজ্জামান বলেন, 'ঢাকার বাইরে এরকম প্রোগ্রাম আগে কখনো করিনি। আমরা পরে খুলনায় প্রোগ্রাম করব। এরপরে করব রাজশাহীতে। আমরা সারাদেশে একটা সংযোগ ব্যবসায়ে যাচ্ছি। যেসব জায়গায় আমাদের স্টুডিও থাকবে, সেসব জায়গায় ইন্টারনেট সংযোগ থাকলে স্টুডিও মালিকরা সেখানে ইন্টারনেট ব্যবসায় বা পল্লী তথ্য কেন্দ্র খুলতে পারবে। আর এখন দরকার তাদের জন্য কিছু একটা করে আইটি'র ওপর দখল দেয়া।'

ফ্লোরা লি. কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনানুযায়ী, সারাদেশে এরকম ডিজিটাল স্টুডিও ছড়িয়ে দিতে পারলে নিঃসন্দেহে তা দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে এবং বেকারত্ব দূরীকরণ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আশা করা যায়।

ফীডব্যাক: rabbi1982@yahoo.com

বাংলাদেশে এপল পণ্যের সদর্প পদাচারণা

মর্তুজা আশীষ আহমেদ

বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও এপল-এর বিভিন্ন পণ্যের বাজার এখন বেশ সরগরম। কয়েক বছর আগেও বাংলাদেশে এপল-এর গুটিকয়েক পন্য, যেমন নোটবুক ও ডেস্কটপ ছাড়া অন্যকিছু পাওয়া যেত না। কিন্তু বর্তমানে সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এপল কমপিউটার ইনকর্পোরেটেড সম্প্রতি তাদের বিপণন পরিকল্পনা বিশ্বব্যাপী আরো বিস্তৃত করেছে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলাদেশের বাজারে এপল-এর বিভিন্ন পণ্য দেখে। বাংলাদেশে বর্তমানে আইপডসহ এপল-এর প্রচুর পণ্য পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি এপল কমপিউটার ঘোষণা দিয়েছে, এরা তাদের ভবিষ্যত কমপিউটারগুলোতে ইন্টেলের নতুন ব্র্যান্ড 'কোর টু ডুয়ো প্রসেসর' ব্যবহার করবে। এতে করে প্রকাশনা জগতের সবার সাথে সাধারণ ব্যবহারকারীরা যে উপকৃত হবেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এখন বাংলাদেশে এপল-এর ছয় ধরনের নোটবুক পাওয়া যাচ্ছে। এগুলো ম্যাক বুক ও ম্যাক বুক প্রো নামেই পরিচিত। তিন ধরনের ম্যাক বুক ও তিন ধরনের কনফিগারেশনের ম্যাক বুক প্রো বাংলাদেশের বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। এই নোটবুকগুলো ১.৮৩, ২ ও ২.১৬ গিগাহার্টজের ইন্টেলের 'কোর টু ডুয়ো প্রসেসর' দিয়ে তৈরি করা। ম্যাক বুক প্রোগুলোতে অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে ম্যাক ওএসএক্স টাইগার ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া এপল-এর ডেস্কটপ হিসেবে এখন বাংলাদেশে আছে ২ গিগাহার্টজ থেকে শুরু করে ২.৫ গিগাহার্টজ পর্যন্ত ইন্টেলের 'কোর টু-ডুয়ো প্রসেসর' দিয়ে তৈরি করা ম্যাক প্রো। ডেস্কটপগুলো তিনটি মডেলে পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়াও রয়েছে ম্যাক মিনি। এই ম্যাক মিনি হচ্ছে, ডেস্কটপ কমপিউটারের জন্য বেয়ারবোর্ন পার্ট। এই ম্যাক মিনিগুলো ব্যবহার করা হয়েছে ইন্টেলের কোর সলো প্রসেসরে। তাছাড়া রয়েছে ডেস্কটপ কমপিউটিংয়ে যুগান্তকারী সৃষ্টি আইম্যাক। চারটি মডেলের আইম্যাক বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে, যার একটি ১.৮৩ গিগাহার্টজ ও অন্যটি ২ গিগাহার্টজের কোর টু ডুয়ো প্রসেসর দিয়ে তৈরি। আলাদাভাবে এখন তিনটি মডেলের এপলের সিনেমা ডিসপ্লেও পাওয়া যাচ্ছে। সেই সাথে সঙ্গীত প্রেমীদের জন্য এপল-এর আইপডগুলো তো আছেই। বর্তমানে বাংলাদেশে আইপড ভিডিও, আইপড ন্যানো ও আইপড শাফল পাওয়া যাচ্ছে। উল্লেখ্য করা প্রয়োজন, এপলের ২৪ ইঞ্চি ডিসপ্লের আইম্যাক 'পিসি ম্যাগাজিন'-এর বেস্ট এডিটর'স চয়েজ সিস্টেম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

আইম্যাকগুলোর চারটি মডেলের মধ্যে দু'টি ১৭ ইঞ্চি ডিসপ্লের ও একটি ২০ ইঞ্চি ও আরেকটি ২৪ ইঞ্চি ডিসপ্লে বিশিষ্ট। এই আইম্যাকগুলোর বৈশিষ্ট্য হল প্রত্যেকটির ফ্রন্ট সাইড বাসস্পীড হচ্ছে ৬৬৭ মেগাহার্টজ। এগুলোতে ৫১২ মেগাবাইট থেকে ১ গিগাবাইট পর্যন্ত র‍্যাম ব্যবহার করা হয়েছে। সেইসাথে ১৬০ গিগাবাইট থেকে ২৫০ গিগাবাইট পর্যন্ত হার্ডডিস্ক ব্যবহার করা হয়েছে। আর গ্রাফিক্সের সাপোর্ট দেবার জন্য এই আইম্যাকগুলোতে ব্যবহার করা হয়েছে ইন্টেলের GMA950 চিপসেট, এটিআই রেডিয়ন ×1600 চিপসেট, এনভিডিয়া জি ফোর্স 7300 GT চিপসেট প্রভৃতি। আরো আছে ইউএসবি পোর্টের পাশাপাশি ফায়ারওয়ার 1394a পোর্ট। মজার ব্যাপার হলো, আপনি যদি এই আইম্যাক বা ম্যাকবুকগুলো ব্যবহার করেন, তাহলে আপনাকে আর আলাদাভাবে ওয়েবক্যাম কিনতে হবে না। এগুলোতে বিল্টইন ক্যামেরা দেয়া থাকে।

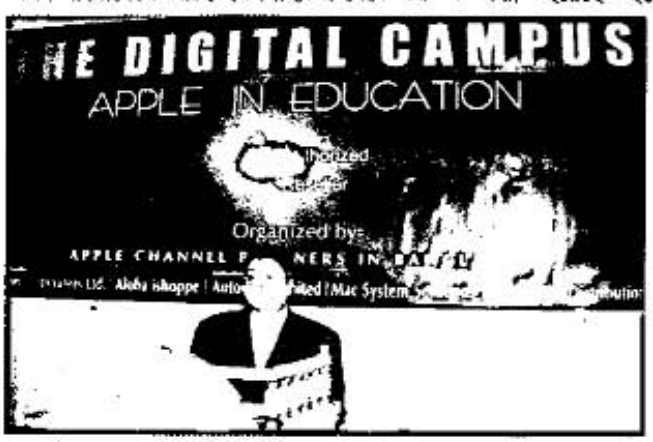

এপল ইন এডুকেশন শীর্ষক সেমিনারে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন স্বদেশ রঞ্জন সাহা

বর্তমানে বাংলাদেশে এপল-এর চ্যানেল পার্টনারদের মধ্যে মাস্টার রিসেলার হচ্ছে স্যাটকম কমপিউটারস লিমিটেড এবং অথরাইজড রিসেলার হচ্ছে আলোহা আইশপ, অটোডেস্ক লিমিটেড, ম্যাক সিস্টেম সলিউশন লিমিটেড ও উইজার্ড ডিস্ট্রিবিউশনস। এদের যৌথ আয়োজনে ২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এপল ইন এডুকেশন শীর্ষক একটি সেমিনার ও এপল-এর এই প্রোডাক্টগুলোর রোড শো অনুষ্ঠিত হয়।

ম্যাক মিনি

ম্যাক বুক প্রো

ম্যাক বুক

সিনেমা ডিসপ্লে

ম্যাক প্রো

আই ম্যাক

এখানে বলে রাখা ভালো, যে এপল বর্তমানে বিশ্বব্যাপী শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রাখছে। সেই সাথে শিক্ষাক্ষেত্রে এপলকে আরোও জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে এপল-এর বিভিন্ন প্রোডাক্টের ওপর ৬-৮ শতাংশ কনসেশন সিস্টেম চালু করেছে। এই সিস্টেমের আওতায় শিক্ষাক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সবাই উপকৃত হবেন। আশা করা যায়, এপল-এর এই আয়োজন ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগাবে।

বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে সকাল সোয়া দশটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য সময় বরাদ্দ ছিল। দশটায় পবিত্র কোরআন তেলায়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন স্যাটকম কমপিউটার্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্বদেশ রঞ্জন সাহা।

এর পর বক্তব্য রাখেন, রিক লোহ। তিনি মাইক্রো এক্সপ্রেস-এর চ্যানেল ম্যানেজার। এর পর পৌনে বারোটায় এপল-এর দক্ষিন এশিয়া অঞ্চলের শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শক আড্রিয়ান লিম কুন খিয়াং এপল-এর এডুকেশনাল কনসেপ্ট তুলে ধরেন। এডুকেশনাল কনসেপ্ট এর মূল বিষয় ছিল 'দি ডিজিটাল ক্যাম্পাস'। তার বক্তব্যে মধ্যের এপল এর ডিজিটাল লাইফ-এর বিভিন্ন প্রযুক্তি ও এর উপকারিতা ও দৈনন্দিন জীবনে এর গুরুত্ব প্রাধান্য পায়।

এপল-এর এই এডুকেশনাল প্রোগ্রামের মাধ্যমে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি মেম্বার, স্টাফ ও অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সবাই বিশেষ ছাড় মূল্যে এপল-এর প্রোডাক্ট কিনতে পারবেন। এপল-এর বিভিন্ন প্রোডাক্টের রোড শো-এর উদ্দেশ্যে ছিল বাংলাদেশে এপল এর বিভিন্ন পণ্যের পরিচিতি। পণ্যগুলোর মধ্যে ছিল ম্যাকবুক, ম্যাকবুক প্রো, আইম্যাক, ম্যাক প্রো, আইপড, এপল সিনেমা ডিসপ্লে প্রভৃতি। এই প্রোডাক্টগুলোর প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সর্বসাধারণের সামনে এগুলোর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

সেইসাথে ছাত্র-ছাত্রীসহ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সবার মধ্যে এপল-এর প্রোডাক্ট সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৭ সেপ্টেম্বর ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে তথ্য প্রযুক্তিবিষয়ক দু'টি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। যার অন্যতম স্পন্সর ছিল এপল।

বলার অপেক্ষা রাখে না, শিক্ষাক্ষেত্রে এপল-এর এগিয়ে আসাটা একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সব মহল যদি এর গুরুত্ব বুঝে এগিয়ে আসেন তবেই এপল-এর এই প্রয়াস সার্থক হবে।

ফীডব্যাক : mortuza_ahmad@yahoo.com

সাংবাদিক সম্মেলনের সর্ব ডান থেকে উপস্থিত আব্দুল ফাত্তাহ (বক্তব্য রাখছেন), রফিকুল আনোয়ার, জসিম উদ্দিন খন্দকার, শেখ ওয়ালিউর রহমান

বাজারে এলো গ্লোবাল ব্র্যান্ডের নতুন মডেলের আসুস নোটবুক ও পিডিএ

এম. এইচ. অর্ণব

১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে শুরু 'গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড'-এর ব্যবসায়িক অভিযাত্রা। বর্তমানে এর কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ৭৫। শুরু থেকেই বিশ্বের স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক তথ্য প্রযুক্তি পণ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানির পরিবেশক হিসেবে 'গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড' বাংলাদেশের ক্রেতাসাধারণের কাছে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন তথ্য প্রযুক্তি পণ্য উপহার দিয়ে আসছে। নিষ্ঠা, সততা, একাগ্রতা ও সর্বোপরি সবার আন্তরিক সহযোগিতায় 'গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড' আজ বিশ্বের নাম করা ১৭টি ব্র্যান্ডের পরিবেশক।

গত ২ সেপ্টেম্বর 'গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড' এবং 'ব্র্যাক ব্যাংকের' যৌথ সহযোগিতায় গ্লোবাল ব্র্যান্ডের কর্পোরেট শাখার সম্মেলন কক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের বাজারে তাইওয়ানের তথ্য প্রযুক্তি পণ্যের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আসুস-এর 'এ৯টি' মডেলের নোটবুক মাত্র ৫২ হাজার টাকায় এবং ১.৪ কেজি ওজনের ইউওএফ মডেলের নোটবুকসহ আসুস-এর এস৬এফ, এ৩এফসি, এ৩এসি, এ৬আর, ভি৬জে, ডব্লিউ৫এফ (সাদা ও কালো রংয়ের), এ৬এফ মডেলের ভিন্ন ভিন্ন কনফিগারেশনের নোটবুক এবং আসুস-এর পি৫২৫ মডেলের আকর্ষণীয় ও উন্নত মাল্টিমিডিয়া ফিচারসমৃদ্ধ পিডিএ বাজারজাত শুরু করা হয়। উল্লেখ্য, প্রতিটি মডেলের নোটবুকের সাথে ফ্রি ব্যাগ, মাউস, ফ্লাশ ড্রাইভ এবং দুই বছরের ওয়ারেন্টি দেয়া হবে। এ সময় 'গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড'র চেয়ারম্যান আব্দুল ফাত্তাহ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক রফিকুল আনোয়ার, পরিচালক জসিম উদ্দিন খন্দকার, সেলস ও মার্কেটিং বিভাগের মহাব্যবস্থাপক শেখ ওয়ালিউর রহমান, ব্র্যাক ব্যাংকের বহির্বিষয়ক প্রধান ইমতিয়াজ আহমেদ সিদ্দিকী, বিক্রয় বিভাগের সরদার আকতার হামিদসহ গ্লোবাল ব্র্যান্ড ও ব্র্যাক ব্যাংকের অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে আসুস-এর উল্লেখযোগ্য পণ্যসামগ্রীর বিভিন্ন কারিগরী দিকের বর্ণনা দেন আসুস নোটবুক ও পিডিএ পণ্য ব্যবস্থাপক মইউদ্দিন আব্দুল কাদের খসরু। সেই সাথে আসুস-এর এসব পণ্য কিস্তিতে কেনার জন্য ক্রেতাসাধারণের জন্য রয়েছে ব্র্যাক ব্যাংকের সহজ শর্তে লোন সুবিধা। যেমন, আসুস-এর 'এ৯টি' মডেলের নোটবুকের মূল্য ৫২ হাজার টাকা। ব্র্যাক ব্যাংকের ১২ মাস মেয়াদী ঋন সুবিধা নিয়ে নোটবুকটি কিনলে, ক্রেতাকে মাসিক কিস্তি পরিশোধ করতে হবে ৪৭৭৯ টাকা।

সুদৃশ্য চামড়ায় মোড়ানো নতুন আসুস নোটবুক

খাদামী রংয়ের সুদৃশ্য চামড়ায় মোড়ানো আসুস কোম্পানির এস৬এফ মডেলের দৃষ্টিনন্দন ডিজাইনের এ নোটবুকটিতে রয়েছে ১.৫ গি.হা. গতির ইন্টেল পেন্টিয়াম-এম ইয়োনাহ্ ডুয়াল কোর এলভি এল২৩০০ প্রসেসর, যার এল-২ ক্যাশ ২ মে.বা, ফ্রন্ট-সাইড বাস ৬৬৭ মে.হা। নোটবুকটির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হলো- এতে রয়েছে ইন্টেল ৯৪৫জিএম চিপসেটের ভিডিও মেমরি, উচ্চমানের ত্রি-মাত্রিক অডিও কন্ট্রোলার, ১০/১০০/১জি বেস্-টি ডায়াল-আপ মডেম, ৮-ইন ১ কার্ড রীডার, ব্লুটুথ। এছাড়া ১১.১ ইঞ্চির ওয়াইড স্ক্রীন ডিসপ্লে'র এ নোটবুকটিতে রয়েছে ৫১২ মে.বা ডিডিআর২ র‍্যাম, ৮০ গি.বা. হার্ডডিস্ক, সুপার-মাল্টি ডাবল লেয়ার ডিভিডি রাইটার প্রভৃতি। এর ওজন মাত্র ১.৫ কেজি। মূল্য রাখা হয়েছে ১ লাখ ৪৭ হাজার টাকা।

নিমিষে বিশ্বের সাথে যোগাযোগ রক্ষায় আসুস-এর পিডিএ ফোন

বিশ্বখ্যাত আসুস কোম্পানির পি৫২৫ মডেলের কোয়াড-ব্র্যান্ডের এ পিডিএ ফোনটি ৪১৬ মে.হা. গতির ইন্টেল পিএক্সএ২৭০ প্রসেসর, ৬৪ মে.বা. র‍্যাম, ১২৮ মে.বা. ইন্টার্নাল মেমরি, বিল্ট-ইন নিউমেরিক কী-প্যাড, জয়স্টিক, ২.৮ ইঞ্চির টাচ্ স্ক্রিন ডিসপ্লে (৬৪,০০০ কালার) ইত্যাদি দিয়ে সুসমৃদ্ধ; যা পুশ ই-মেইল, এসএমএস, এমএমএস, স্কাইপি ইন বা আউট অপশন, উইন্ডোজ মোবাইল ৫.০ অপারেটিং সিস্টেম সমর্থন করে। এটি ব্লুটুথ, ওয়াই-ফাই, জিপিআরএস/জিএসএম, ইনফ্রারেড, ইউএসবি প্রভৃতি সাপোর্ট করে। এতে রয়েছে ২ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা, ফ্ল্যাশ লাইট, বিল্ট-ইন স্পিকার, ভিডিও রেকর্ডিং/প্লেব্যাক, ভয়েজ রেকর্ডিং সুবিধাসহ ১২৮ পলিফোনিক রিংটোন, জাভা এবং ২টি মজাদার গেমস। ডিজিটাল ক্যামেরাটিকে বিজনেস কার্ড শনাক্তকরণ যন্ত্র হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। অত্যাধুনিক এই পিডিএ ফোনটির দাম রাখা হয়েছে ৪৫ হাজার টাকা।

'গ্লোবাল ব্র্যান্ড ১৭টি কোম্পানির পরিবেশক'

কমপিউটার জগৎ প্রতিবেদককে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে 'গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড'-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রফিকুল আনোয়ার বলনেন ১৯৯১ সালে গার্মেন্টেস এক্সেসরিজ আমদানির মধ্য দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু। ১৯৯৬ সালের দিকে আমরা ব্যবসায় সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিই। তখন আইটি ও রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় ভালো চলছিল। প্রায় তিনমাস পর্যবেক্ষণের পর তাইওয়ান, কোরিয়া এবং চীন থেকে নির্মাণসামগ্রীর বিভিন্ন পণ্য আমদানি করা হয়। কিন্তু সেসময় খুব একটা ভালো সাড়া পাওয়া যায়নি। পরে ঠিক করলাম, আইটি পণ্য আমদানি করবো। প্রথমে হংকং ভিত্তিক ট্রেড কোম্পানি থেকে এক কন্টেইনারে ৩০০ পিসি'র বিভিন্ন এক্সেসরিজ আমদানি করা হয়। কিন্তু সেই প্রথম চালানেই আমাদের ১৬ লাখ টাকা ক্ষতি হয়। হংকংয়ের ট্রেড কোম্পানি আমাদের কাজ থেকে বেশি মুনাফা করেছিল। কিন্তু লোকসান দিয়েও আমরা থেমে থাকিনি। শুরু হলো আমাদের গবেষণা এবং পর্যালোচনার বিষয়। কিভাবে আইটি ব্যবসায় করা যায়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাজার জরিপ প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট সংগ্রহ করতে থাকি। খুঁজতে থাকি আইটি পণ্যতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান ভালো করছে।

দেখা গেল ৯৯ শতাংশ তাইওয়ান প্রতিষ্ঠানগুলোই ভালো করছে। তখন আমরা 'আরঅ্যান্ডডি'র মাধ্যমে পাঁচটি কোম্পানি বাছাই করি। কোম্পানিগুলো হলো এলজি, আসুস, এফরটেক, এলিট, মিটসুবিসি। শুরু হলো কোম্পানিগুলোর সাথে চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ। পরে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি কোম্পানির পরিবেশক হবার যোগ্যতা আমরা অর্জন করি। এফরটেক-এর পরিবেশক হওয়ার সময় আমরা বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করি। যখন তাদেরকে পরিবেশকের ব্যাপারে প্রস্তাব দেয়া হয়, তখন এরা এক কন্টেইনার মাউস আমদানির শর্ত জুড়ে দেয়। এক কন্টেইনারে ২৭ হাজার মাউস ধরে। সাহস করে আমদানি করি। ২ থেকে ৩ মাসে মাউসগুলো বিক্রি করি। বর্তমানে বাংলাদেশের মাউসের ৯০ শতাংশ এফরটেকের দখলে। ২৬টি কোম্পানির পণ্য আমরা আমাদানি করে থাকি। এর মধ্যে সরাসরি পরিবেশক ১৭টি কোম্পানির: আসুস, এলজি, এফরটেক, এএমডি, হিটাচি, এডাটা, ক্রিয়েটিভ, মাইক্রোনেট, রিয়েলভিউ, পিনাকল, হ্যাজি, মাইক্রোটেক, হাইভি, একার্ড, প্রেস্টটোর, এক্সপার্ট কাম্পার, জিবিলিঙ্ক।

এছাড়াও আমরা আমদানি করি, ইন্টেলের প্রসেসর, রেডিও কমিউনিকেশন পণ্য, মাইটেকের নোটবুক, এওসি'র মনিটর, সেনডন-এর ইউপিএস, প্যানাসনিক-এর এফডিডি, ভিনটেক-এর ক্যাবল এবং হোল্ডকি'র ক্যাবল।

বাংলাদেশের আইটি পণ্যের বাজার সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রতিমাসে প্রায় ৮০০০ হাজার পিসি বিক্রি হয়। এর মধ্যে প্রায় ছয় হাজার পাঁচ শত ক্লোন পিসি, প্রায় ১৩০০ ব্র্যান্ড পিসি এবং প্রায় ৪০০ নোটবুক বিক্রি হয়। নোটবুকের বাজার বাংলাদেশে বছরে বাড়ছে ৩০ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশ হারে।

তার মতে, সরকার, রাষ্ট্র এবং বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে নীতিনির্ধারণ করে দেয়া সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে সুফল যদি আমরা ভোগ করতে না পারি, তাহলে তথ্য প্রযুক্তির প্রসার ঘটবে না। তাদের নীতিমালাগুলো প্রয়োজনে সংশোধন করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকে। সেই সাথে কিভাবে কলসেন্টার করা যায়, কিভাবে বহির্বিশ্বের অর্ডার আরো বেশি বেশি আমরা আনতে পারি এবং কমপিউটার জানা দক্ষ জনশক্তিকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি সেদিকে নজর দিতে হবে। এবং পরবর্তী সময়ে সরকার সফটওয়্যার রফতানির ওপর একটা ভালো হারে ভুর্তুকি দিয়ে প্রয়োজনে রফতানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল তৈরি করে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করতে পারলে একদিকে যেমন কমপিউটার ব্যবহার বাড়বে অন্যদিকে বেকারত্ব কমবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে। আমাদের দেশের জন্য যা খুবই প্রয়োজন। আসলে আগেও আমরা আইটি'র ওপর অনেক বক্তব্য শুনেছি। কিন্তু বেশির ভাগই তা কাগজে সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে।

পরিশেষে তিনি বলেন, ভবিষ্যতে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে আমাদের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের দিকে যাওয়ার পরিকল্পনা আছে।

সম্মেলনে আব্দুল ফাত্তাহ বলেন, সারা বিশ্বে তথ্য প্রযুক্তির হার্ডওয়্যার পণ্যের ৮০ শতাংশ উৎপাদন এবং সরবরাহ করা হয় তাইওয়ানভিত্তিক কোম্পানিগুলো থেকে। আসুস তাদের নিজস্ব প্লান্ট থেকে নোটবুকগুলো তৈরি করে থাকে। তিনি সিঙ্গাপুরভিত্তিক বাজার জরিপ প্রতিষ্ঠান 'ইন্টারন্যাশনাল ডাটা কর্পো'. তথা আইডিসি'র বরাত দিয়ে বলেন, বিশ্বে ২০০৬ সালে ১২০ কোটি মাদারবোর্ড বিক্রি করা হয়, এর মধ্যে আসুস নিজেই উৎপাদন করে ৫২ কোটি ২০ লাখ মাদারবোর্ড।

রফিকুল আনোয়ার বলেন, গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেডের বার্ষিক আয়ের ২০-২৫ শতাংশ আসে আসুস পণ্য বাজারজাত করে।

জসিম উদ্দিন বলেন, বাংলাদেশে নতুন ও প্রতিষ্ঠিত ব্র্যাক ব্যাংক আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ায় এবং ভোক্তাসাধারণের পণ্য কেনার ক্ষেত্রে সহজ শর্তে ঋণ দেয়ায় আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

শেখ ওয়ালিউর রহমান তার বক্তব্যে বলেন, 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল' তথা এমডিজি অর্জন করতে হলে আমাদের আইসিটি ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। তাই আমাদের প্রযুক্তি পণ্যকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে।

Job hunting made easy with the world's most Powerful Certification programs

A Mandatory Skill to Step into today's Enterprise Networking
CCNA - Cisco Certified Network Associate

Launching Wireless

Opens door to Wireless Networking opportunities in the enterprise
CWNA - Certified Wireless Network Administrator

CISCO SYSTEMS
EMPOWERING THE INTERNET GENERATION

CISCOVALLEY
www.ciscovalley.com
House # 519/A 1st Floor, (East side of BEL TOWER)
Road # 1, Dhanmondi, Dhaka- 1205.
Phone: 9660713, 8629362, 0191360757

Facilities:
- World class learning environment with largest Cisco State-of-Art lab in
- Managed by experienced & trained personnel from US & Canada
- Unbeaten Combination of best faculty & best programs
- Pioneer and specialized in Networking Training
- Give you the guarantee of certification

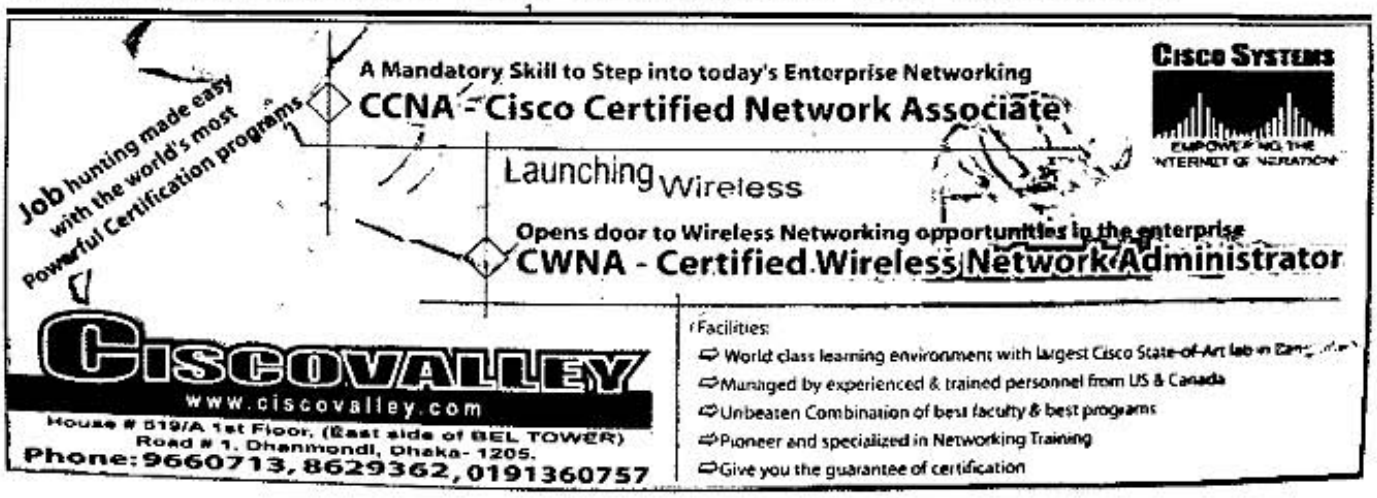

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬-এ ডিজিটাল যন্ত্র নিয়ে কোনো কথা নেই, পাসের চাইতেও বেশি জরুরি প্রয়োগ

মোস্তাফা জব্বার

দশ বছরের কারাদন্ড এবং কোটি টাকার জরিমানা করার বিধান সম্বলিত আইসিটি অ্যাক্ট সম্ভবত এখন কার্যকর। কমপিউটার বিষয়ক অপরাধের জন্য এ আইনে শুধু যে অপরাধীর কোটি টাকার জরিমানা বা দশ বছরের কারাদন্ডের শাস্তি হতে পারে তাই নয়, বরং এ আইনের আওতায় সহায়তাকারীও এমন শাস্তি পেতে পারেন। বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি খাতের নেতৃবৃন্দ বা পেশাজীবীরা এ বিষয়ে কোনো কথা না বললেও এর কার্যকারিতা এ শিল্প ও পেশাজীবীদের জন্য এক বিরাট পরিবর্তন আনতে পারে।

বলা যেতে পারে, অনেক চরাই উৎরাই পার হয়ে অবশেষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ নামের একটি আইন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সর্বশেষ অধিবেশনে পাস হয়েছে। এই লেখার সময় বহমান সংসদ অধিবেশনের সম্ভাব্য সর্বশেষ অধিবেশন চলছিল। পাঠক যখন এ লেখা পড়বেন, তখন হয়তো সংসদ অধিবেশন শেষ হয়ে যাবে ও আইনটিতে রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করবেন এবং সেটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হবার পর কার্যকরও হয়ে যাবে।

বিগত শতকের শেষ দিকে ৯৮-৯৯ সালের দিকে বিশ্বজোড়া যখন ডট কম বিপ্লবের সূচনা হয়, তখন এ আইনটি নিয়ে আমাদের চাহিদা বাড়তে থাকে। আমরা ক্রমশ সোচ্চার হতে থাকি ডিজিটাল সিগনেচার আইন তৈরির জন্য। সাধারণভাবে যাকে বলে ই-কমার্স সেই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য এই ডিজিটাল স্বাক্ষর আইনগতভাবে চালু করার দাবি ওঠে। সে সময়ে অনেকেই ইন্টারনেটে পণ্য বিক্রি করার প্রযুক্তি ই-কমার্স চালু করতে চাইলেও বাংলাদেশে ইন্টারনেটে পণ্য বেচা-কেনা করার জন্য যে ডিজিটাল সিগনেচার ব্যবস্থা চালু থাকার দরকার, তা ছিল না। এখনো নেই। তবে এই ব্যবস্থাটি চালু করার জন্য উল্লিখিত আইনটি প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। অন্যদিকে কমপিউটার ব্যবহার করে অপরাধ সংগঠন এবং কমপিউটারের উপাত্ত নষ্ট করা, হ্যাকিং ইত্যাদির শাস্তির বিধানসহ আধুনিক একটি আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয়।

মোট ৯০টি দফাসহ এই আইনটির কার্যত দু'টি সুস্পষ্ট ভাগ আগে। প্রথম ভাগের প্রতিপাদ্য ডিজিটাল স্বাক্ষর এবং দ্বিতীয় ভাগের প্রতিপাদ্য হলো কমপিউটার সংক্রান্ত অপরাধ।

শুরুতেই আইনটি সম্পর্কে বলা দরকার, এর সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা অংশে অনেক বিষয়কে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিদ্যমান কিংবা আসছে এমন প্রযুক্তিকে উদ্দেশ্য করে সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়নি। বিশেষ করে ইলেকট্রনিক শব্দটির বদলে ডিজিটাল শব্দটির ব্যবহার করা এবং ইলেকট্রনিক ও কমপিউটার যন্ত্রের বদলে ডিজিটাল ডিভাইস বা মাইক্রোপ্রসেসরভিত্তিক যন্ত্র শব্দটি ব্যবহার করা অতি জরুরি ছিল। আজকাল কেউ ই-কমার্স করার জন্য শুধু কমপিউটার ব্যবহার করে না। এর জন্য পিডিএ, মোবাইল ফোন এখনই ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরো নতুন নতুন ডিজিটাল যন্ত্র ব্যবহার হতে থাকবে। এমন হতে পারে যে কেউ একজন গাড়ির ড্যাশবোর্ড ব্যবহার করে ই-কমার্সের ট্রানজেকশন করবেন। সংজ্ঞায় মোবাইল ফোন, পিডিএ এসবতো নেই, কার্যত কমপিউটারের সংজ্ঞাটিও পুরানো। পিডিএ, মোবাইল ফোন, এটিএম এবং অন্যান্য বিদ্যমান ডিজিটাল ডিভাইস তালিকায় না থাকায় এসব যন্ত্র দিয়ে ই-কমার্স করা এবং এসব যন্ত্রের অপরাধ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া সহজ হবে না। বরং আইনটি পাস হবার সাথে সাথেই আবার এর সংজ্ঞা সংশোধন করার দরকার হবে।

আমাদের দেশের তথ্য প্রযুক্তিবিদদের জন্য আইনের অষ্টম অধ্যায় বা কমপিউটার, কমপিউটার সিস্টেম ইত্যাদি নষ্ট করার জন্য সাজার বিধানগুলো জেনে রাখা দরকার। একদিকে যারা এসব অপরাধ করবেন তাদের জেনে রাখতে হবে, এর ফলে কোনো অপরাধী দশ বছর সশ্রম কারাদন্ড বা দশ লাখ টাকার জরিমানার শিকার হতে পারেন। আগে যে কাজটি করার জন্য তাকে ধরাই যায়নি, সে কাজটির জন্য যে তিনি জীবনের বড় একটা অংশ জেলে কাটাতে পারেন এবং হ্যাকিং বা স্পাম তৈরির জন্য যে তার ক্যারিয়ারটা বিনষ্ট হতে পারে, সেটি এই আইন পড়ে জানতে হবে। আবার যারা এইসব অপরাধের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বা হবেন, তারা জানতে পারেন যে, কোন ধরনের অপরাধের জন্য তারা কী ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারেন। একই সাথে এই আইনে কমপিউটার সিস্টেম ব্যবহার করে কারো মানহানি করলে তার জন্যও শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

অপরাধ ও শাস্তি

আইনের অষ্টম অধ্যায়ে ৫৫ থেকে ৬৭ দফা পর্যন্ত এই আইনের আওতায় কোন কোন বিষয় অপরাধ হবে এবং সেইসব অপরাধ করা হলে তার জন্য কি শাস্তি হবে এর বিবরণ দেয়া আছে। দফা ৫৪ তে বলা হয়েছে 'কমপিউটার, কমপিউটার সিস্টেম বা কমপিউটার অনিষ্ট সাধন করার শাস্তির বিধান হলো এরকম: ০১. যদি কোন ব্যক্তি কোন কমপিউটার বা কমপিউটার সিস্টেম বা কমপিউটার নেটওয়ার্কের মালিক বা জিম্মাদারের অনুমতি ছাড়া ক. উহার ফাইলে রক্ষিত তথ্য বিনষ্ট করিবার বা ফাইল হইতে তথ্য উদ্ধার বা সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত কমপিউটার বা কমপিউটার সিস্টেম বা কমপিউটার নেটওয়ার্কে প্রবেশ করেন বা অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রবেশ করিতে সহায়তা করেন; খ. কোন কমপিউটার বা কমপিউটার সিস্টেম বা কমপিউটর নেটওয়ার্ক হইতে কোন উপাত্ত, উপাত্ত-ভান্ডার বা তথ্য বা উহার উদ্ধৃতাংশ সংগ্রহ করেন বা স্থানান্তরযোগ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থায় রক্ষিত বা জমা করা তথ্য উপাত্তসহ উক্ত কমপিউটার বা কমপিউটার সিস্টেম বা কমপিউটার নেটওয়ার্ক এর তথ্য সংগ্রহ করেন বা কোন উপাত্তের অনুলিপি বা অংশ বিশেষ সংগ্রহ করেন; গ. কোন কমপিউটার বা কমপিউটার সিস্টেম বা কমপিউটার নেটওয়ার্কে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোন ধরনের কমপিউটার সংক্রমক বা দূষক বা কমপিউটার ভাইরাস প্রবেশ করান বা প্রবেশ করানোর চেষ্টা করেন; ঘ. ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কমপিউটার বা কমপিউটার সিস্টেম বা কমপিউটার নেটওয়ার্ক, উপাত্ত, কমপিউটার উপাত্ত-ভান্ডারের ক্ষতিসাধন করেন বা ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করেন বা উক্ত কমপিউটার, সিস্টেম বা নেটওয়ার্কে রক্ষিত অন্য কোন প্রোগ্রামের ক্ষতি সাধন করেন বা করিবার চেষ্টা করেন; ঙ. ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কমপিউটার বা কমপিউটার সিস্টেম বা নেটওয়ার্কে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন বা করিবার চেষ্টা করেন; চ. কোন কমপিউটার বা কমপিউটার সিস্টেম বা কমপিউটার নেটওয়ার্কে কোন বৈধ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন উপায়ে প্রবেশ করিতে বাধা সৃষ্টি করেন বা করিবার চেষ্টা করেন; ছ. এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের কোন বিধান লংঘন করিয়া কোন কমপিউটার বা কমপিউটার সিস্টেম বা কমপিউটার নেটওয়ার্কে কোন ব্যক্তিকে অবৈধ প্রবেশে সহায়তা প্রদান করেন; জ. ইচ্ছাকৃতভাবে প্রেরক বা গ্রাহকের অনুমতি ব্যতীত, কোন পণ্য বা সেবা বিপণনের উদ্দেশ্যে, স্পাম উৎপাদন বা বাজারজাত করেন বা করিবার চেষ্টা করেন বা অযাচিত ইলেক্ট্রনিক মেইল প্রেরণ করেন; ঝ. কোন কমপিউটার বা কমপিউটার সিস্টেম বা কমপিউটার নেটওয়ার্কে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ বা কারসাজি করিয়া কোন ব্যক্তির সেবা গ্রহণ বাবদ ধার্য চার্জ অন্যের হিসাবে জমা করেন বা করিবার চেষ্টা করেন; তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ।

৫৪ ধারার দুই উপধারায় উপরোল্লিখিত অপরাধসমূহ করার জন্য বস্তুত চরম শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিধানে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি অনধিক দশ বছর কারাবাসে, বা অনধিক দশ লাখ টাকা জরিমানা, বা উভয় ধরনের শাস্তি পেতে পারেন।

আইনের ব্যাখ্যায় আরো বলা হয়েছে যে, 'এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে– ক. 'কমপিউটার দূষণ' অর্থ এমন সব কমপিউটার নির্দেশনা যাহা নিম্নবর্ণিত কার্যের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়–অ. কোন কমপিউটার বা কমপিউটার সিস্টেম বা কমপিউটার নেটওয়ার্কে রক্ষিত কোন রেকর্ড, উপাত্ত বা প্রোগ্রামের প্রেরণ বা সঞ্চালন কার্যের পরিবর্তন বা বিনাশ সাধন; আ. যেকোনো উপায়ে কমপিউটার বা কমপিউটার সিস্টেম বা কমপিউটার নেটওয়ার্কে স্বাভাবিক কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করা;

একই উপধারায় আরো ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয় যে খ. 'কমপিউটার উপাত্ত-ভান্ডার' অর্থ টেক্সট, ইমেজ, অডিও বা ভিডিও আকারে উপস্থাপিত তথ্য, জ্ঞান, ঘটনা, মৌলিক ধারণা বা নির্দেশনাবলী, যাহা–অ. কোন কমপিউটারের বা কমপিউটার সিস্টেম বা কমপিউটার নেটওয়ার্কে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হইয়াছে; গ. 'কমপিউটার ভাইরাস' অর্থ এমন কমপিউটার নির্দেশ, তথ্য, উপাত্ত বা প্রোগ্রাম, যাহা–(অ) কোন কমপিউটার সম্পাদিত কার্যকে বিনাশ, ক্ষতি বা ক্ষুণ্ন করে বা উহার কার্য-সম্পাদনের দক্ষতায় বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে; বা আ. নিজেকে অন্য কোন কমপিউটারের সহিত সংযুক্ত করিয়া উক্ত কমপিউটারের কোন প্রোগ্রাম, উপাত্ত বা নির্দেশ কার্যকর করিবার বা কোন ক্রিয়া সম্পাদনের সময় নিজেই ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে এবং উহার মাধ্যমে উক্ত কমপিউটার কোন ঘটনা ঘটায়; ঘ. 'ক্ষতি' অর্থ এমন কোন কার্য যাহার দ্বারা কোন কমপিউটারে রক্ষিত তথ্য বা উপাত্ত বিনষ্ট, পরিবর্তন, সংযোজন, সংশোধন বা পুনঃবিন্যাস করা হয় বা মুছিয়া ফেলা হয়।

আইনের ৫৫ ধারায় বিশেষত সফটওয়্যার ডেভলপারদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, 'কমপিউটার সোর্সকোড পরিবর্তন সংক্রান্ত অপরাধ ও উহার শাস্তি। কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে, কোন কমপিউটার, কমপিউটার প্রোগ্রাম, কমপিউটার সিস্টেম বা কমপিউটার নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত কমপিউটার সোর্সকোড, গোপন, ধ্বংস বা পরিবর্তন করেন, বা অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে উক্ত কোড, প্রোগ্রাম, সিস্টেম বা নেটওয়ার্ক গোপন, ধ্বংস বা পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করেন এবং উক্ত সোর্সকোডটি যদি আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন দ্বারা সংরক্ষণযোগ্য বা রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য হয়, তাহা হইলে তাহার এই কাজ হইবে একটি অপরাধ।

এই ধারায় দুই উপধারায় এই ধরনের অপরাধের জন্য তিন বছরের কারাবাস, তিন লাখ টাকার জরিমানা বা উভয় ধরনের শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

এই ধারার ব্যাখ্যায় আইনে বলা হয়েছে– 'এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'কমপিউটার সোর্সকোড' অর্থ তালিকাভুক্ত প্রোগ্রাম, কমপিউটার কমান্ড, ডিজাইন ও লে-আউট তালিকাভুক্তি এবং কমপিউটার রিসোর্সের যে কোন ধরনের প্রোগ্রাম বিশ্লেষণ।

আইনের ৫৬ ধারায় কমপিউটার হ্যাকিং সংক্রান্ত অপরাধ এবং শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, 'কোন ব্যক্তি যদি– ক. জনসাধারণের বা কোন ব্যক্তির ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে বা ক্ষতি হইবে মর্মে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও এমন কোন কার্য করেন যাহার ফলে কোন কমপিউটার রিসোর্সের কোন তথ্য বিনাশ, বাতিল বা পরিবর্তন হয় বা উহার মূল্য বা উপযোগিতা হ্রাস পায় বা অন্য কোনভাবে উহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে; খ. এমন কোন কমপিউটার, সার্ভার, কমপিউটার নেটওয়ার্ক বা অন্য কোন ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমে অবৈধভাবে প্রবেশ করার মাধ্যমে ইহার ক্ষতিসাধন করেন, যাহাতে তিনি মালিক বা দখলদার নহেন; তাহা হইলে তাহার এই কার্য হইবে একটি হ্যাকিং অপরাধ।

৫৬ ধারার দুই উপধারায় এই ধরনের অপরাধের শাস্তি হিসেবে দশ বছরের কারাদন্ড, এক কোটি টাকার জরিমানা বা উভয় ধরনের দন্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমাদের দেশে যে হারে কমপিউটারের সফটওয়্যারের হ্যাকিং হয় তাতে এই ধরনের কঠোর শাস্তির বিধান সঙ্গত মনে হতে পারে। বিশেষ করে ব্যাঙ্কিং এবং অন্যান্য আর্থিক খাতের সাথে এই ধারাটির সম্পর্ক রয়েছে। তবে আইনে এটি স্পষ্ট করে না বলায় এটির অপপ্রয়োগ সাধারণ মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

আইনের ৫৭ ধারাটি ইলেক্ট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধ ও তার শাস্তি বিধান সংক্রান্ত। এতে বলা হয়েছে, ০১. কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েব সাইটে বা অন্য কোন ইলেক্ট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

যথারীতি এই ধারার উপধারাতে এ ধরনের অপরাধের জন্য দশ বছরের কারাদন্ড এবং দশ লাখ টাকা জরিমানার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

আইনের ৫৮ ধারাটি লাইসেন্স সংক্রান্ত। এতে বলা হয়েছে, 'লাইসেন্স সমর্পণে ব্যর্থতা ও উহার দন্ড, (১) ধারা ৩৪ এর অধীন কোন সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যদি কোন লাইসেন্স সমর্পণ করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তির অনুকূলে উক্ত লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছিল সেই ব্যক্তির ব্যর্থতা হইবে একটি অপরাধ।

এই অপরাধের জন্য 'অনধিক ছয় মাস কারাদন্ড বা অনধিক দশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে।

আইনের ৫৯ ধারায় নির্দেশ লংঘন করার জন্য এক বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে। অন্যদিকে আইনের ৬০ ধারায় জরুরি পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রকের নির্দেশ অমান্যের জন্য অনধিক পাঁচ বছর কারাদন্ড, বা অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত করা যাবে বলে বিধান রাখা হয়েছে। ৬১ ধারায় কোন কমপিউটার সিস্টেমকে সংরক্ষিত গবেষণা করা এবং সেই সংরক্ষিত কমপিউটারে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করার জন্য দশ বছরের কারাদন্ড, দশ লাখ টাকার জরিমানা এবং উভয় ধরনের দন্ড দেবার বিধান রাখা হয়েছে। আইনের ৬২ ধারায় মিথ্যা ঘোষণা ও তথ্য গোপন করার শাস্তি দুই বছর, দুই লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে।

আইনের ৬৩ ধারায় গোপনীয়তা প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধ ও উহার দন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, 'এই আইন বা আপাতঃত বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ কোন কিছু না থাকিলে, কোন ব্যক্তি যদি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের কোন বিধানের অধীন কোন ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড, বই, রেজিস্টার, পত্রযোগাযোগ, তথ্য, দলিল বা অন্য কোন বিষয়বস্তুতে প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত হইয়া, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে, কোন ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড, বই, রেজিস্টার, পত্রযোগাযোগ, তথ্য, দলির বা অন্য কোন বিষয়বস্তু অন্য কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।' এই ধারার দুই উপধারায় এই অপরাধের জন্য 'অনধিক দুই বৎসর কারাদন্ডে, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে, বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবেন।' বলে বিধান রাখা হয়েছে।

এছাড়াও আইনের ৬৪ ধারায় ভুয়া ইলেকট্রনিক সার্টিফিকেট প্রকাশ, ৬৫ ধারায় প্রতারণা এবং ৬৭ ধারায় কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংগঠন এবং তার শাস্তির বিবরণ দেয়া আছে। তবে ৬৬ ধারাটি বিশেষত কমপিউটার পেশাজীবীদের জন্য প্রযোজ্য। এতে বলা আছে, 'যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কমপিউটার, ই-মেইল বা কমপিউটার নেটওয়ার্ক, রিসোর্স বা সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করেন, তাহা হইলে তাহার উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ।' এবং এই অপরাধের জন্য 'কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন অপরাধ সংগঠনে সহায়তা করিবার ক্ষেত্রে মূল অপরাধটির জন্য যে দন্ড নির্ধারিত রহিয়াছে তিনি সেই দন্ডেই দন্ডিত হইবেন।'

তবে আইনটির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো, এটিতে মোবাইল ফোন বা অন্য কোন যন্ত্রের বিষয়টি সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি। ফলে এইসব যন্ত্র দিয়ে যদি কেউ কোন অপরাধ করে তবে তার শাস্তি কি হবে সেটি আইনে নেই। আজকাল মোবাইলে যেসব অপরাধ করা হয়, তার বিচার তাহলে কি এই আইনে করা যাবে না? বস্তুত কমপিউটারের অপরাধের চাইতে মোবাইলের অপরাধ কম নয়। বরং অনেক বেশি লোকের সাথে এই যন্ত্রটির সম্পর্ক থাকায় এই যন্ত্র দিয়ে যেসব অপরাধ করা হচ্ছে তার বিচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ছিলো। অন্যদিকে এইসব অপরাধ করা এবং প্রমাণের ব্যাপারটিও স্পষ্ট করে আইনে বলা নেই। এজন্য অপরাধ প্রমাণ করা যেমন কষ্টকর হতে পারে তেমনি এই আইনের আওতায় হয়রানির সম্ভাবনাও একেবারে অস্বীকার করা যাবে না।

আইনটি নিয়ে আমাদের উদ্বেগের কারণটি হলো, এটি পাস হলে কী হবে, বাস্তবায়ন করার মানুষ হয়তো পাওয়া যাবে না। আইনের অধীনে বিধান তৈরি করা বা সাইবার ট্রাইবুনাল গঠন করার মতো অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলো সরকার কবে করবে তা নিশ্চিত নয়। কপিরাইট আইন নিয়ে সরকার যে তালবাহানা করছে এই আইনটি নিয়েও তাই করা হবে কি না সেটি কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না।

ফিডব্যাক: mustafajabbar@gmail.com.

কমপিউটিং শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষামন্ত্রণালয়ের শঠতা

কারার মাহমুদুল হাসান

শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে ২০০২ সালের ২৩ মে মন্ত্রণালয়ের প্রধান (পরিকল্পনা)-এর স্বাক্ষরে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ' সংক্রান্ত চার বছরের কর্মপরিকল্পনা শিরোনামে মোট ৩ হাজার ৬ শত ৪০ কোটি ৯০ লাখ ১৮ হাজার ৮ শত টাকার একটি প্রাক্কলন প্রস্তাব তৎকালীন সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ (এবং যিনি একই সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় টাস্ক ফোর্সের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যসচিবের দায়িত্বে ছিলেন) বরাবরে পাঠান, এর অনুলিপি আনুষ্ঠানিকভাবে সচিব, বিজ্ঞান ও আইসিটি মন্ত্রণালয় বরাবরেও প্রেরণ করা হয়। আমি তখন বিজ্ঞান ও আইসিটি মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলাম।

উল্লিখিত চিঠিতে বলা হয়, ২০০২ সালের ১৮ মে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় টাস্ক ফোর্সের নির্বাহী কমিটির সভায় আলোচনার সূত্রানুসারে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের ৪ বছরের কর্ম পরিকল্পনার এক প্রস্থ নির্দেশক্রম পাঠানো হচ্ছে।

উক্ত কর্মপরিকল্পনা বা অ্যাকশন প্ল্যান দলিলে প্রস্তাবিত প্রকল্পের পটভূমিতে উল্লেখ করা হয়, দেশে শিক্ষমন্ত্রণালয়ই সর্বোচ্চ সংস্থা যা মানবসম্পদ উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট ও নিয়োজিত এবং এর অধীনে বেশ কয়েকটি অধিদফতর ইত্যাদি রয়েছে, যেগুলোর দায়িত্ব হচ্ছে দেশের সব মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরী ও বিভিন্ন পেশাভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমগুলো তদারক, তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করা। দেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাধ্যমিক স্কুল এবং তারো উপরের পর্যায়ের) রয়েছে তারও একটি চিত্র উক্ত পটভূমিতে উল্লেখ করা হয়, যা নিম্নরূপ:

মাধ্যমিক স্কুল ১৬০০০টি, কলেজ ২৪০০টি, মাদ্রাসা ৭০০০টি, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ২০টি এবং ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ৬৪টি, ভোকেশনাল স্কুল ৮০০টি, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট ৪৫০টি, কর্মাশিয়াল ইনস্টিটিউট ১৬টি, মনোটেকনিক ইনস্টিটিউট ৪০টি।

এ ছাড়াও রয়েছে ১৭ টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৩১ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (মে ২০০২ এর তথ্য মোতাবেক)। গত কয়েক বছরে দেশে বেশ কয়েকটি পলিটেকনিক কলেজকে অতিশয় দ্রুততার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং একাধিক মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের ঘোষণাও করা হয়েছে।

দলিলের পটভূমিতে আরো উল্লেখ করা হয়, মাধ্যমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে সীমিতভাবে হলেও ইতোপূর্বে কমপিউটার বিজ্ঞান কোর্সগুলো চালু করা হয় এবং বিগত ১০ বছরে অর্থাৎ ১৯৯২ সন থেকে বিভিন্ন প্রকল্প থেকে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপিউটার সরবরাহ করা হয়, যেগুলো ইতোমধ্যে খুবই পুরানো তথা আউটডেটেড হয়ে যাবার কারণে এগুলোর প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং সময়ের চাহিদা মিটানোর জন্য আইসিটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কোর্স কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপিউটার বিতরণ প্রয়োজন। এতে আরো বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ উদ্যোগ নাকি বিজ্ঞান ও আইসিটি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত আইসিটি নীতিমালা এবং আইসিটি টাস্ক ফোর্সের গাইডলাইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রস্তাবিত প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনায় ক. মাধ্যমিক স্তর থেকে তৃতীয় ধাপ অর্থাৎ টার্সিয়ারি তথা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কমপিউটিং শিক্ষা চালু করা, খ. প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ১০টি করে কমপিউটার সরবরাহ করা, গ. কমপিউটার ল্যাবগুলোর জন্য অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট সংযোগ সুবিধাদি সম্প্রসারণ, ঘ. কমপিউটারগুলোর কারিগরি ত্রুটি সারানো এবং পরিচর্যার জন্য কারিগর তৈরি করা, ঙ. আইসিটিবিষয়ক শিক্ষক-শিক্ষিকা তৈরির জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ, চ. মাধ্যমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সব স্তরে কমপিউটিং শিক্ষাদানকাজের জন্য উপযুক্ত আইসিটি কারিকুলাম প্রণয়ন করা।

'প্রজেক্ট অ্যাক্টিভিটিজ' শিরোনামে যে যে কার্যক্রমের কথা উল্লিখিত চারবছরের পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি ছিল নিম্নরূপ:

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণের জন্য কমপিউটার এবং এসবের সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা,

যেসব স্থানে বা এলাকায় নিয়মিত বিদ্যুত সরবরাহ ব্যবস্থা নেই, সেসব স্থানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বিদ্যুৎ জেনারেটর/সোলার এনার্জিং ডিভাইস কেনা, সংগ্রহ করা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ল্যান্ড টেলিফোন সংযোগ দেয়ায় সহযোগিতা দেয়া।

আইসিটিবিষয়ক শিক্ষাদান কাজের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা।

কমপিউটারসংশ্লিষ্ট কারিগরী ত্রুটি সারানোর জন্য এবং কমপিউটার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য টেকনিশিয়ানদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

উপরোল্লিখিত কার্যাদি বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন যে দফতর/অধিদফতর ইত্যাদির নাম উক্ত দলিল এ উল্লেখ আছে সেগুলো হলো:

ক. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

খ. কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর

গ. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো

ঘ. ন্যাশনাল একাডেমি ফর এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্ট (NAEM)

ঙ. জাতীয় কারিকুলাম ও টেক্সটবুক বোর্ড (NCTB)

চ. বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন অ্যান্ড স্টেটিসটিক্স (BANBAIS)

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য যে আইসিটি বিষয়ক শিক্ষাদান কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগী হিসেবে সবচেয়ে বেশি সংশ্লিষ্ট বা প্রাসঙ্গিক মন্ত্রণালয় হিসেবে বিজ্ঞান ও আইসিটি মন্ত্রণালয়ের নাম কিংবা এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের নাম কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। অথচ দেশের প্রধানমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রণালয়ের প্রণীত এই আইসিটি শিক্ষা প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের অনধিক দুই মাস আগে দেশের উন্নয়নের জন্য আইসিটির গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর নামের পুনর্বিন্যাস করে এর নতুন নামকরণ করেন বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হিসেবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের নেতিবাচক ও ষড়যন্ত্রমূলক কাজ কি ইচ্ছাকৃত ছিল? নাকি একে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বলা সমীচিন হবে? বিজ্ঞান ও আইসিটি মন্ত্রণালয় এ ঘটনার মাত্র এক বছর আগে ২০০১ সালের মাঝামাঝি সময়ে (তখন এর পূর্ব নাম ছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়) বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের সর্বাত্মক ও সক্রিয় সহযোগিতায় দেশের পাঁচটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোর সাথে ব্যাপক ও ফলপ্রসূ আলোচনা করে যথাযথ সিলেবাস প্রণয়ন করে আইসিটি বিষয়ক 'পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা' কোর্স (পিজিডি) চালু করে এবং যেগুলো থেকে ২০০৩ সালের শেষ দিক থেকে প্রতি বছর ৩০০ জন প্রশিক্ষিত ছাত্রছাত্রী 'পিজিডি' পাস করে বেরিয়ে আসার বিধান রাখা হয়।

দুষ্টলোকদের ধারণা, শিক্ষমন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব (সে সময় সম্ভবতঃ তৃতীয়বারের মতো তিনি চুক্তিভিত্তিক চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন) দুষ্ট এবং দুষিত চিন্তাভাবনার বশীভূত হয়ে আইসিটি শিক্ষা কার্যক্রম বিষয়ে প্রায় সাড়ে ছয়ত্রিশশত কোটি টাকার (ঐ সময়ে প্রতি ডলার এর বিপরীতে ৫৮ টাকা হিসেবে মোট ৬২৮ মিলিয়ন ইউএস ডলারের সমপরিমাণ) চারবছরব্যাপী (২০০২-২০০৬) কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন। উল্লিখিত বিপুল অঙ্কের টাকা খরচ করে যে আউটপুট পাওয়ার কথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উল্লিখিত দলিলে উল্লেখ করা হয় তা ছিল নিম্নরূপ:

Graduates of ICT will be produced at different levels of education.

SSC and HSC graduates may be available as data entry operators. **

Graduates from University may be available as programmers, computer engineer and technologists. Their services may be available for both the local and international markets.

উপরে তারকা ** চিহ্নিত অংশে জানা গেল, শিক্ষা মন্ত্রণালয় SSC এবং HSC গ্র্যাজুয়েট নামে তাদের প্রণীত দলিলে নতুন এক 'নামকরণ সংজ্ঞা' তৈরি করে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন এসএসসি/এইচএসসি গ্র্যাজুয়েটের কথা এই প্রথম কোনো সরকারি দলিলে উল্লেখ করতে দেখা গেল।

এধরনের অশ্রুতপূর্ব বা অভূতপূর্ব কাণ্ডজ্ঞানহীন কর্মকাণ্ড সম্ভবত ওই সময়ের শিক্ষা মন্ত্রণালয়েই সম্ভব ছিল, যার মূল কেন্দ্রবিন্দু কিংবা নায়ক ছিলেন ঐ চুক্তিভিত্তিক কর্মকর্তা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নার্থে অর্থ সংগ্রহ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে প্রকল্প সহায়তার কথা উল্লেখ আছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রায় সাড়ে ছয়ত্রিশশত কোটি টাকার আইসিটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা পাঠানোর ঠিক সাত মাস পরে ২০০২ ▶

সালের ২৩ ডিসেম্বর ওই একই শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সচিব পরিকল্পনা বিভাগ বরাবরে 'অতিজরুরি' চিহ্নিত 'মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০ হাজার কমপিউটার বিতরণ কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্প শীরোনামে, পাঠানো চিঠিতে ৪টি অর্থ বছরে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে একশত কোটি টাকার প্রায় বিশ হাজার কমপিউটার সংগ্রহ করে দেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় বিতরণ করার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর ২০০২ সালের ৮ এপ্রিলে অনুমোদিত অর্থাৎ প্রায় নয় মাস আগের অনুমোদিত সারসংক্ষেপের একটি অনুলিপি পাঠানো হয়। প্রায় ৯ মাস আগে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেয়া সারসংক্ষেপটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কেন এবং কী যুক্তিতে তৎকালীন তৃতীয়বারের মতো চুক্তি ভিত্তিক নিয়োজিত শিক্ষা সচিব কর্তৃক পরিকল্পনা বিভাগে পাঠানো হলো তা সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রীর খবর নেয়ারও হয়তো ফুরসত ছিল না। এ সারসংক্ষেপটি চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত শিক্ষাসচিব প্রস্তুত করেছিলেন। আর এ প্রস্তুতকৃত সারসংক্ষেপের শিরোনাম ছিল, 'সরকারের নিজস্ব উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে মাধ্যমিক স্কুল, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ ও মাদ্রাসা (দাখিল ও আলিম) পর্যায়ে কমপিউটার বিতরণ'। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০০২ সালের ২৩ মে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিবকে লেখা চিঠিতে মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছিল মোট ২৫৪০০টি। আর এর চার সপ্তাহ আগে ২০০২ সালের ২৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী বরাবরে পাঠানো সারসংক্ষেপে উল্লিখিত তিন ক্যাটাগরির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা উল্লেখ করা হয় বিশ হাজারটি। উক্ত সারসংক্ষেপে আরও উল্লেখ করা হয়, বর্ণিত ২০ হাজারটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিটিতে ৫টি করে কমপিউটার দিলে প্রায় এক লাখ কমপিউটারের প্রয়োজন হবে এবং কমপিউটার শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে এসব কমপিউটার সরবরাহ করা দরকার। মাত্র চার সপ্তাহের ব্যবধানে তৎকালীন শিক্ষাসচিব উল্লিখিত তিন ক্যাটাগরীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অবলীলাক্রমে ৫৪০০টি কমিয়ে দিলেন কি যুক্তিতে বা ভিত্তিতে তার ব্যাখ্যা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন তো তিনি কখনও বোধ করেননি।

তবে ২০০২ সালের ৭ এপ্রিল এ সচিব প্রণীত সারসংক্ষেপের ১ম অনুচ্ছেদে নেদারল্যান্ড সরকারের ORET Program-এর আওতায় প্রদেয় অনুদানে বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য কমপিউটার কেনা এবং শিক্ষকদেরকে কমপিউটার বিষয়ে শিক্ষা দেয়ার বিষয়ে যে বক্তব্য দিয়ে প্রাধানমন্ত্রীর অনুমোদন নেয়া হয়েছে, সে বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকৃত তথ্য তুলে ধরেনি বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। সারসংক্ষেপে ORET Program-এর কমপিউটারের একক মূল্য এক লাখ টাকা হবে মর্মে যে বক্তব্য পরিবেশন করা হয় তা-ও সঠিক নয় বলে অভিজ্ঞমহল মনে করেন। তাছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব মন্ত্রীসভা কমিটিকে কমপিউটারের মূল্য ও আনুপাতিক অন্যান্য বিষয়ে যে তথ্যাদি সম্বলিত চিত্র প্রদান করেন তা যথাযথ ছিল না বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন। আর এসব কারণে দরপত্র সংগ্রহের সময় নেদারল্যান্ড-এর কমপিউটার সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান শিক্ষামন্ত্রণালয় তথা বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে সে দেশের আদালতে মামলা করে এবং সেখানকার আদালত বাংলাদেশ সরকারকে প্রায় ৪০ কোটি টাকার সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা দেয়ার জন্য ডিক্রি জারি করে। আর এ খবর দেশের সব নামীদামী পত্রিকায় বেশ কয়েকবার ফলাও করে প্রকাশিত হয়। অথচ কমপিউটার সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত মামলা এবং জরিমানা ইত্যাদি বিষয় আসল দায়ী কর্তাব্যক্তি ছিলেন তৎকালীন চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত শিক্ষাসচিব।

আইসিটি শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ও প্রসারের জন্য যথাযথ বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শাখার অন্যান্য বিষয় ঠিক রেখে কমপিউটার আইসিটিতে অতিরিক্ত ন্যূনপক্ষে ৩০০ নম্বরের কারিকুলাম যুক্ত করে এমনভাবে কারিকুলাম প্রবর্তন করা প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থীগণ এ বিষয়ে পড়তে আগ্রহী হয় এবং মাধ্যমিক পরবর্তী শিক্ষার ক্ষেত্রে আইসিটি শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান বিভাগের অন্যান্য বিষয়েও অধ্যয়নের সুযোগ তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকে। মূলত এ লক্ষ্যেই আমরা, বিজ্ঞান ও আইসিটি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং কর্মকর্তাগণ যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণে তৎপর হই। যেহেতু শিক্ষা-সিলেবাস, কারিকুলাম ইত্যাদি একান্তভাবেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিষয়, সেহেতু আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচীতে আইসিটি শিক্ষাক্রম প্রবর্তন বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তাঁর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্টদেরকে নিয়ে একটি সভা ডাকতে অনুরোধ জানাই। প্রায় ছয় মাসের বেশি সময় ধরে তৎকালীন শিক্ষা সচিবকে অনুরোধ ও তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও তিনি বারবার সভা আহবানের আশ্বাস দিলেও আমার অনুরোধ, তাগিদ এড়িয়ে গেলেই যেন আনন্দবোধ করতেন। সবশেষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিবকে দিয়ে কথা বলানোতে কাজ হয় এবং শিক্ষাসচিব এ বিষয়ে ২০০৩ সালের ১৬ জুলাই তার মন্ত্রণালয়ে তার সভাপতিত্বে আন্তমন্ত্রণালয় সভা ডাকেন। উক্ত সভায় বিজ্ঞান ও আইসিটি মন্ত্রণালয় থেকে ওই মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে আমি, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), সহকারী প্রধান এবং বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের উপপরিচালক উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে শিক্ষা সচিবসহ ওই মন্ত্রণালয় থেকে চেয়ারম্যান, কারিগরী শিক্ষা বোর্ড, সদস্য (কারিকুলাম) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভায় আইসিটি শিক্ষা কোর্সের শিক্ষাক্রম প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করে দেয়া হয় এবং কমিটিকে এক মাসের মধ্যে অর্থাৎ ২০০৩ সালের ১৫ আগস্টের আগে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়, যাতে ২০০৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কমপিউটিং শিক্ষাকোর্স চালু করা সম্ভব হয়। আইসিটি শিক্ষা কোর্সের শিক্ষাক্রম প্রণয়নের এ কাজটি ছিল এদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ফল বা প্রভাব হতে পারতো সুদূর প্রসারী। বিজ্ঞান ও আইসিটি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলাম, দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এবং আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী জনশক্তি তৈরিতে এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে কমপিউটিং তথা আইসিটি শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় ৫টি বা ১০ টি করে লাখ লাখ কমপিউটার বিতরণ করলেও কিংবা সপ্তাহে ৩/৪টি করে আইসিটি বিষয়ক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম করে গলাবাজি, বক্তৃতাবাজি ইত্যাদি সহজে করণীয় কাজগুলো সম্পাদন করে আইসিটি খাতকে সামনে এগিয়ে নেয়া যাবে না।

আমরা অতি আগ্রহভরে ২০০৩ সালে ১৬ জুলাইয়ে'র সভার কার্যবিবরণীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। সপ্তাহ যায়, মাস যায়, ২০০৩ যায়, কিন্তু আইসিটি শিক্ষাকোর্সসংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী বের হয় না। সংগৃহীত খবরাখবরে জানা যায়, শিক্ষা সচিব ইচ্ছে করে এ কার্যবিবরণী বের হতে দেননি। পরে ডিসেম্বর ২০০৩-এর প্রথম সপ্তাহ পার করে দিয়ে যখন তিনি বুঝতে পারলেন, তাকে চর্তুথবারের মতো শিক্ষা সচিবের চেয়ারে আর চুক্তিভিত্তিক বসানো হচ্ছে না তখন তিনি প্রথমে ২০০৩ সালে ১ ডিসেম্বরে ২০০৩ সালের ১৬ জুলাইয়ে'র সভার কার্যবিবরণী জারি করেন, যার স্মারক নং- ছিল শিম/শা১০/৯ (প্রশিক্ষণ)-৫/২০০৩/৮৭৮ (শাখা-১০)। তার ঠিক পরক্ষণেই একই মন্ত্রণালয়ের ১১নং শাখা হতে ০৩-১১-২০০৩ স্মারক নং শিম/ শা: ১১/৯ (প্রশিক্ষণ)-৫/২০০৩ এর মাধ্যমে হুবহু একই শব্দ চয়নে আরেকটি কার্যবিবরণী জারি করেন। প্রায় পাঁচ মাস সময় পার করে ২০০৩ সালের ১৬ জুলাইয়ে সভার কার্যবিবরণী বের করতে গিয়ে তৎকালীন শিক্ষা সচিব যে জালিয়াতির আশ্রয় নিলেন, তাতে কী প্রমাণীত হয়? জালিয়াতির তো একটা সীমারেখারও প্রয়োজন ছিল। অদ্যাবধি মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে প্রস্তাবিত ৩০০ নম্বরের আইসিটি বিষয়ক কারিকুলাম প্রর্বতনের কাজটি সম্পন্ন করা যায়নি।

এ জন্য বাংলাদেশ যে সামনে এগুনোর পরিবর্তে অনেক বছরের জন্য পেছনে চলে গেল তার মাশুল গুনবে কে বা কারা? এজন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের কী ধরনের শাস্তি হওয়া কাম্য? দুষ্ট লোকের মন্তব্য, শাস্তি তো দূরের কথা, এধরনের লোকদেরকে খুঁজে বের করে আমৃত্যু চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়াই এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে প্রথমে ২০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ১০০ কোটি টাকা খরচ করে ২০ হাজারটি কমপিউটার কেনার প্রস্তাব সারসংক্ষেপ অনুমোদন করিয়ে নেয়া, সারসংক্ষেপটির ভিত্তিতে পরিকল্পনা কমিশনে না পাঠিয়ে অনুমোদনের চার সপ্তাহ পর প্রায় সাড়ে ছয়ত্রিশ শত কোটি টাকার আইসিটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিবের নাম ভাঙ্গিয়ে পরিকল্পনা সচিব বরাবরে প্রেরণ করা, ২০০৩ সালের ১৬ জুলাইয়ে আইসিটি শিক্ষা কোর্স কারিকুলামবিষয়ক মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরনিতে শঠতার আশ্রয় নিয়ে ধার্য করা, একমাস সময়ের পরিবর্তে পাঁচমাস সময় পার করে দিয়ে একই ও হুবহু শব্দ চয়ন সমৃদ্ধ কার্যবিবরনী দুই-দুই বার জারি করা ইত্যাদি কার্যক্রমের সম্ভবত একটি হীন উদ্দেশ্যই ছিল- আইসিটি বিষয়ক কোনো শিক্ষাদান কার্যক্রমে বিজ্ঞান ও আইসিটি মন্ত্রণালয়কে কোনো সুযোগ দেয়া যাবে না তা সে যেকোনো ভাবেই হোক না কেন। চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত তৎকালীন শিক্ষা সচিব তার ওপরে বর্ণিত কুকর্মের মাধ্যমে ১৪ কোটি মানুষের এ জাতির যে কত বড় সর্বনাশ করলেন, তার বিচার হওয়া কি অতি জরুরি নয়? জাতি কি এ জন্য বিচারপতি সুলতান হোসেন খানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও পারেনা? এ মহা পাপের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের করার কথা, তাদের অবস্থান বিভিন্ন কারনে নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। সেসব জায়গায় প্রচুর আস্থার সংকট ! তবে সংশ্লিষ্ট দায়ী কর্তা ব্যক্তিদেরকে শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করার পাশাপাশি আইসিটি শিক্ষা কোর্স মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকসহ উচ্চতর পর্যায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচলন করার কাজগুলো আসছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলিষ্ঠভাবে শুরু করবে-এ আশা দেশবাসীর সংগে আমিও করি।

INTEL Unveils Core 2 Duo in Bangladesh

Core 2 Duo is the new invention of Intel, in the processor world. Intel claims that now this is the best processor in the world. Intel has unveiled this processor in Bangldesh few days back. The Intel director of marketing and operations (South Asia), John McClure paid a visit recently to Dhaka to introduce this processor here. He is in charge of Intel's overall marketing for South Asian countries, namely India, Sri Lanka, Nepal, Pakistan and Bangladesh. Computer Jagat had the opportunity to have an interview of **John McClure** exclusively. **M. A. Haque Anu**, Assistant Editor, Computer Jagat and **Mortuza Asish Ahmad** joinly interviewed him duly during his said vist to Bangldesh.

The excerpt of his interview is presented here for our valued readers.

Computer Jagat: What are the main benefits of the Intel Core 2 Duo Processor?

John McClure: It increases performance by 40% and it also saves 40% power consumption. One of the business benefits is by introducing this processor we can decrease the price of the PC as it owns the high processing performance. So you can get a Core 2 Duo system today for forty-three thousands Taka. You will be benefited by this processor when you have several PCs, as all of the PCs will consume less power. If you look at the technological graph, when the Pentium III processor came out, there is a trend for multimedia. In case of Pentium 4 there is a big trend to connect it to the digital cameras, MP3 players, other devices etc. Core 2 Duo is 200 times faster than Pentium. So the trend are going through now consumers are looking for different types of benefits like multitasking, small total form factor etc. The small total form factor saves the space that helps decreasing the total size of the notebooks like a wireless hub. Finally the Core technology is very important for Media Center Edition (MCE) because the Media Center Edition is all about multitasking. So you are running video, you are compressing video in background; you are burning CD's at a time, so you need really good performance from your processor and this processor will benefit you for Media Center Edition (MCE) also.

John McClure: Life and Works

John McClure is the Director - Marketing and Operation for Intel South Asia.

He is in charge of Intel' s overall marketing for South Asian countries namely India, Sri Lanka, Nepal, Pakistan and Bangladesh. His roles involve driving Intel' s brand and demand creation strategy for all Intel products and technologies. John is also responsible for studying the south Asian marketplace to profile IT consumption drivers as well as driving the marketing of Intel' s World Ahead initiative that focuses on PC penetration amongst the next billion citizens for emerging markets.

Prior to this, John was Director of Sales and Marketing for Telco and Media for the Sales and Marketing Group at Intel where he helped develop and rolled out solutions around Wimax, cellular connected Centrino Platforms, and content distributions through telecommunication providers. Earlier in his career with Intel, he was responsible for the development of the Genuine Intel Dealer (GID) program for Asia, which later adopted worldwide. John was also responsible for Marketing for the entire Latin America region.

John has double Bachelor's degree in Finance and Asian Studies from Santa Clara University in the USA.

C.J.: How the Core 2 Duo processor is performing better though clock speed is lower? Why did Intel lower the MHz/GHz of the new Intel Core 2 Duo processor? What was wrong with the Net burst/Pentium-4 architecture?

J. M.: The main feature of this processor is that it can execute more execution per cycle. So it can perform better though clock speed is lower. Not only that, it can reduce the power consumption. As the power consumption is lower, the processor will generate less heat and can work more efficiently. Thus the Core 2 Duo processor performes better in reduced clock speed. ▶

Actually the Core 2 Duo processor can work faster than the previous generation processor in reduced clock speed. So it is not essential to keep the high clock speed, when the architecture is better.

The Pentium 4 processor is very good processor, but the Core 2 Duo is better for it's low power consumption.

C.J.: With the introduction of the Intel Core 2 Duo, what will happen to the Intel Pentium Brand? Will Pentium and Celeron both will be in the market? Or will the Pentium brand would be discontinued?

J. M.: The Pentium is not obviously Intel's premium brand anymore. The Pentium is not going away. The premium product of Intel is now the single and the dual Core products. So Pentium is not remaining very important product of Intel.

Both Pentium and Celeron processors will remain in the market and the Pentium processor will continue. We have no plan to discontinue any of our brand at this moment.

C.J.: How long the Pentium brand will continue?

J. M.: We have no intention to remove any of our processors just right now.

C.J.: What will be the price of systems available now based on the Intel Core 2 Duo processors?

J. M.: You can get a Core 2 Duo system now on payment of forty-three thousand taka.

C.J.: Besides Desktop, is Core 2 Duo processor for mobile and server platforms?

J. M.: Yes. Core 2 Duo processor is for mobile and server platform too. The brand that we have for server is still Xeon. We haven't changed our brand. The Core 2 Duo- based notebook is Centrino mobile technology Duo.

C.J.: The Intel Pentium D is a very recent product, specially the 900 series. Why is Intel replacing processors so frequently? This creates a lot of problems for our customers as they get confused and their PC becomes obsolete. Customers are also scared to upgrade as technology changes so fast.

J. M.: We aren't replacing. Intel is about innovation and we have new technology to roll out, make available for the consumers. The consumers are demanding more performance against less power. Now the reality is Pentium D is a very important product line for

About Core 2 Duo processor

The Core 2 Duo desktop processor is an energy-efficient marvel, packing 291 million transistors yet consuming 40 percent lower power, while delivering the performance needed for the applications of today and tomorrow.

The desktop PC version of the processors also provide up to a 40 percent increase in performance and are more than 40 percent more energy efficient versus Intel's previous best processor. According to multiple independent review organizations, the processors win more than nine out of 10 major server, desktop PC and gaming PC performance benchmarks.

The highly anticipated processor family already has very broad support with more than 550 customer system designs underway globally — the most in Intel's history. Ultimately, tens of thousands of businesses will sell computers or components based on these processors.

The processor family is based on the revolutionary Intel Core micro architecture, designed to provide powerful yet energy-efficient performance. With the power of dual cores, or computing engines, the processors can manage numerous tasks faster. They also can operate more smoothly when multiple applications are running, such as writing e-mails while downloading music or videos and conducting a virus scan. The Intel Core 2 Duo processors are built in several of the world's most advanced, high-volume output manufacturing facilities using Intel's leading 65-nanometer silicon process technology.

The Intel Core 2 Duo processor family consists of five desktop PC processors tailored for business, home, and enthusiast users, such as high-end gamers.Consumers and businesses will have the option to purchase Intel Core 2 Duo processors as part of Intel's premier market-focused platforms, which are made up of Intel hardware and software technologies tailored to specific computing needs, including Intel vPro technology for businesses and Intel Centrino Duo mobile technology for laptops.

Many of the products will also offer a selection of Intel-designed and integrated technologies such as Intel Virtualization Technology and Intel Active Management Technology that make the PC more secure and manageable.

The new processors can be paired with the Intel 975X, 965, and Mobile Intel 945 Express chipset family. The Intel 965 Express chipset includes the latest integrated graphics and Intel Clear Video Technology. All these chipsets are Microsoft Windows Vista Premium Ready.

Advanced Innovations

Intel Core 2 Duo and Intel Core 2 Extreme processors include many advanced innovations, including:

· **Intel Wide Dynamic Execution –** Improves performance and efficiency as each core can complete up to four full instructions simultaneously using an efficient 14-stage pipeline.

· **Intel Smart Memory Access –** Improves system performance by hiding memory latency, thus optimizing the use of available computer data bandwidth to provide data to the processor when and where it is needed.

· **Intel Advanced Smart Cache –** Includes a shared L2 cache or memory reservoir to reduce power by minimizing memory 'traffic' yet increases performance by allowing one core to utilize the entire cache when the other core is idle. Only Intel provides this capability in all segments.

· **Intel Advanced Digital Media Boost –** Effectively doubles the execution speed for instructions used widely in multimedia and graphics applications.

· **Intel 64 Technology –** This enhancement to Intel's 32-bit architecture supports 64-bit computing, including enabling the processor to access larger amounts of memory. ▶

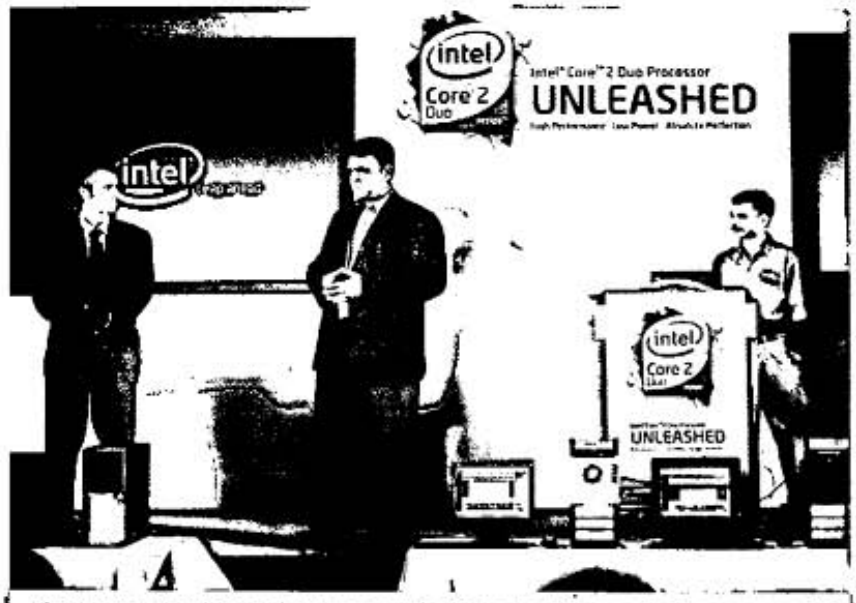

Zia Manzur, Intel EM Sales Manager, is delivering his speech in presence of John McClure, while unveiling Core 2 Duo Processor in Bangladesh recently.

Mobile PC Processor Unique Features

Intel Core 2 Duo mobile processors include many advanced innovations, including:

- **Intel Dynamic Power Coordination** – Coordinates Enhanced Intel SpeedStep Technology and idle power-management state (C-states) transitions independently per core to help save power.

- **Intel Dynamic Bus Parking** – Enables platform power savings and improved battery life by allowing the chipset to power down with the processor in low-frequency mode.

- **Enhanced Intel Deeper Sleep with Dynamic Cache Sizing** – Saves power by flushing cache data to system memory during periods of inactivity to lower CPU voltage.

Pricing and Availability

Intel has been shipping production-ready Intel Core 2 Duo processors for all segments across the world. Intel Core 2 Duo processor-based systems are now available in Bangladesh from Intel Channel Partner Program members. Intel Core 2 Duo mobile processor based systems will be available in the market from October.

Desktop Processors	Frequency	Bus Speed	L2 Cache	Price
Intel Core 2 Extreme processor X6800	2.93 GHz	1066	4MB	$999
Intel Core 2 Duo processor E6700	2.66 GHz	1066	4MB	$530
Intel Core 2 Duo processor E6600	2.40 GHz	1066	4MB	$316
Intel Core 2 Duo processor E6400	2.13 GHz	1066	2MB	$224
Intel Core 2 Duo processor E6300	1.86 GHz	1066	2MB	$183

Mobile Processors	Frequency	Bus Speed	L2 Cache	Voltage
Intel Core 2 Duo Processor T7600	2.33 GHz	667	4MB	1.0375 – 1.3V
Intel Core 2 Duo Processor T7400	2.16 GHz	667	4MB	1.0375 – 1.3V
Intel Core 2 Duo Processor T7200	2.00 GHz	667	4MB	1.0375 – 1.3V
Intel Core 2 Duo Processor T5600	1.83 GHz	667	2MB	1.0375 – 1.3 V
Intel Core 2 Duo Processor T5500	1.66 GHz	667	2MB	1.0375 – 1.3 V

us and I mentioned that we have no intention to discontinue the product.

The technology continue to grow very fast and I think if the consumers know that we have a technology if they could benefited with, then they will try to purchase it from the market.

C.J.: Will users of Intel Pentium 4 and Intel Pentium D processor be able to upgrade to Core 2 Duo processor?

J. M.: Not exactly that. The Core 2 Duo processor supports only the express chipset-based motherboard of 975X, 965, 963 and 945. There are differences between the RAM's. So the consumers have to change their Motherboard, RAM etc.

C.J.: Can today's Core 2 Duo Processor machines support Windows Vista?

J. M.: Obviously, it supports Windows Vista .

C.J.: What is the main difference between Intel Core Duo and Intel Core 2 Duo?

J. M.: Core Duo processor is for mobile technology and Core 2 Duo is for mobile technology, desktop technology, server etc.

C.J.: Which applications will benefit from Core 2 Duo processors?

J. M.: All types of software especially multitasking software will be benefited from Core 2 Duo Processors.

C.J.: Has Intel any plans of launching Viiv in Bangladesh?

J. M.: Actually Viiv is for Media Center Edition (MCE). In Bangladesh there is very few media center edition user. So the question depends on the market.

C.J.: How do you see Core 2 Duo processors benefiting Bangladesh?

J. M.: We expect consumers from small businesses, large businesses will be benefited by the Core 2 Duo processor.

C.J.: Apple Computer Inc. now uses the Intel's processor. The readers called this Apple machine is 'Mactel' machine. What do you think about this?

J. M.: This is great for us. The Apple relationship with Intel is very important. We are very pleased with that. This is more than a customer vendor relationship. So Core 2 Duo is the best solution for media center edition, Core 2 Duo is the best for apple solutions also. So we are very exited with the relationship CJ

HP Displayed latest product in BCS fair

Hewlett Packard (HP) was the major sponsor of BCS Computer Show 2006 held recently at Dhaka. The pavilion of HP got plenty of visitors in the seven days from 17th to 23rd September, 2006.In this yearly IT event HP Imaging and Printing Group (IPG) and HP Personal Systems Group (PSG) showcased a wide range of products including some new and some eminent products. The products of Imaging and Printing Group (IPG) are HP Business Inkjet 1000 printer, HP Business Inkjet 1200d printer, HP Photo smart 7830 printer,

HP Pavelion at the BCS fair concluded recently

HP Office jet 4255 All-in-One, HP Color LaserJet 2600n, HP DeskJet 3920 printer, HP DeskJet F370 All-in-One, HP LaserJet 1020 printer, HP LaserJet 1022 printer, HP Scan jet 4850 scanner, HP LaserJet 2420 printer, HP Color LaserJet 2840 printer, HP Scan jet 5590 Scanner, HP LaserJet 5100 printer and HP Color LaserJet 2820 printer. The products of Personal Systems Group are HP 17 LCD Monitor, HP Compaq DX 2100 Micro tower CPU, HP DX 5150MT Brand PC AMD 64 and HP Compaq Presario V5208TU Notebook. The visitors showed much interest in the following products: HP DeskJet 3920 printer, HP Business Inkjet 1000 printer, HP Office jet 4255 All-in-One, HP DeskJet F370 All-in-One, and HP Compaq Presario V5208TU Notebook.

Sabbir Shafiullah, HP IPG Country Business Development Manager, is briefing the Journalists

HP is a technology solutions provider to consumers, businesses, and instructions globally. The company's offerings span IT infrastructure, global services, business and home computing and imaging and printing. For the four fiscal quarters ended April 30, 2006, HP revenue totaled 88.9 Billion dollars. More information about HP is available at www.hp.com ■

Intel Delights Visitors with Core 2 Duo Experience at BCS Computer Show 2006

Intel, the world leader in silicon innovation and manufacturing processor and other components, was one of the main sponsors of BCS Computer Show 2006 held recently at Dhaka. The 'Core 2 Duo Experience Zone' presented by Intel was one of the major attractions of the five day event. Thousands of visitors experienced first-hand the exciting performance of PCs based on the new Intel Core Duo processor, the world's best desktop processor. Side-by-side demos, PC assembling tutorials, technology demos and videos presented at the zone helped them to learn about the Core 2 Duo processor and new PC platforms. Tech-representatives responded to their various queries and guided them through the various demos. A series of quiz contests held at the experience zone got an enthusiastic response from the crowd, as thousands participated. Members of the Intel Channel Partner Program - Binary Logic, Flora Limited, and Techview provided the demo

Zia Manzur, Intel EM Sales Manager, is seen with the Winners

systems, and they presented attractive offers to BCS Computer Show 2006 visitors including PC purchase through installment and special price for Core 2 Duo based systems ■

KINGSTON COMES WITH MIGHTY MINI FUN USB FLASH DRIVE

Kingston Technology Company, Inc. On August 24, 2006 last introduced the Kingston DataTraveler Mini Fun, the latest addition to Kingston's family of DataTraveler USB Flash drives that boasts the industry's smallest footprint for ultimate transportability.

Measuring just 1.5 by .75 inches, the drive is approximately the length and width of two U.S. first-class postage stamps laid end to end. The Mini Fun is available in a variety of colors and in capacities up to 1 GB.

'The growing popularity of USB Flash drives has made them a must-have item among students and professionals alike,' said Scott Chen, Vice President, APAC Business Development, Kingston.

Kingston's DataTraveler Mini Fun drives come preloaded with Big Fish Games' Atlantis and Magic Vines gaming software. Atlantis is a game that takes the user on a trip to the 19th century, where as the head of a team of explorers on a classified mission, they must unlock the secrets of the long-lost city throughout 81 challenging levels ■

মজার গণিত

এক. আমরা জানি, কোনো ত্রিভুজের তিনটি বাহু a, b এবং c হলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল, $\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$। যেখানে, ত্রিভুজের অর্ধপরিসীমা $s = (a+b+c)/2$।

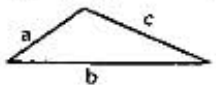

একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১৪, ১১ এবং ২৫ ইঞ্চি। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত হবে?

দুই. এক ব্যক্তির জন্ম ১৯৪৫-এ। হিসেব মতে তার বর্তমান বয়স হওয়ার কথা ৬১। এ বয়সে তিনি যথেষ্ট সুস্থ রয়েছেন। বর্তমানে তিনি দাবি করছেন– তার বয়স ২৫ বছর। পাঠক বলতে পারবেন এটা কীভাবে সম্ভব হলো? এই দাবির পক্ষে তার নাকি জোরালো প্রমাণও আছে।

সেপ্টেম্বর' ০৬ সংখ্যার মজার গণিত সমাধান

এক. ধরা যাক, ৬টি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্কের সংখ্যাটি হলো ABCDEF। সংখ্যাটির শেষ অঙ্ক F কে সামনে নিয়ে আসলে নতুন FABCDE সংখ্যাটি পাওয়া যায়। সুবিধার্থে এমন একটি সংখ্যা G নেয়া হলো, যাকে ABCDE-এর সমান হিসেবে ধরা হবে। এবার প্রশ্নে উল্লিখিত শর্ত অনুসারে লেখা যায়, ১০০০০০ F + G = ৫ (১০G + F) => ১০০০০০F + G = ৫০G + ৫F => ৯৯৯৯৫F = ৪৯G => ১৪২৮৫F = ৭G [উভয় পক্ষকে ৭ দিয়ে ভাগ করে]

আগেই ধরা হয়েছে এ সংখ্যাটি ৫ অঙ্কের এবং F সংখ্যাটি ১ অঙ্কের। এবার উপরের সমাধানটি লক্ষ্য করা যাক। সমাধানটির উভয়পক্ষ সমান হবে যদি G = ১৪২৮৫ এবং F = ৭ হয়। সুতরাং, ABCDEF সংখ্যাটির মান হলো ১৪২৮৫৭। এটিই নির্ণেয় সমাধান।

প্রমাণ: ১৪২৮৫৭ সংখ্যাটির শেষ অঙ্ক ৭ কে সামনে নিয়ে আসলে পাওয়া যায় ৭১৪২৮৫, যা ১৪২৮৫৭-এর ৫ গুণ।

দুই. প্রথমে ৮টি মার্বেল থেকে ৬টি মার্বেল নিয়ে দু'টি পাল্লায় ৩টি করে নিয়ে ওজন করা হলো। বাইরে থাকলো ২টি মার্বেল।

নিচের দু'টি পদ্ধতির যেকোনো একটি অনুসরণ করতে হবে। যদি দু'টি পাল্লার ওজন সমান হয় তাহলে বোঝা যায়-ভারি মার্বেলটি বাইরে রাখা দু'টি মার্বেলের মধ্যে একটি। এবার ওই দু'টি মার্বেল দাড়িপাল্লায় নিয়ে ওজন করলেই অপেক্ষাকৃত ভারি মার্বেলটি শনাক্ত করা যাবে।

তিনটি করে মার্বেল নিয়ে ওজন করার সময় যদি কোনো একটি পাল্লা ভারি হয় তাহলে বোঝা যায় অপেক্ষাকৃত ভারি মার্বেলটি ওই ৩টি মার্বেলের মধ্যেই রয়েছে। এবার ওই ৩টি মার্বেল থেকে ১টি বাইরে রেখে বাকি ২টি মার্বেল দাড়িপাল্লায় উঠিয়ে ওজন নেয়া হলো। ২টি মার্বেলের মধ্যে যেটির ওজন বেশি সেটি হলো ভারি মার্বেলটি, আবার ২টি মার্বেলের ওজন সমান হলে বাইরে রাখা মার্বেলটিই অপেক্ষাকৃত ভারি মার্বেল।

পাঠকের প্রতি

গণিত বিষয়ে আপনার সংগ্রহের চমকপ্রদ কোনো আইডিয়া এ বিভাগে পাঠিয়ে দিন jagat@comjagat.com ই-মেইল অ্যাড্রেসে। সমস্যার সাথে সমাধানও পাঠানোর অনুরোধ রইল। এবারের মজার গণিত এবং শব্দ ফাঁদ পাঠিয়েছেন আরমিন আফরোজা

কমপিউটার জগৎ গণিত ক্যুইজ-৮

সুপ্রিয় পাঠক। মার্চ ২০০৬ সংখ্যা থেকে চালু হয়েছে আমাদের নিয়মিত বিভাগ 'কমপিউটার জগৎ গণিত ক্যুইজ'। এ বিভাগে আমরা আমাদের সম্মানিত পাঠকদের জন্য তিনটি করে গণিতের সমস্যা দেবো। তবে এর উত্তর আমরা প্রকাশ করবো না। সঠিক উত্তরদাতাকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেবো। প্রতিটি ক্যুইজে সঠিক সমাধানদাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে সর্বাধিক ৩ জনকে পুরস্কৃত করা হবে। ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা যথাক্রমে কমপিউটার জগৎ ১২, ৬ এবং ৩ সংখ্যা বিনামূল্যে পাবেন। সাদা কাগজে সমাধান পাঠাতে হবে। এবারের সমাধান পৌঁছানোর শেষ তারিখ ২৫ অক্টোবর, ২০০৬। সমাধান পাঠানোর ঠিকানা, কমপিউটার জগৎ গণিত ক্যুইজ-৮, রুম নম্বর ১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি, আইডিবি ভবন, আগাঁরগাও, ঢাকা-১২১৭।

০১. দেশের ৬৪টি জেলা শহরকে যদি ৫টি অঞ্চলে ভাগ করা যায়, যাতে করে প্রতিটি অঞ্চলের যেকোনো জেলা শহরে থেকে ঐ অঞ্চলের অন্য জেলা শহরে পৌঁছানোর পথ থাকে, তাহলে জেলা শহরগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন কতগুলো রাস্তা থাকতে হবে?

০২. ৮০টি মুদ্রার মধ্যে ৭৯টিই ভাল এবং একটির ওজন কম, বাটখাড়াহীন দাঁড়িপাল্লায় ৪ বার ওজন করে ত্রুটিপূর্ণ মুদ্রাটি কিভাবে বের করা যাবে?

০৩.
```
xxxx7x|xx7xxxxxxx|xx7xx
       xxxxxx
       xxxxx7x
       xxxxxxx
         x7xxxx
         x7xxxx
         xxxxxxx
         xxxx7xx
           xxxxxx
           xxxxxx
```

এবারের সমস্যাগুলো পাঠিয়েছেন

ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
অতিথি অধ্যাপক, নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

আইসিটি শব্দফাঁদ

পাশাপাশি

০১. ব্যাকআপ পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য যে ডিভাইস ব্যবহার করা হয়।
০৩. কমপিউটার প্রোগ্রামিংয়ে একই কাজ বারবার করার জন্য যে ধারণা ব্যবহার করা হয়।
০৫. মেধাসত্ত্ব আইন বোঝাতে ব্যবহার হয়।
০৯. কমপিউটারের একটি জনপ্রিয় ইনপুট ডিভাইস।
১০. এপলের তৈরি জনপ্রিয় একটি মিউজিক প্লেয়ার।
১২. যে মাধ্যমে দূরবর্তী কোনো জায়গায় টেক্সট বা ইমেজ পাঠানো সম্ভব।
১৩. ইন্টেলিজেন্ট নেটওয়ার্কের সংক্ষিপ্ত রূপ।
১৫. কমপিউটার এইডেড ডিজাইন বোঝায়।
১৬. বেসিক ইনপুট আউটপুট সিস্টেম।

উপর-নিচ

০১. চীনের কমপিউটার সামগ্রী নির্মাতা বিখ্যাত একটি প্রতিষ্ঠান।
০২. ভিডিও ফাইলের একটি বহুল ব্যবহৃত ফরমেট।
০৪. ই-মেইল পোস্ট অফিস প্রটোকলের সংক্ষিপ্ত রূপ।
০৬. আধুনিক যুগে যোগাযোগের যুগান্তকারী মাধ্যম-ইলেকট্রনিক চিঠি।
০৭. ওপেন সোর্সভিত্তিক একটি অপারেটিং সিস্টেম।
০৮. প্রিন্টারের যে অংশটি দিয়ে লেখা ছাপানোর কাজ হয়।
১১. মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট-যা তৈরির কাজে বেশি ব্যবহার হয়।
১২. ডিস্কে ডাটা সংরক্ষণের জন্য ফাইল সিস্টেম-ফাইল অ্যালোকেশন টেবিল।

১৪. কমপিউটারে অভ্যন্তরীণ ডাটা পরিবহনের পথ।

আইসিটি'র মৌল ভিত্তি হচ্ছে জ্ঞান। জ্ঞানই মানুষকে করে তোলে ক্ষমতাধর। পাঠকদের ক্ষমতাধর করে তোলার লক্ষ্যে আমাদের এই শব্দফাঁদ। এতে অংশ নিন, নিজেকে জ্ঞানসমৃদ্ধ করুন। বর্তমান সংখ্যার সমাধান এ সংখ্যাতেই ৬৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা হলো।

গণিতের অলিগলি

পর্ব: একাদশ

বাজে সংখ্যা-মজার সংখ্যা ১৭২৯

আমরা তো অনেকেই জানি শ্রীনিবাস রামানুজন ভারতের একজন বিখ্যাত গণিতবিদ। খুব বেশি লেখাপড়া জানতেন না। কলেজে উঠেছিলেন। কিন্তু কলেজ ডিঙানোও সম্ভব হয়নি। তবে গণিত অনুরাগী এ মানুষটি সারা জীবন মাথা ঘামিয়েছেন গণিতের মজার মজার বিষয় নিয়ে। প্রমাণ করে গেছেন– তিনি ছিলেন গণিত জগতের সত্যিকারের এক মেধাবী জন। নিজের সম্পর্কেও তার ছিল স্থির আস্থা। তাই তো তিনি নিজেই কখনো কখনো তার নামের আগে দু'টি The বসিয়ে নিজেকে আরো বিশিষ্ট করে তুলতে দ্বিধা করতেন না। লেখা হতো 'The The Ramanujan'।

এই গণিতবিদ যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে লন্ডন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তার সহকর্মী জি,এইচ, হার্ডি হাসপাতালে তাকে দেখতে গেলেন। তিনি হাসপাতালে পৌঁছে রামানুজনকে বললেন: 'আমি হাসপাতালে এলাম একটা ট্যাক্সি করে। এর নম্বর ১৭২৯। এটি একটি বাজে সংখ্যা সংখ্যাটা কেমন জানি নিস্তেজ, নিস্প্রভ। মনে হয় এটা কোনো অশুভ লক্ষণ।'

রামানুজন জবাব দিলেন: 'নোনসেন্স, সংখ্যাটি মোটেও নিস্তেজ ও নিস্প্রভ নয়। বরং এটি একটি মজার সংখ্যা। এটি হচ্ছে সবচেয়ে ছোট্ট এমন একটি সংখ্যা, যাকে দু'টি ঘন বা কিউবের যোগফল আকারে প্রকাশ করা যায়। $১৭২৯ = ১^{৩}+১২^{৩}$। তেমনি $১৭২৯ = ৯^{৩}+১০^{৩}$।' রামানুজনের কথা শুনে জি, এইচ হার্ডি অবাক। সত্যিই তো নম্বরটিতে লুকিয়ে আছে মজার একটি সম্পর্ক।

বালক গসের অবাক কাণ্ড

গস নামে একজন বিজ্ঞানী গুনীজন ছিলেন। বিজ্ঞানের নানা শাখায় ছিল তার বিচরণ। তিনি দিয়ে গেছেন বৈজ্ঞানিক কিছু তত্ত্বও। গণিতেও ছিল তার অগাধ জ্ঞান। প্রায় শত বছর আগে তিনি ছিলেন একজন বালক মাত্র। পড়তেন একটা স্কুলে। একদিন তার ক্লাসের ছেলেরা একটু বেশিমাত্রায় গোলমাল করে চলছিল। শিক্ষকের কান ঝালাপালা। শিক্ষক ভাবলেন, এদের গোলমাল থামাবার একটা উপায় বের করতে হবে। উপায়ও পেয়ে গেলেন। তিনি ছাত্রদের ডেকে বললেন: 'তোমরা ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত লিখে সবগুলো সংখ্যা যোগ করে খাতাগুলো ডেক্সে রাখো'। তিনি ভাবলেন, একাজ করতে তাদের কমপক্ষে ১ ঘণ্টা ব্যস্ত থাকতে হবে। দুষ্টুমির ফুরসত পাবে না।

মাত্র ৩০ সেকেন্ড পর ১০ বছরের বালক গস এর উত্তর ৫০৫০ শ্লেটে চকদিয়ে লিখে ডেক্সে রাখলো। শিক্ষককে আস্তে জানিয়ে দিল: আমি করে ফেলেছি স্যার। শিক্ষক তো অবাক। এতো কম সময়ে কী করে তা সম্ভব হলো? তিনি দেখলেন

১+১০০ = ১০১
২+৯৯ = ১০১
৩+৯৮ = ১০১
- - -   -   -
- - -   -   -
৫০+৫১ = ১০১

অতএব সে মোট যোগফলটা বের করতে ১০১কে ৫০ দিয়ে গুণ করেছে মাত্র। শিক্ষক সেদিনই এ বালকটির বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে বলেছিলেন, বালকটি নিশ্চয়ই বড় কিছু হবে।

সংখ্যার মজা

নিচের গুণফলটি লক্ষ করুন:

১১১, ১১১, ১১১ x ১১১, ১১১ = ১২৩৪৫৬৭৮৯৮৭৬৫৪৩২১

মজাটা হচ্ছে, গুণফলটি হচ্ছে এমন একটি সংখ্যা যেখনে ১ থেকে শুরু করে ৯ পর্যন্ত অঙ্কগুলোর প্রতিটিই আছে। মাঝখানে ৯ বসিয়ে ডানদিকে ও বামদিকে ক্রমে ১ কমিয়ে সবগুলো অঙ্ক লিখলেই ভাগফলটা পেয়ে যাবো।

আরো একটি মজার সংখ্যা

$$১৭৪১৭২৫ = ১^{৭} + ৭^{৭} + ৪^{৭} + ১^{৭} + ৭^{৭} + ২^{৭} + ৫^{৭}$$

থেকে যাবে মূল সংখ্যাই

০১. বন্ধুকে বলুন তিন অঙ্কের যেকোনো একটি সংখ্যা মনে মনে কল্পনা করতে। এবং সংখ্যাটি আপনাকে কিংবা অন্য কাউকে না জানিয়ে গোপন রাখতে। ধরুন আপনার বন্ধু সে গোপন সংখ্যাটি নিলেন ১৮৫।
০২. সংখ্যাটি ডানপাশে এ সংখ্যাটি বসিয়ে আরো একটি বড় সংখ্যা তৈরি করতে বলুন। সংখ্যাটি দাঁড়াবে ১৮৫১৮৫।
০৩. এবার সংখ্যাটিতে ৭ দিতে ভাগ করতে বলুন।
এখানে ভাগফল দাঁড়ালো ১৮৫১৮৫ ÷ ৭ = ২৬৪৫৫।
০৪. ভাগফলটিকে এবার ১১ দিয়ে ভাগ করতে বলুন।
এখানে ভাগফল দাড়ালো ২৬৪৫৫ ÷ ১১ = ২৪০৫।
০৫. এবার পাওয়া ভাগফলকে ১৩ দিয়ে ভাগ করতে বলুন।
এখানে ভাগফল হবে এমন: ২৪০৫ ÷ ১৩ = ১৮৫। সবশেষ ভাগফল হলো আপনার বন্ধুর প্রথমে কল্পনা করা মূল সংখ্যাটিই।

এখানে মজাটা হলো, তিন অঙ্কের যেকোনো সংখ্যা নিয়ে এর ডানে সংখ্যাটি আরেকবার বসিয়ে ৬ অঙ্কের একটি সংখ্যা পাবে। এ সংখ্যাকে যথাক্রমে ৭, ১১ ও ১৩ দিয়ে ভাগ করলে সব সময় প্রথমে কল্পনা করা তিন অঙ্কের মূল সংখ্যাটিই পাওয়া যাবে। অন্য একটি সংখ্যা নিয়ে পরীক্ষা করেই দেখুন না কথাটা ঠিক কি না।

সবসময় ভাগশেষে ৩

০১. এমন একটি মৌলিক সংখ্যা বেছে নিন যা, ৩-এর চেয়ে বড়। মনে রাখবেন মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে সেই সংখ্যা যা ১ কিংবা ওই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। ধরা যাক এক্ষেত্রে বেছে নেয়া হলো ১৯।
০২. সংখ্যাটির বর্গ বের করতে বলুন। তাহলে ১৯এর বর্গ দাঁড়ালো ১৯ x১৯ = ৩৬১।
০৩. এর সাথে ১৪ যোগ করতে বলুন। ৩৬১ + ১৪ = ৩৭৫।
০৪. যোগফলকে ১২ দিয়ে বাগ করুন। (৩৭৫ ÷ ১২) = ভাগফল ৩১, বর্গফলের সাথে ১৪ যোগ করে যোগফলকে ১২ দিয়ে করলে, ভাগফল যাই হোক, ভাগশেষে কিন্তু সব সময় ৩ হবে। আর মজাটা এখানেই।

সবসময় পাবো ১০৮৯

০১. তিন অঙ্কের যেকোনো সংখ্যা নিন। ধরুন সংখ্যাটি ৬৮২।
০২. সংখ্যাটি শেষ দিক থেকে উল্টে দিন। সংখ্যাটি হয়ে গেল ২৮৬।
০৩. বড় সংখ্যাটি থেকে ছোট সংখ্যায় বিয়োগ করুন।
বিয়োগ ফল ৬৮২−২৮৬ = ৩৯৬।
০৪. পাওয়া বিয়োগফল আগের মতো উল্টো দিন।
উল্টো করা সংখ্যাটি হলো ৬৯৩।
০৫. এখন আগেরটির সাথে যোগ করুন
যোগফল হলো ৩৯৬ + ৬৯৩ = ১০৮৯।

মজাটা হলো, এভাবে তিন অঙ্কের যেকোনো সংখ্যা নিয়ে, উপরের ধাপগুলো পর পর করে গেলে সব সময় শেষ পর্যন্ত ১০৮৯ সংখ্যাটিই পাবো, অন্য কোনো সংখ্যা নয়।

গণিতদাদু

বলুন তো কার ছবি: ০৭

পাশের ছবিটি একজন বিখ্যাত গণিতবিদের। গণিতের বহু শাখায় তার বিচরণ ছিল। তার জন্ম ১২০১ খৃষ্টাব্দে। ইন্তেকাল করেন ১২৭৪ খৃষ্টাব্দে। ইরানের খোরাসানের তুস-এ তার জন্ম। শুধু গণিতবিদ নন, আরো বহু পরিচয়ে তিনি পরিচিত ছিলেন। বিজ্ঞানী, দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ, ধর্মতাত্ত্বিক, চিকিৎসক এবং সেই সাথে একজন সুলেখক। সম্ভবত তিনিই ত্রিকোণোমিতিকে গণিতের আলাদা শাখা হিসেবে বিবেচনা করেন। তার লেখা বই Treatise one the Quadrlateral-এ সর্বপ্রথম স্পেরিক্যাল ট্রিগনোমেট্রিতে সমকোণের ৬টি ভিন্ন রূপের তালিকা তুলে ধরেন। চেঙ্গিস খানের সেনাবাহিনী তার দেশ দখল করে নিলে তিনি পালিয়ে ইসমাইলিয়াদের সাথে যোগ দেন। তখন তিনি বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। পরে তিনি চেঙ্গিস খানের পুত্র হালাকু খানের সাথে যোগ দেন। হালাকু খান তুস-এ তার জন্য একটি মানমন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। তার একটি বিখ্যাত বইয়ের নাম জিজ-ইলখানি। এতে তিনি গ্রহের গতির যথার্থ উপাত্ত তুলে ধরেন। বলুন তো কে এই বহু প্রতিভাধর?

গত সংখ্যার ছবি: ৬-এর উত্তর

গত সংখ্যার ছবিটি ছিল বিখ্যাত গণিতবিদ ও বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটনের নাসির আল-দিন তুসী।

সঠিক উত্তর দাতার সংখ্যা: ১৭

লটারিতে বিজয়ী সঠিক উত্তরদাতা হচ্ছেন:

মো: আতিকুল কবির (আইটি বিভাগ) অরগানন বাংলাদেশ লি., মার্কেট প্লাজা, ১০৭/এ সোনারগাঁ জনপথ, সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০। আপনার ঠিকানায় এ সংখ্যা থেকে শুরু করে ৬ মাস বিনামূল্যে কমপিউটার জগৎ পৌঁছে যাবে।

সফটওয়্যারের কারুকাজ

সেরা পারফরমেন্সের জন্য ডিএমএ মোড এনাবল করা

বেশির ভাগ হার্ডড্রাইভ এবং সিডি/ডিভিডি ড্রাইভ ডিএমএ (Direct Memory Access) মোড সাপোর্ট করে। তবে এটি ডিএমএ মোড যে অপারেট করতে পারে তা নিশ্চিত হতে হবে, কেননা উইন্ডোজ এক্সপিতে অনেক সময় ডিফল্ট ডিএমএ মোড সক্রিয় থাকে না। ডিএমএ মোড মূলত এমন এক টেকনিক যা সিপিইউ-এর হস্তক্ষেপ ছাড়াই পেরিফেরাল গুলোকে মেমরিতে রীড ও রাইট করার সুযোগ দেয়।

ইদানীং বেশির ভাগ হার্ড ড্রাইভ এবং সিডি/ডিভিডি এ ফিচার সাপোর্ট করে। তবে এগুলো বাই ডিফল্ট এনাবল নয়। নিচে বর্ণিত ধাপগুলো সম্পন্ন করে ডিএমএ'র স্ট্যাটাস চেক করা যায় এবং উইন্ডোজ এক্সপি'র ডিভাইস ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ডিএমএ ফিচার এনাবল করা যায়:–

Start→Control Panel→System-এ ক্লিক করুন।

'System Properties'-এর অন্তর্গত 'Hardware'-এ ক্লিক করুন।

'Device Manager'-এ ক্লিক করে 'IDE ATA/ATAPI Controllers' -এ নেভিগেট করুন।

আইডিই কন্ট্রোলারের অন্তর্ভুক্ত 'Primary IDE Channel'-এ ক্লিক করুন।

'Advance Settings' ট্যাবে ক্লিক করে 'Transfer Mode' স্ট্যাটাস চেক করুন।

নিশ্চিত হয়ে নিন, 'DMA if available' অন কিনা। যদি এটি শুধু 'PIO only' হয় তাহলে ড্রপডাউন মেনুতে ক্লিক করে 'DMA if available' সিলেক্ট করুন।

'Current Transfer Mode' বর্তমান ট্রান্সফার মোডের স্ট্যাটাস নির্দেশ করে।

এবার ওকে ক্লিক করুন। উইন্ডোজ রিস্টার্ট করার জন্য প্রম্পট করবে। Yes ক্লিক করে কমপিউটার রিস্টার্ট করুন।

লক্ষ্যণীয়, প্রাইমারী আইডিই চ্যানেল এবং সেকেন্ডারি আইডিই চ্যানেল উভয়ই দু'টি ড্রাইভ সাপোর্ট করে। ড্রাইভের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে আপনি প্রতিটি ড্রাইভের স্ট্যাটাস জানতে পারবেন এবং সে অনুযায়ী DMA মোডের সুবিধা নিতে পারেন।

কারুকাজ বিভাগে লেখা আহ্বান

কারুকাজ বিভাগের জন্য প্রোগ্রাম ও সফটওয়্যার টিপস আহ্বান করা হচ্ছে। লেখা এক কলামের মধ্যে হলে ভালো হয়। সফট কপিসহ প্রোগ্রামের সোর্স কোডের হার্ড কপি প্রতি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।

সেরা ৩টি প্রোগ্রাম/টিপস-এর লেখককে যথাক্রমে ১,০০০ টাকা, ৮৫০ টাকা ও ৭০০ টাকা পুরস্কার দেয়া হয়। এ ছাড়াও প্রোগ্রাম/টিপস মানসম্মত বিবেচিত হলে, তা প্রকাশ করে প্রচলিত হারে সম্মানী দেয়া হয়। প্রোগ্রাম/টিপস-এর লেখকদের নাম কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকেও জানা যাবে। পুরস্কার কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সময় অবশ্যই পরিচয়পত্র দেখাতে হবে এবং পুরস্কার চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।

এ সংখ্যায় প্রোগ্রাম/টিপস-এর জন্য প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন যথাক্রমে সহিদুল্লাহ, মোহাম্মদ ইসতিয়াক জাহান ও বজলুর রশীদ

কাস্টোমাইজ ইউজার আইকন

উইন্ডোজ এক্সপি'র রয়েছে বেশ কিছু কাস্টোমাইজেশন সুবিধা, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা নিজের পছন্দ অনুযায়ী উইন্ডোজকে সাজাতে পারেন। এগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো উইন্ডোজ লগঅন স্ক্রিনে ছবিকে আইকন হিসেবে উপস্থাপন করা। ডিফল্ট হিসেবে ২০টি ছবি আছে আইকন হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য। যদি এগুলোর মধ্যে কোনোটি পছন্দ না হয়, তাহলে আপনি নিজের পছন্দ অনুযায়ী ছবি যুক্ত করতে পারবেন, যা ইউজার একাউন্টে উপস্থাপন করা যাবে। নিচে বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করে আপনি ইউজার অ্যাকাউন্টকে কাস্টোমাইজ করতে পারবেন:–

Start মেনুতে সিঙ্গেল ক্লিক করে Control Panel সিলেক্ট করুন।

User Accounts আইকনে ক্লিক করুন।

যে আইকন পরিবর্তন করতে চান, তা সিলেক্ট করুন এবং 'Change My Picture'-এ ক্লিক করুন।

আপনি ইচ্ছে করলে প্রিডিফাইন্ড কোনো অপশন সিলেক্ট করতে পারেন কিংবা নিজের পছন্দ অনুযায়ী ভিন্ন কোনো অপশন সিলেক্ট করতে পারেন।

যদি প্রিডিফাইন্ড কোনো আইকন সিলেক্ট করতে চান, তাহলে তা সিলেক্ট করে 'Change Picture' লেবেল করা আইকনে ক্লিক করুন।

যদি আপনার নিজের পছন্দের ছবি সিলেক্ট করতে চান, তাহলে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস বা 'Browse for more picture' লেবেল করা টেক্সটে ক্লিক করুন। এর ফলে আপনার ছবি কোথায় আছে তা নির্দেশ করে একটি ডায়ালগ বক্স আসবে। এরপর ছবি খুঁজে বের করে 'Open'-এ ক্লিক করুন নতুন পরিবর্তন সেভ করার জন্য।

সহিদুল্লাহ
মানিকপুর, মুন্সীগঞ্জ

ইয়াহু মেইল অ্যাড্রেস বুক কমপিউটারে সেভ করা

ইয়াহু মেইল অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে বা কাউকে মেইল করতে অ্যাড্রেস বুক অনেক সময় দরকার হয়। আর ওই অ্যাড্রেস বুক এক আইডি থেকে অন্য আইডিতে অথবা অ্যাড্রেস বুক কমপিউটারে সেভ করা বা লোড করা অনেকে হয়তো জানেন না। তাদের জন্য এই টিপস।

আপনার ইয়াহু অ্যাড্রেস বুকে যত ইয়াহু অ্যাড্রেস আছে তা আপনার কমপিউটারে সেভ করে নিতে পারেন।

Addresses ট্যাবে ক্লিক করুন।

Import/Export অপশনে ক্লিক করুন।

যে পেজ ওপেন হবে তার নিচের দিকে Export অপশনের Yahoo! CSV Export Now-তে ক্লিক করুন।

Location ঠিক করে Save-এ ক্লিক করলে অ্যাড্রেস বুক ডাউনলোড হবে।

ইয়াহু মেইল অ্যাড্রেস বুক যুক্ত করা:

আপনি যদি এক ইয়াহু মেইলের অ্যাড্রেস বুক অন্য ইয়াহু মেইলের অ্যাড্রেস বুকে যুক্ত করতে চান বা কমপিউটারে সেভ করা Yahoo! (.CVS) ফাইটি ইয়াহু অ্যাড্রেস বুক-এ আপলোড করতে চান, তাহলে লক্ষ্য করুন:

Addresses ট্যাবে ক্লিক করে Import/Export অপশনে ক্লিক করুন।

Import-এর ১ নম্বর অপশনের 'Choose a program to import contacts from'-এ ক্লিক করে Yahoo! (.CVS) ফাইল সিলেক্ট করুন।

Browse-এ ক্লিক করে আপনার কমপিউটারে সেভ করা (.CVS) ফাইলটি সিলেক্ট করে ওপেন-এ ক্লিক করুন। Import Now অপশনে ক্লিক করুন।

ফলে পুরানো অ্যাড্রেস-এর সাথে নতুনগুলোও যুক্ত হয়ে। ব্যাপারটি বুঝতে হলে আগে দেখে নিন আপনার অ্যাকাউন্টে কতগুলো অ্যাড্রেস আছে।

প্রয়োজনে প্রথমে আপনার অ্যাড্রেস বুক কমপিউটারে Export করে সেভ করে নিন।

ইয়াহু মেইল অ্যাকাউন্টের কিছু শর্টকাট:

যদি ইয়াহুতে মেইল করেন বা মেইল চেক করেন সেক্ষেত্রে কী-বোর্ড শর্টকাট জানা থাকলে বারবার মাউস ব্যবহার করতে হবে না। কী-বোর্ড দিয়েই কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন।

নতুন বা পুরানো মেইল চেক করতে:

যদি নতুন বা পুরানো মেইল পড়তে চান সে ক্ষেত্রে ইয়াহু মেইল অ্যাকাউন্টে লগ ইন বা সাইন ইন করে Ctrl+Shift+C চাপুন।

নতুন মেইল কম্পোজ করতে:

নতুন কোনো মেইল কাউকে লিখতে চাইলে Ctrl+Shift+P. চাপলে মেইল কম্পোজ বক্স খুলবে।

ফোল্ডার বক্স খুলতে:

ইয়াহু মেইল অ্যাকাউন্টে আলাদাভাবে ফোল্ডার খোলা যায়। শর্টকাট-কী ব্যবহার করে খুলতে চাইলে Ctrl+Shift+F. চাপুন।

অ্যাডভান্স সার্চ ওপেন করতে:

কোনো কিছু সার্চ করতে চাপুন Ctrl+Shift+S.

মোহাম্মদ ইসতিয়াক জাহান
মোহাম্মদপুর, ঢাকা

টেক্সটে গুরুত্ব আরোপ করা

যদি টেক্সটে বিশেষ ধরনের গুরুত্ব আরোপ করতে চান, টেক্সটকে প্রথমে হাইলাইট করুন। এরপর রাইট ক্লিক করে Font সিলেক্ট করুন। Font ডায়ালগ বক্স আবির্ভূত হবার পর Text Effects সিলেক্ট করলে টেক্সট ইফেক্টের একটি লিস্ট আবির্ভূত হবে যেমন, Shimmer, Blinking Background ইত্যাদি। এবার আপনার কাঙ্ক্ষিত ইফেক্ট সিলেক্ট করুন। প্রিভিউতে কেমন দেখায় তা পরীক্ষা করে দেখুন। ডায়ালগ বক্স বন্ধ করার জন্য Ok-তে করুন।

সেভ অন ও ক্লোজ অন: যদি আপনি কয়েকটি ডকুমেন্ট নিয়ে কাজ করেন, তাহলে স্বাভাবিকভাবে চাইবেন ওয়ার্ড বন্ধ না করে সবগুলো ডকুমেন্ট এক সাথে সেভ বা ক্লোজ করতে, যা আপনার কাজের গতি বাড়াবে। এ কাজটি করার জন্য Shift-কী চেপে ধরে File মেনুতে ক্লিক করুন। এরফলে Save অপশনটি Save All-এ পরিণত হবে এবং Close অপশনটি Close All-এ পরিণত হবে। এবার কাঙ্ক্ষিত অপশনটি সিলেক্ট করুন।

সঠিক ধরনের ফাইল শো' করা: উইন্ডোজ সাধারণত এক্সটেনশন শো' করে না। তবে অনেক সময় কোনটি কোন ধরনের ফাইল তা জানার জন্য এই এক্সটেনশন দরকার হয়। এক্সটেনশন দেখতে যেকোনো উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার ফোল্ডারের Tools মেনুতে ক্লিক করে Folder Options-এ ক্লিক করুন। এরপর View ট্যাব ক্লিক করে 'Hide extensions for known file types'-এর টিক মার্ক অপসরণ করুন। এরপর Apply বাটনে ক্লিক করে Ok-তে ক্লিক করুন।

বজলুর রশীদ
স্টেশন রোড, রাজবাড়ী

বৃষ্টি পড়ছে কিনা জানাবে কমপিউটার

মো: রেদওয়ানুর রহমান

বৃষ্টির ওপর নিয়ন্ত্রণ করে কিভাবে কমপিউটার নিজে নিজেই কিছু কাজ করতে পারে তাই আমরা এ পর্বে দেখাব। এজন্য আমাদের প্রয়োজন পরবে বুজার ও রেইন ডিটেক্টর সেন্সরের। বাজারে বুজার কিনতে পাওয়া যায় তবে এক্ষেত্রে আমরা নিজেরাই রেইন ডিটেক্টর তৈরি করে নেব। নিচের চিত্র ১-এ সেন্সর সার্কিটটি দেওয়া হলো। চিত্র ২-এ দেখানো হয়েছে কীভাবে একটি বাতি জ্বালানো যায়। অর্থাৎ বাইরে বৃষ্টি পড়লেই আমাদের টেবিল ল্যাম্পটি জ্বলে উঠবে, তাই আমরা এখানে দেখাব। চিত্র-১-এ যেসব জিনিস ব্যবহার করা হয়েছে তা নিচে দেওয়া হলো।

1. RELAY=6V
2. R_1=1k 1/4 w Resistor
3. R_2= 680 Ohm 1/4 w Resistor
4. D_1= 1N4001 Silicon Diode
5. BZ_1 =12V Buzzer
6. S_1 = SPST Switch
7. SCR_1= C106 B1 SCR
8. SENSOR= A spiral pattern of PC board cache.

এখানে বৃষ্টি নির্ণয় করার জন্য আমরা যে সেন্সরটি তৈরি করবো তাতে এটিতে চিত্রের মতো করে তার (Wire) প্যাঁচাতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন তারের মাথাগুলো খুব কাছাকাছি থাকে। তবে যেন তারের শাখাগুলো একে অপরের সাথে লেগে না যায়। এখানে +12V ও +6V-এর ২টি এডাপ্টর পাওয়ার সাপ্লায়ার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। সেন্সরটির জন্য তারগুলো একটি পিসি বোর্ডে চিত্রের মতো করে বসাতে হবে। এখানে যে SCRটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি সেন্স পাঠাবে কমপিউটারে। এখানে সেন্সরটিকে অবশ্যই আমাদের বাইরে রাখতে হবে যেন বৃষ্টির পানি সেন্সরটির ওপর পরে। সেন্সরটিতে পানির ফোঁটা পরার সাথে সাথে SCRটিকে সচল হবে। যখন SCR কমপিউটারকে সেন্স পাঠায় তখন কমপিউটারে তৈরি করা প্রোগ্রামের মতো কাজ করবে। এখানে নিচের প্রোগ্রামটি চালালে কমপিউটারের সাথে যুক্ত টেবিল ল্যাম্পটি জ্বলে উঠবে। নিচের প্রোগ্রামটি ডেভেলপ করা হয়েছে সি ল্যাঙ্গুয়েজে এবং অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে ব্যবহার করতে হবে Windows 98। চিত্র ২-এ ব্যবহার করা হয়েছে ১টি রিলে, ১টি ট্রানজিস্টর, ১টি ডায়োড। সার্কিট দু'টি খুব ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে এবং সতর্কতার সাথে কমপিউটারের সাথে যুক্ত করতে হবে। প্রোজেক্টটি অতি সাধারণ, একে আমরা অনেক কাজে লাগাতে পারি। বৃষ্টি নির্ধারণ করার অনেক রকম সেন্সর আছে- তবে আমরা এখানে খুব সাধারণ মানের একটি সেন্সরকে দেখিয়েছি। আমরা সবাই জানি, পানি দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবহন হয় অতি অল্প পরিমাণে। এই প্রযুক্তিটিই আমরা এখানে দেখিয়েছি। যখন সেন্সরে পানির ফোঁটা পরে তখন তারের মাথাগুলোতে পানির ফোঁটাগুলো সর্ট সার্কিটের মতো আচারণ করে, ফলে খুব সহজেই আমরা ধরতে পারছি বৃষ্টি হচ্ছে কিনা। তবে বৃষ্টি পরার হার কত তা এভাবে হিসাব করা যাবে না। সার্কিট ২-এ ১টি ৬ ভোল্ট রিলে ব্যবহার করা হয়েছে যার পিন ৫-এ টেবিল ল্যাম্প লাগাতে হবে। এই চিত্র ২-এ যে ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়েছে তার (C) ক্যালেক্টর যাবে রিলের পিন ৩-এ। বেজ (B) যাবে কমপিউটারের প্রিন্টার পোর্ট পিন ২-এ এবং এমিটার (E) যাবে প্রিন্টার পোর্ট পিন ১৮-তে। এখানে পিন ১৮ হচ্ছে (GND) গ্রাউন্ড পিন। নিচের প্রোগ্রামটি রান করে যদি সেন্সরে পানির ফোঁটা ফেলা হয় তবে টেবিল ল্যাম্পটি জ্বলে উঠবে। তবে অবশ্যই SI Switch on করে নিতে হবে।

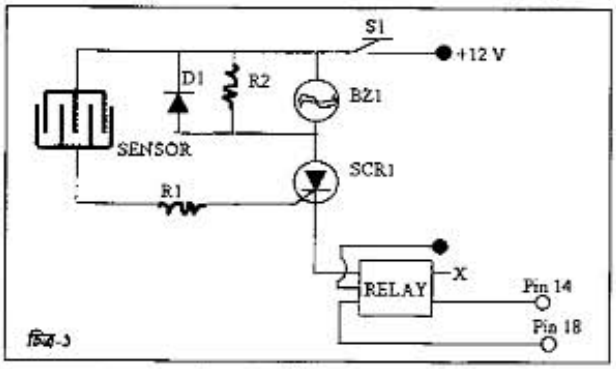

চিত্র-১

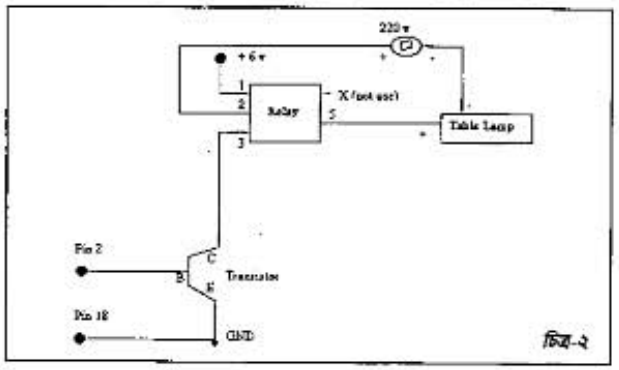

চিত্র-২

```
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<dos.h>
void main(){
int a;
clrscr();
outportb(0x378,0x00);
a = inportb(0x379); // signal from Sensor
if( a = =0x0f){
outportb(0x378,0x0f); // to light lamp
}
getch();
}
```

ফীডব্যাক: redu007@yahoo.com

Now we provide total hardware solution for

❑ Printer (EPSON, HP, Canon) ❑ Computer
❑ Ploter ❑ UPS ❑ Scanner ❑ Monitor
❑ Multimedia Projector

Md. Ashraful Islam
Former- Asst. Manager
Technical Support Dept. Flora Ltd.
Mobile: 0175-056500
▶10 Years experienced from Flora Limited
▶3 Years experienced from JAN Associates
▶Epson certified from Epson Singapore
▶Best engineer award achieved from Flora Limited
Specialised on:
Epson DFX and Dotmatrix printer, Canon, NEC & Reworking on main board of any printer.

Any Query Please Contact:

PC DOT TECH
IBRAHIM CHAMBER (1st floor)
95, Motijheel C/A, Dhaka-1000.
Phone # 7171938, 9567539, Fax # 9567539
Email : pcdottech@gmail.com

Md. Shahidul Islam
Former- Asst. Manager
Technical Support Dept. Flora Ltd.
Mobile: 0175-107148
▶14 years experienced from Flora Limited
▶On job Training on hp Laserjet & Deskjet Printer from hp Singapore
▶Compaq certified from Compaq Singapore
▶Epson certified from Epson Singapore
▶IBM certified from IBM (BD)
Specialised on:
Laptop, hp Laserjet printers, Multimedia projector, Epson & hp Scanner.

ভিসতা'র মিটিং স্পেস নেটওয়ার্কিংয়ে ভিন্ন মাত্রা যোগ করবে

কে, এম, আলী রেজা

উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে মিটিং স্পেস ফিচারটি ইতোপূর্বে উইন্ডোজ কলাবোরেশন নামে পরিচিত ছিল। ভিসতায় একে নামকরণ করা হয়েছে মিটিং স্পেস হিসেবে। এ প্রবন্ধে উইন্ডোজ মিটিং স্পেস সেটআপ ও ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। এছাড়া উইন্ডোজ এন্টারপ্রাইজ পরিবেশে কিভাবে নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এ ফিচারটি যথাযথভাবে বুঝতে ও ব্যবস্থাপনা করতে পারে সে বিষয়েও আলোচনা করা হবে।

উইন্ডোজ ভিসতা অপারেটিং সিস্টেমের এ ফিচারটি ব্যবহার করে ইউজাররা একে অপরের সাথে সহজেই নিরাপদ সেশন স্থাপন এবং সেশন চলাকালে নিজেদের মধ্যে ফাইল শেয়ার করতে পারেন। এছাড়া সেশনে সক্রিয় থাকাকালীন একে অপরের কাজে সহযোগিতা করতে পারে। মিটিং স্পেস অপশন কাজে লাগিয়ে এক ইউজার অপর ইউজারের সাথে ডকুমেন্ট ও অ্যাপ্লিকেশনসহ অন্যান্য রিসোর্স শেয়ার করতে পারে। এমনকি ইউজাররা তাদের ডেস্কটপও সহকর্মীদের সাথে বিনিময় করতে পারেন।

উইন্ডোজ ভিসতায় কলাবোরেশন সেশন ওয়্যারড বা ওয়্যারলেস যেকোনো ধরনের নেটওয়ার্কেই স্থাপন করা যাবে। দুটি ওয়্যারলেস হোস্টের মধ্যে মিটিং স্পেস সেশন স্থাপন করা যাবে কোনো ধরনের এক্সেস পয়েন্টের উপস্থিতি ছাড়াই। মিটিং স্পেস পিয়ার টু পিয়ার টেকনোলজির ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। ফলে এর অপারশেনের জন্য সার্ভারের উপস্থিতি প্রয়োজন হয় না। উল্লেখ্য, নেটস্পেস-এর মতো অনুরূপ সার্ভিস প্রদানের জন্য মাইক্রোসফট নেটমিটিং ফিচারকে সার্ভারের সাহায্য নিতে হয়। নেটস্পেস-এর একটি সেশনে সর্বোচ্চ কতগুলো কমপিউটার বা হোস্ট অংশ নিতে পারবে সে বিষয়ে কোনো সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় মোটামুটিভাবে একটি সেশনে হোস্ট কমপিউটারের সংখ্যা দশের মধ্যে সীমিত রাখা হলে কলাবোরেশনের কাজ অনেক সহজ হয়। তবে প্রতিটি হোস্টে উইন্ডোজ ভিসতা অপারেটিং সিস্টেম কাজ করতে পারে। একটি বিষয় এখানে বলে রাখা ভালো, মিটিং স্পেস উইন্ডোজ এক্সপি ও এর আগের ভার্সনে পাওয়া যাবে না এবং এটি নেটমিটিংয়ের সাথে কম্পাটিবলও নয়।

মিটিং স্পেস সেটআপ পদ্ধতি

এবার আমরা উইন্ডোজ ভিসতা অপারেটিং সিস্টেম চালিত দু'টি কমপিউটারের মধ্যে মিটিং স্পেস সেশন সেটআপ প্রক্রিয়া আলোচনা করছি। এ পদ্ধতি প্রি-রিলিজ ভিসতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ভিসতার চূড়ান্ত ভার্সনে সেটআপ প্রক্রিয়ায় কিছুটা পরিবর্তন আসতে পারে। ধরে নিচ্ছি আমাদের উদাহরণে ব্যবহার হাওয়া কমপিউটার দুটি উইন্ডোজ ২০০৩ সার্ভার ডোমেনে যুক্ত রয়েছে। যদিও ডোমেনে যুক্ত হবার বিষয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কমপিউটার দু'টির একটি ইউজার হচ্ছে বব (Bob) এবং অপরটি সু (Sue)। ইউজারের নাম অনুসারেই কমপিউটার দু'টির নাম দেয়া হয়েছে। বব ও সু উভয়ই ডোমেন ইউজার। এদের ডোমেন হচ্ছে test.local। যদিও ইউজারকে ডোমেনে যুক্ত হবার বিষয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু বব তার নিজের কমপিউটারে একজন স্ট্যান্ডার্ড ইউজার মাত্র। অপরদিকে sue একজন সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। এ দু'জন ইউজারের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে– সিস্টেমে লগ-ইন করার সময় বব'কে একটি পাসওয়ার্ড এন্ট্রি দিতে হবে। কিন্তু সু'কে এ কাজটি করতে হবে না।

ধরে নিচ্ছি, বব নতুন মিটিং স্পেস সেশন প্রথমে শুরু করবে। এর আগে বব-এর মেশিনের উইন্ডোজ ফায়ারওয়ালে যেসব এক্সসেপশন চালু রয়েছে, সেগুলো দেখে নিতে হবে (চিত্র-১)।

চিত্র-১: ববের মেশিনে ফায়ারওয়াল এক্সসেপশনের তালিকা

আপনি যদি কোনো প্রোগ্রাম সক্রিয় বা আন-ব্লক করতে চান তাহলে Exceptions উইন্ডোতে গিয়ে প্রোগ্রামের বাঁ দিকে চেক বক্সে ক্লিক করতে হবে। আবার ক্লিক করলে চেক চিহ্ন উঠে যাবে এবং প্রোগ্রামটি আবার বন্ধ হয়ে যাবে।

এবার ববকে সেশন চালু করার জন্য start→All Program হয়ে Windows Meeting Space সিলেক্ট করতে হবে। এর ফলে যে ডায়ালগ বক্সটি সামনে আসবে– তা চিত্র ২-এ দেখানো হলো। মেশিনে

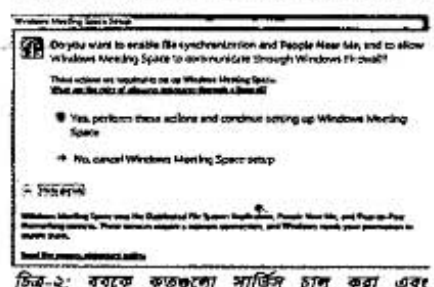

চিত্র-২: ববকে কতগুলো সার্ভিস চালু করা এবং ফায়ারওয়াল এক্সসেপশন ওপেন করার জন্য বলা হচ্ছে

মিটিং স্পেস সেটআপ নিশ্চিত করার জন্য ববকে ডায়ালগ প্রম্পটের Yes বাটনে ক্লিক করতে হবে। এবার আরেকটি ভিন্ন ডায়ালগ বক্সের মাধ্যমে ববের কাছে জানতে চাওয়া হবে, সে তার মেশিনে People Near Me সেটআপ করতে চায় কি না (চিত্র-৩)।

চিত্র-৩: People Near Me সক্রিয় করা হলে সিস্টেমের গোপনীয় সতর্কবাণী দেয়া হয়েছে

এখানে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার দু'জন ইউজার যদি একই সময়ে People Near Me ফিচারটি ব্যবহার করে তা হলে তারা একই নাম ডিসপ্লেতে দেখতে পাবে। অনিরাপদ এনভায়রনমেন্টে এ ফিচারটি ব্যবহার করে কলাবোরেশনের সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

এ পর্যায়ে উইন্ডোজ মিটিং স্পেস ইন্টারফেস উইন্ডো সামনে আসবে। এতে ববকে প্রাথমিকভাবে বলা হবে সে সিস্টেমের বিদ্যমান কোনো সেশনে যোগদান করতে চায় কি না। চিত্র-৪ এ দেখা যাচ্ছে যদিও এ পর্যায়ে সিস্টেমে কোনো সেশন চালু বা সক্রিয় নেই।

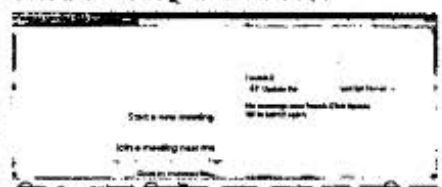

চিত্র-৪: এখনো সিস্টেমে কোন সেশন শুরু হয়নি যুক্ত হবার জন্য

নতুন কোনো সেশন সৃষ্টির আগে দেখে নিতে হবে, উইন্ডোজ ফায়ারওয়ালে কোন কোন এক্সসেপশন উন্মুক্ত রয়েছে। মিটিং স্পেসে কাজ করার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য (চিত্র-৫) বিষয়।

চিত্র-৫: উইন্ডোজ ফায়ারওয়ালে এক্সসেপশন যুক্ত করা হয়েছে

এখানে নতুন তিনটি এক্সসেপশন তালিকাভুক্ত রয়েছে। এগুলো হলো:

উইন্ডোজ মিটিং স্পেস, উইন্ডোজ পিয়ার টু পিয়ার কলাবোরেশন ফাউন্ডেশন, কালেক্ট টু এ নেটওয়ার্ক প্রজেক্টর (উইন্ডোতে দৃশ্যমান নয়)

ওপরে বর্ণিত তিনটি এপ্লসেপশন বা প্রোগ্রামের জন্য কী কী টিসিপি এবং ইউডিপি পোর্ট ব্যবহার করা হয়েছে, তা যদি জানতে চান তাহলে কন্ট্রোল প্যানেলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টুলের অধীন Wiondows Firewall with Advanced Security চালু করে In bound connections বা Outbound connections সিলেক্ট করুন। এবার Filter By Group অপশন ব্যবহার করে যেসব এক্সসেপশন পরীক্ষা করে দেখতে চান সেগুলো সিলেক্ট করুন।

একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে, এ পর্যায়ে আরো কতকগুলো অতিরিক্ত সার্ভিস চালু হয়ে গেছে। কমান্ড প্রম্পটে sc query কমান্ড ব্যবহার করেও আপনি দেখতে পারেন, বব নামের মেশিনে আর কী কী সার্ভিস চালু আছে। এ উদাহরণে বব-এর মেশিনে নিচে উল্লিখিত সার্ভিসগুলো চালু দেখা যাবে:

ক. পিয়ার নেটওয়ার্কিং আইডেন্টিটি ম্যানেজার (Ptpimsvc)

খ. পিয়ার নেটওয়ার্কিং গ্রুপিং (p2psvc)

গ. পিয়ার নেম রেজ্যুলেশন প্রোটোকল (PNRPsvc)

এই পর্যায়ে বব একটি নতুন মিটিং সেশন শুরু করবে, এজন্য তাকে Start A New Meeting-এ ক্লিক করে তার জন্য নির্ধারিত পাসওয়ার্ড এন্ট্রি দিতে হবে (চিত্র-৬)। সিস্টেমে পাসওয়ার্ডের ধরন ও চাহিদা, সার্ভারের ডোমেন পলিসিতে নির্দিষ্ট করা থাকে। ডোমেন এনভায়রনমেন্টে মিটিং স্পেসে কাজ করার সময় এটি কার্যকর হবে।

চিত্র-৬: একটি নতুন মিটিংয়ের সূচনা

এবার বব-এর কাছে প্রধান মিটিং স্পেস ইন্টারফেসটি উপস্থাপন করা হবে। বব তার মিটিংয়ে যোগদানের জন্য অন্যদেরও আমন্ত্রণ জানাতে পারবে। সেশনভুক্ত অন্যদের সাথে

চিত্র-৭: বব এখন মিটিংয়ে কলাবোরেশনের জন্য প্রস্তুত

ফাইল, হ্যান্ডআউট, স্লাইড, এমনকি ডেস্কটপও শেয়ার করতে পারে (চিত্র-৭)।

এবার সু'র মেশিনের দিকে আলোকপাত করা যাক। সু'র মেশিনেও একই পদ্ধতিতে মিটিং স্পেস-এর জন্য প্রয়োজনীয় কনফিগারেশন ধাপগুলো সম্পন্ন করতে হবে। কনফিগারেশন প্রক্রিয়া শেষ হবার পর সু'র মেশিনে মিটিং স্পেস ইন্টারফেস দেখা যাবে এবং এতে বব'এর সেশন প্রদর্শিত হবে। তবে বব যতক্ষণ তাকে আমন্ত্রণ না জানাবে ততক্ষণ সে ববের সৃষ্ট সেশনে যোগদান করতে সক্ষম হবে না। সু-কে বব-এর সৃষ্ট সেশনে যোগদানের জন্য একটি নির্দিষ্ট পাসওয়ার্ড জেনে নিতে হবে। বব যদি সু-কে সেশনে অংশ নেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়, তাহলে তাকে নিচে উল্লিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে:

ক. ববকে প্রথমে তার মিটিং স্পেস ইন্টারফেসে Invite People-এ ক্লিক করতে হবে।

খ. এতে Invite People ডায়ালগ বক্স ওপেন হবে।

গ. বব এবার সু'র নাম সিলেক্ট করে এরপর Send Invitations-এ ক্লিক করবে।

ঘ. Invite others (চিত্র-৮) অপশনে ক্লিক করে আপনি অন্যদের ই-মেইল বা ইনস্ট্যান্ট মেসেজের মাধ্যমে সেশনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, বব মিটিংয়ের জন্য একটি আমন্ত্রণ ফাইল (*.weinv) তৈরি করতে পারেন এবং ফাইলটি সে তার ইউজার প্রোফাইল ফোল্ডারে সংরক্ষণ করতে পারেন। এই ফাইলটি অন্যান্য ইউজারের ব্যবহারের জন্য শেয়ারও করা যাবে।

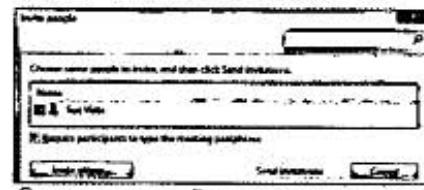

চিত্র-৮: ববকে অবশ্যই সুকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে মিটিং শুরু করার জন্য

ঙ. ইউজাররা বব-এর মেশিনে সংরক্ষিত শেয়ার ফাইলটি ব্রাউজ করতে পারে এবং Invitation-এ ডাবল ক্লিক করে মিটিং স্পেস-এ যোগ দিতে পারে।

চ. সু যদি আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তাহলে তার নাম বব-এর মেশিনে Meeting Space ইন্টারফেস-এ দেখা যাবে (চিত্র -৯)।

চিত্র-৯: সু ববের মিটিং-এ যোগদান করেছে

কলাবোরেটের জন্য মিটিং স্পেসের ব্যবহার

সু যখনই বব-এর সেশনে যোগদান করবে তখনই এরা একে অপরের সাথে কলাবোরেশনের কাজ শুরু করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, বব সুকে একটি নোট পাঠাতে পারে। এজন্য তাকে সু'র আইকনে ডান ক্লিক করে Send A note সিলেক্ট করতে হবে। আইকনটি পাওয়া যাবে ববের মিটিং স্পেস ইন্টারফেসে। Send A note কমান্ড সিলেক্ট করলে একটি উইন্ডো ববের মেশিনে ওপেন হবে। উইন্ডোটি চিত্র ১০-এ দেখানো হলো।

চিত্র-১০: বব সুকে একটি কুইক নোট মিটিং স্পেসের মাধ্যমে পাঠাচ্ছে

যখন সু নোটটি রিসিভ করবে তখন সে নোট-এর জবাব দিতে সক্ষম হবে এবং প্রয়োজনে বব-এর সাথে চ্যাটিং শুরু করতে পারবে।

সু'র সাথে শেয়ার করার মতো ববের যদি কোনো হ্যান্ডআউট থাকে, তাহলে বব তার টুলবারের Add বাটনে ক্লিক করবে। ক্লিক করা মাত্রই একটি ডায়ালগ বক্সের মাধ্যমে ববকে জানানো হবে একই সময়ে শুধু একজন ইউজারই হ্যান্ডআউটটি পরিবর্তন করতে পারবেন। হ্যান্ডআউটের যেকোনো পরিবর্তন সেশনে থাকা সব পার্টিসিপেন্ট বা ইউজারের কপিতে কার্যকর হবে। তবে পুরো প্রক্রিয়ায় কিন্তু মূল কপিটি অপরিবর্তিত থেকে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, বব তার ডকুমেন্ট ফোল্ডারের Budget.rtf নামের ফাইলটি শেয়ার করতে পারবেন। বব ফাইলটি শেয়ার করা মাত্রই তা সেশনে থাকা অন্যান্য সব মিটিং স্পেস ইন্টারফেসে দেখা যাবে (চিত্র-১১)।

চিত্র-১১: বব তার বাজেট ফাইলটি সু'র সাথে শেয়ার করছে

বব ও সু উভয়েরই যদি মোবাইল পিসি যেমন-ল্যাপটপ বা নোটবুক থাকে তাহলে বব বাজেট ফাইল দিয়ে উপস্থাপনা দিতে পারেন। এজন্য তাকে মিটিং স্পেস ইন্টারফেস ডকুমেন্টটির ওপর ডান ক্লিক করে Share to Meeting অপশন সিলেক্ট করতে হবে।

সু এবং বব একে অপরকে ডেস্কটপে চলমান কোনো এপ্লিকেশন বা পুরো ডেস্কটপে এক্সেস দিতে পারে। এজন্য Share A Program বা Your Desktop সিলেক্ট করতে হবে। ডেস্কটপ শেয়ারিংয়ের জন্য ব্যবহার হবে রিমোট ডেস্কটপ প্রটোকল বা RDP।

আপনি যদি এক্টিভ ডিরেক্টরি এনভায়রনমেন্টে একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হয়ে থাকেন, তাহলে গ্রুপ পলিসি সেটিংয়ের মাধ্যমে মিটিং স্পেস নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। পলিসি সেটিংয়ে প্রধান দু'টি উপাদান নিম্নরূপ:

ক. Turn on Windows Collaboration: ইউজার বা কমপিউটারে কলাবোরেশন ফিচার সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় করার জন্য এটি ব্যবহার হয়।

খ. Turn on Windows Collaboration Auditing: লগিং মিটিং স্পেস ইভেন্ট সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় করতে এটি ব্যবহার হয়।

উইন্ডোজ ভিসতা অপারেটিং সিস্টেম মিটিং স্পেস সত্যিকার অর্থেই একটি চমকপ্রদ ফিচার। সব নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদেরই এ ফিচারটি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। আশা করা যায়, ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে ভিসতার এ ফিচার এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করবে।

ফীডব্যাক: kajisham@yahoo.com

ব্লগ

অরিজিত দাশ

সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে প্রযুক্তি। হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, ইন্টারনেট প্রত্যেক ক্ষেত্রেই হচ্ছে অভাবনীয় উন্নতি। ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে যে শব্দটি এখন প্রতিনিয়তই ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে, ব্লগ (Blog). কি এই ব্লগ? পাঠকদের ব্লগ সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা দিতেই এ লেখার অবতারণা। ওয়েবে নিজের মতামত জানানোর অত্যন্ত সুবিধাজনক একটি উপায় হলো ব্লগ। এখানে একজন ব্যক্তি সরাসরি তার মতামত জানাতে পারেন কোনো মধ্যস্থতাকারীর সাহায্য ছাড়াই। ওয়েব সাইটে গিয়ে মতামত ব্যক্ত করার সাথে সাথেই পুরো নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ছড়িয়ে যায় এবং পৌঁছে যায় সবার কাছে। আর এজন্যই বলা হয় ব্লগের মাধ্যমে অনেক সত্য প্রকাশ করা হয় যা সাধারণভাবে সম্ভব হয়ে ওঠে না।

ব্লগ টার্মটি মূলত দু'টি শব্দ নিয়ে গঠিত। শব্দ দু'টি হলো–ওয়েব এবং লগ যা প্রথমে ওয়েব লগ, পরে ওয়েবব্লগ এবং সবশেষে ব্লগ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ব্লগ অথারিং করা, মেইনটেইন করা, ব্লগে নতুন আর্টিকেল যুক্ত করা ইত্যাদি কাজগুলোকে সমন্বিতভাবে বলে ব্লগিং। ব্লগে যে আলাদা আলাদা আর্টিকেল থাকে তাকে বলা হয় 'ব্লগ পোস্ট', 'পোস্ট' অথবা 'এন্ট্রি'। আর যে ব্যক্তি এই আর্টিকেল পোস্ট করে থাকেন তাকে বলা হয় ব্লগার (Blogger)।

ব্লগ পোস্টের এনাটমি

ব্লগের এটোমিক ইউনিট হলো ব্লগ পোস্ট। একাধিক পোস্টিং ব্লগে থাকে। ব্লগ প্রতিদিন, সপ্তাহে বা মাসে আপডেট করা হয়ে থাকে।

ব্লগের এ ব্যাপারগুলো হলো অপশনাল। ব্লগিং-এ কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। এখানে ব্লগ পোস্টের কিছু ফিচার নিয়ে আলোচনা করা হলো।

টাইটেল

পত্রিকার হেডলাইনের মতো কাজ হয় টাইটেলে। টাইটেলের মাধ্যমে ব্লগার ব্লগে কী বলতে চাচ্ছেন বা কী উপস্থাপন করছেন সেটি ফুটে উঠে। অল্প কথার মাধ্যমে, টাইটেল দিয়ে পুরো পোস্টিং সম্পর্কে একটি ভিজ্যুয়াল আইডিয়া তুলে ধরা হয়।

পোস্টিং

ব্লগের আকর্ষণীয় দিকটা হলো এর শব্দ-সংখ্যার কোনো সীমা নেই। আপনি কতো স্পেস ব্যবহার করছেন তা সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছা।

লিংক

ব্লগ এন্ট্রিতে ছোট ছোট অসংখ্য সূক্ষ্ম ব্যাপার আছে। ব্লগিং-এ ব্লগিং-এ প্রতিটি এন্ট্রির জন্য সর্বোচ্চ একটি লিংক থাকবে এবং প্রতিটির এন্ট্রির শেষে এ লিংকটি থাকবে নির্দিষ্ট স্টাইলে। এ কাজগুলো করার জন্য অবশ্য বেশকিছু কারণ আছে। কারণগুলো হলো:

পাঠকরা নির্দিষ্ট লিংকে যাবার আগে যার ওপর আর্টিকেল লেখা হয়েছে তার সম্পর্কে যেন অবগত হতে পারেন। আগে থেকে যা পোস্ট করা হয়েছে তার সম্পর্কে পাঠকরা তথ্য পেতে পারেন। শেষে লিংক থাকার কারণে পাঠকরা আর্টিকেল সম্পর্কে জেনেই লিংকে ক্লিক করে বিস্তারিত জানতে পারে।

একাধিক লিংক থাকলে তা অনেক সময় বিভ্রান্তি ও সমস্যার সৃষ্টি করে। একাধিক লিংকের বদলে একটি লিংক থাকলে সন্দেহ বা সমস্যার সৃষ্টি হয় না।

ডিসকাশন লিংক

নাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে এর কাজ। এটি আসলে ওয়েবভিত্তিক মেসেজ বোর্ড, যেখানে পোস্ট করা আর্টিকেলের ওপর আলোচনা হয়। কিছু কিছু ব্লগে ডিসকাশন বা আলোচনার কোনো সুযোগ নেই। আবার অনেক ব্লগই এ সুবিধা দিয়ে থাকে। ব্লগে প্রত্যেকটি পোস্টের জন্য আলাদা আলাদা ডিসকাশন লিংক আছে। আবার কিছু ব্লগের শুধু একটি সাধারণ মেসেজ বোর্ড থাকে।

ব্লগ জনপ্রিয় হবার কারণ

ওয়েবলগ টার্মটি সবার আগে উদ্ভাবন করেন জর্ন বার্গার ১৯৯৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর এর ছোট ফর্ম অর্থাৎ ব্লগ নামকরণ করেন পিটার মারহোলজ্। তিনি ওয়েব লগকে ভেঙে ব্যবহার করেন 'We blog' ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসে। ব্লগ একই সাথে বিশেষ্যপদ (ওয়েবলগের সংক্ষেপ ব্লগ) এবং ক্রিয়াপদ ('to blog' অর্থাৎ ওয়েবলগ পোস্ট করা অথবা এডিট করা)।

২০০১ সালে আমেরিকান ব্লগ জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে। এনড্রু সুলিভ্যানের AndrewSullivan.com, রন গনজালবারগারের Politicsl.com., টিগ্যান গড্ডারের Politicalwire এবং জিরোম আর্মস্ট্রংয়ের MyDD–সবগুলো ব্লগই ছিল রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা করার জন্য।

২০০১ সালের মধ্যে ব্লগ ধারণাটি সবার নজরে আসতে আরম্ভ করে। সমাজের মধ্যে ব্লগিং কমিউনিটির গুরুত্ব ও প্রভাব ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। গণসাংবাদিকতা বিভাগ ব্লগিং নিয়ে নানা ধরনের গবেষণা চালাতে থাকে। ২০০৩ সাল পর্যন্ত ব্লগিং-এ আলোরণ সৃষ্টিকারী খবর ও উত্তেজনাকর সংবাদ ইত্যাদি থাকত। ইরাক যুদ্ধের পক্ষে ও বিপক্ষে অবস্থানকারীরা ব্লগিং-এর মাধ্যমে তাদের মতামত ও আদর্শ প্রচার করে এবং নিজ নিজ পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে সমর্থ হয়।

ব্লগিং প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে রাজনীতিবিদ ও প্রার্থীরা। ব্লগিং-এর মাধ্যমে তারা নিজেদের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু (যেমন ইরাক যুদ্ধ), পক্ষে-বিপক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ইরাক যুদ্ধের সূচনার মধ্য দিয়েই আসলে প্রথম blog war শুরু হয়। অর্থাৎ ব্লগিং-এর জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব তখন থেকেই প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে। ইরাকি ব্লগারদের ব্লগগুলো প্রচুর পাঠকপ্রিয়তা পায়। সালাম নামে জনৈক ইরাকি এ নিয়ে একটি বই বের করেন। যেসব সৈন্য ইরাক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের অনেকে ব্লগে তাদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। যেমন–'milbogs'-এর মাধ্যমে পাঠকরা এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানতে পারেন, যা গতানুগতিক অফিসিয়াল খবর থেকে আলাদা।

ব্লগের প্রকারভেদ

ব্লগ প্রযুক্তি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। একেক ধরনের ব্লগে একেক ধরনের লেখা ও আর্টিকেল থাকে। আপনি যেধরনের লেখা লিখতে চান সে ধরনের ব্লগ বেছে নিতে হবে।

ব্যক্তিগত ব্লগ (Personal blogs)

সাধারণভাবে ব্লগ বলতে গেলে অনলাইন ডায়েরি অথবা জার্নালের (যেমন–Livejournal) কথা বুঝিয়ে থাকে। প্রথম দিকে ব্লগ একারণেই ব্যবহার হতো। ব্লগে এক বা একাধিক ফরমেট থাকে। এতে যে কেউ ওই ফরমেট ব্যবহার করে তার ডায়েরি প্রকাশ করতে পারেন। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা সেই ব্লগের লিংকে গিয়ে ডায়েরি পড়তে পারেন। ব্লগে আপনি কবিতা, পদ্য, সাহিত্য, গদ্য, গল্প, ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা, দৈনন্দিন চিন্তাভাবনা অন্যের সাথে শেয়ার করতে পারেন। ২০০১ সাল থেকে অনলাইন ডায়েরির জনপ্রিয়তা নাটকীয়ভাবে বেড়েছে।

অনলাইন ডায়েরির এক বড় অংশজুড়ে থাকে টিনেজার, তথা তরুণদের, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দিয়ে বিভিন্ন লেখা। বন্ধুরা ব্লগ ব্যবহার করে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ রাখে, চিন্তা-ভাবনা শেয়ার করতে পারে অনেকের সাথে। আপনার বন্ধু যেখানেই থাকুক না কেন, তার ব্লগ আপনি যখন ইচ্ছে পড়তে পারেন।

মোব্লগ (moblog)

মোবাইল আর ওয়েবলগ মিলে একত্রে তৈরি হয়েছে মোব্লগ। মোবাইল ওয়েবলগ তথা মোব্লগ ধারণার উৎপত্তি হয়েছে যখন আপনি মোবাইল, সেল্যুলার ফোন বা পিডিএ ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে লেখা পোস্ট করছেন। মোবাইল তথা পোর্টেবল ডিভাইস থেকে ব্লগে লেখার প্রযুক্তিই মোব্লগ।

মোব্লগের অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে জাপান। জাপানের মোবাইল ক্যামেরা জনপ্রিয় ও সহজলভ্য হওয়ায় মোব্লগ এখানে তাড়াতাড়ি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মোব্লগের ইতিহাস থেকে জানা যায় ১৯৯৫ সালে স্টিভম্যান সবার আগে মোবাইল ডিভাইস থেকে লেখা পোস্ট করেছিলেন। মোবাইলের পূর্বসূরি ওয়ারেবল কমপিউটার থেকে তিনি এ কাজটি করেছিলেন। আর ২০০০ সালের মে মাসে ডেনমার্কের টস ডিলমার প্যামান্ড সরাসরি মোবাইল থেকে মোব্লগের সূচনা করেন।

২০০২ সালে অ্যাডাম গ্রিনফিল্ড মোব্লগিং টার্মটির উদ্ভাবন করেন। তিনি ২০০৩ সালের জুলাই মাসে জাপানের রাজধানী টোকিওতে প্রথম আন্তর্জাতিক মোব্লগিং কনফারেন্স করেন। তাকে এ কনফারেন্স আয়োজনে সাহায্য করেন পল ব্যারন, জেন কানাই, কার্সটেন ও স্টিভ গ্র্যাফ।

পোর্টেবল ডিভাইস থেকে তৈরি হওয়া ওয়েবলগগুলোকে অনেক সময় সাইবর্গলগও বলা হয়ে থাকে। একে সংক্ষেপে গ্লগ নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে, বিশেষত যদি ছবির ওপর ভিত্তি করে ব্লগ করা হয়।

দুঃখজনক হলেও সত্যি, মোব্লগে অবৈধ ও অনৈতিক নানা বিষয় জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে। এজন্য এতে বর্তমানে ফিল্টারিং করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। বিশেষত শিশুদের ওপর ▶

যাতে কোনো খারাপ প্রভাব না পড়ে।

২০০৪ সালে সিঙ্গাপুর প্রথমবারের মতো জাতীয় দিবসে National Day Moblog পালন করল। জাতীয় দিবসে এ দিনটি পালন করার ক্ষেত্রে সিঙ্গাপুরই প্রথম এ রকম উদ্যোগ নেয়।

যেহেতু বর্তমানে ভিডিও মোবাইল আরো বেশি সহজলভ্য হয়ে উঠেছে, সেহেতু এই মোব্লগ খবর প্রচারে আরেকটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটে। মোবাইল ভিডিও থাকার সুবিধা হচ্ছে, এতে সরাসরি ভিডিও রিডিজাইন, এডিটিং করে সরাসরি ওয়েবে পাবলিশ করা যায়। এক্ষেত্রে যেসব মোবাইলে ভিডিও সুবিধা আছে (যেমন নোকিয়া) এবং যেহেতু এর ভিডিও ওয়েবে পাঠানো হচ্ছে সেহেতু একে ভিডিও লগ বা ভিলগও (Vlog) বলা হয়ে থাকে।

প্রথম দিকে এসএমএস অথবা ই-মেইল করার মাধ্যমে মোব্লগ সার্ভারে ডাটা পাঠানো হতো। এখন এর জন্য আলাদা সফটওয়্যার আছে, যা পুরোপুরি পিসির এনভায়রনমেন্ট প্রদান করে মোব্লগ করার জন্য।

এডুকেশন

এডুকেশন বা শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও ব্লগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। শিক্ষার্থীরা তাদের জ্ঞান, বিদেশী ভাষা ইত্যাদি শেয়ার করতে পারে ব্লগের মাধ্যমে। তারা ছবি, অডিও/ভিডিও ইত্যাদি ব্লগে রাখতে পারে।

অনেকক্ষেত্রে অনলাইনে বিভিন্ন কোর্স করানো হয়। এগুলো সবার জন্য উন্মুক্ত হতে পারে অথবা কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্যও হতে পারে। উন্মুক্ত ব্লগগুলো ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করতে পারে, তাদের লেখনীর মান আরো উন্নত করতে পারে। শিক্ষকেরাও তাদের ব্লগে কোর্স ম্যাটেরিয়াল, লেকচার, নোট ইত্যাদি পাঠাতে পারে।

বিভিন্ন শিক্ষামূলক তথ্য ব্লগে থাকতে পারে যা শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। স্কুল ও কলেজের নিউজলেটার ব্লগে থাকতে পারে।

এখানে স্কটল্যান্ডের মর্ডান ফরেন ল্যাংগুয়েজ এনভায়রনমেন্টের লিংক দেয়া হলো:

http://www.itscotland.org.uk./mfle/creativeteaching/blogging/stadentswhyblog.asp

দি টাইমসের এডুকেশনাল সাপলিমেন্ট হলো: http://www.tes.co.uk/blogs

ফটোব্লগ

ফটো আর ব্লগ মিলে ফটোব্লগ। যদি আপনার ব্যক্তিগত ফটোগ্যালারি পাবলিশ করতে চান তাহলে, ফটোব্লগ ব্যবহার করতে পারেন। নির্দিষ্ট সময় পরপর আপনি গ্যালারি আপডেট করতে পারবেন। ফলে আপনার গ্যালারি স্ট্যাটিক হবার বদলে ডাইনামিক হবে। ফটোব্লগে এক বা একাধিক অফার থাকতে পারে। নতুন ছবিগুলো মেইন পেইজে থাকে এবং পুরানো ছবিগুলোও নির্দিষ্ট লিংক থেকে দেখা যায়।

সায়েন্স ব্লগ

বিজ্ঞান ব্লগে বিজ্ঞানবিষয়ক আর্টিকেল পোস্ট করা হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীরা এর মাধ্যমে তাদের বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনা, ডাটা, আইডিয়া, জ্ঞান আদান-প্রদান করতে পারেন। পাঠকেরাও নিত্যনতুন বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য এসব ব্লগে ভিজিট করে।

ট্রাভেল ব্লগ

আপনি যেসব জায়গা ভ্রমণ করলেন তার আনন্দ যদি অন্যদের সাথে শেয়ার করতে চান তাহলে, ট্রাভেল ব্লগ ব্যবহার করুন। আপনার ভ্রমণের ছবি, অভিজ্ঞতা সবই ব্লগে পোস্ট করতে পারেন। অনেক দিনের জন্য বাইরে থাকলে ব্লগিং-এর মাধ্যমে বন্ধুবান্ধবদের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারেন।

বিজনেস ব্লগ

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্লগিংয়ের ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন: কর্পোরেটে বর্তমানে এর ব্যবহার বাড়ছে। বিভিন্ন কর্পোরেশনের কর্মচারীরা অফিসিয়াল এবং সেমিঅফিসিয়াল কাজকর্ম ব্লগে লিখছেন। বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন কর্পোরেট লেভেলের লোকজন ব্লগ ব্যবহার করে থাকেন বিভিন্ন তথ্য আদান-প্রদান করার জন্য।

এডভাইস

ব্লগিংয়ের মাধ্যমে এডভাইস বা উপদেশ দেয়া হচ্ছে। অনেক ছোট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তাদের ক্লায়েন্টদের ব্লগ করার মাধ্যমে সেবা দিয়ে থাকে। বিশেষত রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায় এটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ফার্মও ব্লগ ব্যবহার করে থাকে।

ব্লগ যেভাবে তৈরি করতে হয়

ব্লগার অ্যাকাউন্ট তৈরি করে আপনাকে ব্লগ বানাতে হবে। খুব অল্প সময়ে এটি তৈরি করা সম্ভব। এখানে উদাহরণস্বরূপ Blogger.com-এ ব্লগ তৈরি দেখানো হলো।

ব্লগার অ্যাকাউন্ট তৈরি করার জন্য প্রথমে আপনি চলে যান http://blogger.com-এ সাইটটিতে। এখানে Create your own blog নামে বক্সের Start now বাটনে ক্লিক করুন।

এখানে আপনার নাম, সেল অ্যাড্রেস, অর্গানাইজেশন পূরণ করার পাশাপাশি একটি ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড দিতে হবে। পাসওয়ার্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে এমন পাসওয়ার্ড দেবেন যা অন্য কোথাও ব্যবহার হয় না। কারণ ব্লগার ও আপনার মাঝে ওয়েব ট্রাফিক এনক্রিপটেড নয়। আপনি যদি Start now! বাটনটি ব্লগারের মেইন পেজে না দেখতে পান তাহলে একটি ফরম দেখতে পাবেন যাতে লেখা If yon don't have blogger account, sign up! তাহলে সেখানে ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড দিন। এটি সাবমিট করলে দ্বিতীয় পেজে যাবেন, যেখানে বাকি তথ্যগুলো পূরণ করতে পারবেন। আপনি একটি ব্লগার অ্যাকাউন্ট তৈরি করে একইভাবে আরো অ্যাকাউন্ট বানাতে পারেন।

অ্যাকাউন্ট তৈরি শেষ হলো, এবার ব্লগ তৈরি করার পালা। এক্ষেত্রে আপনার দেয়া ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অ্যাকাউন্টে এক্সেস করুন। এখানে রয়েছে ব্লগিং টুল যা আপনাকে ব্যবহার করতে হবে। এসময় আপনি ইচ্ছে করলে Remember me? অপশনটি চেক করতে পারেন। তাহলে ওয়েবসাইটটি আপনার লগইন ইনফরমেশন এবং প্রত্যেকবার আপনাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এক্সেস করতে দেবে। পেজটি ওপেন করলে টাইটেল ও ডেসক্রিপশন পূরণ করুন। আপনি চাইলে এই তথ্যগুলো আপনার ব্লগ পেজে দেখতে পারবেন।

দ্বিতীয় সেকশনে আপনার ব্লগের একটি নাম দিতে হবে। এই নামটি blogpost.com ডোমেইনের সাথে যুক্ত হয়ে আপনার ব্লগের URL তৈরি করবে, যা দিয়ে আপনার ব্লগটি সবাই এক্সেস করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ Blog-firstblog নাম দেয়া হয়েছে, তাহলে ব্লগের URL হবে http://Blog-fristblog.blogpost.com এমন নাম পছন্দ করবেন যে নামটি দিয়ে আপনি সবার কাছে পরিচিত নন এবং যেটি আপনি সহজে মনে রাখতে পারবেন।

পরবর্তী সেকশনে আঁকাবাঁকা অক্ষরযুক্ত লেখা দেখতে পাবেন, তা পূরণ করুন। এটি স্প্যামারদের হাত থেকে ওয়েবসাইটকে রক্ষা করবে। পরবর্তী অপশনে ব্লগ আপনার নিজস্ব সার্ভারে নাকি Blog Spot-এ হোস্ট করবেন তা জানতে চাইবে। ডিফল্ট সেটিং সিলেক্ট করুন। পরে ইচ্ছে করলে আপনি তা পরিবর্তন করতে পারবেন।

URL তৈরি করার পর কিছু টেমপ্লেট পেজ পাওয়া যাবে। এখানে প্রিডিফাইন কিছু ব্লগিং টেমপ্লেট আছে। আপনি তথ্যগুলো কীভাবে রাখতে চান এবং অর্গানাইজ করতে চান তার ওপর ভিত্তি করে এ টেমপ্লেটগুলো তৈরি করা হয়েছে। আপনি নিজের পছন্দমতো টেমপ্লেট সিলেক্ট করুন। ইচ্ছে করলে সহজেই পরিবর্তন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে Chorma টেমপ্লেট সিলেক্ট করুন। কনটিনিউ বাটন সিলেক্ট করে পোস্টিং শুরু করুন।

পোস্টিং

ব্লগ তৈরি করার পর এডিট ভিউ পেজ খুলবে। ওপরের অংশে একটি ওপেন টেক্সট বক্স আছে যাতে লেখার বিষয়বস্তু থাকবে। এখানে কনটেন্ট ফরমেটিং বাটন ছাড়াও Post বা Post & Publish করার অপশন থাকবে। নিচের অংশে সাধারণত পোস্টিং থাকে কিন্তু একদম শুরুতে পোস্টিং নির্দেশনা থাকে না। এর ডান দিকে আছে সার্চ অপশন ও ক্যালেন্ডার।

পোস্ট করার জন্য টেক্সট বক্সে লিখুন। আপনাকে Html বা কোনো স্ক্রিপ্টিং ল্যাংগুয়েজ জানা প্রয়োজন নেই, তা নিজে থেকেই তৈরি হবে। এরপর Post & Publish ক্লিক করুন।

ব্লগিং টুলস

ব্লগিংয়ের জন্য বিভিন্ন টুল রয়েছে। যেমন– প্রেম্যাটার, ম্যানিলা, লাইভ জার্নাল। এগুলো সবই ইউজার ফ্রেন্ডলি, এদের মধ্যে কিছু কমপিউটারে ইনস্টল করতে হয় আর কিছু সরাসরি ইন্টারনেট থেকে চালানো যায়। এখানে কিছু ব্লগিং সফটওয়্যারের ওয়েব ঠিকানা দেয়া হলো: এদের মধ্যে লাইভ জার্নাল, ইয়াহু ৩৬০, গুগল ব্লগপোস্ট এবং ব্লগার সম্পূর্ণ ফ্রি। তবে ব্লগারের একটি আপগ্রেডড পাথ রয়েছে, এ জন্য প্রতিবছর ৩৫ ডলার করে দিতে হয়। এর ফলে আপনি কিছু অ্যাডভান্স ফিচার পাবেন। যেমন– RSS এবং Weblog.com নোটিফিকেশন। লাইভ জার্নাল এর সাবস্ক্রিপশন ৫ ডলারে দুই মাসের জন্য বিক্রি করে। এটি আপনাকে নিজস্ব ই-মেইল অ্যাড্রেস, অ্যাডভান্সড কাস্টোমাইজেশন এবং দ্রুতগতির সার্ভার প্রদান করবে।

প্রেম্যাটার সম্পূর্ণ ফ্রি। তবে আপনি ইচ্ছে করলে ডোনেশন দিতে পারেন এবং এর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। মুভেবল টাইপও সম্পূর্ণ ফ্রি।

কিন্তু ম্যানিলা সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক। দাম ৯০০ ডলার। এটি ব্লগ হোস্টিং এবং ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার।

ম্ল্যাস ও থোপ হচ্ছে ওপেন সোর্স সফটওয়্যার। আপনি ডাউনলোড করে ইনস্টল করলেই হবে।

ফীডব্যাক: arijit.du@gmail.com

থাম্বস প্লাস
আপনার চলনসই ইমেজ ম্যানেজার

কে. এম. শামীম হায়দার

তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক দুনিয়ায় সবকিছুই যেন প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়েছে। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের কারণেই পুরানোকে ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে যেতে হচ্ছে নতুনকে আঁকড়ে ধরে। এককালে প্রিন্টেড ফটো বা ইমেজকে প্লাস্টিক অ্যালবামে ভরে সংরক্ষণ করা হতো। আজ এ প্রক্রিয়াটি বিদায় নিতে শুরু করেছে। কাগুজে ছবির পরিবর্তে এসেছে ডিজিটাল ছবি। আর প্লাস্টিক অ্যালবামের জায়গা দখল করেছে কমপিউটার সফটওয়্যার। পরিবর্তন চিরন্তন। ডিজিটাল ইমেজ যখন সংখ্যায় বহুগুণে বেড়ে যায় তখন-এর রক্ষণাবেক্ষণ ও ম্যানেজমেন্ট একটু জটিল হয়ে পরে। প্রয়োজন পড়ে প্রাণবন্ত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একটি সফটওয়্যার, যার মাধ্যমে সংরক্ষিত ইমেজগুলো নিয়ে সাবলীলভাবে কাজ করা যাবে। মাল্টিমিডিয়া বিভাগে এবার এমনই এক নতুন ইমেজ ম্যানেজমেন্ট সফট-ওয়্যার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচিত-এ সফটওয়্যারটির নাম-থাম্বস প্লাস।

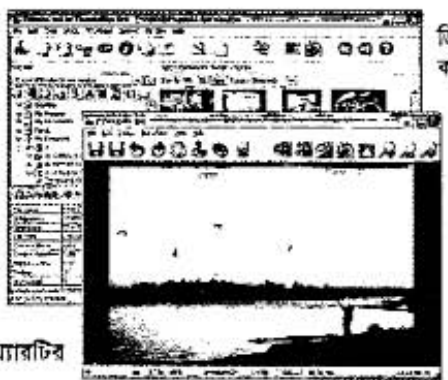
থাম্বস প্লাস মূল উইন্ডো

বিভিন্ন প্রকার গ্রাফিক্স ফাইল, ক্লিপআর্ট, ফন্ট এবং এনিমেশন ফাইল ম্যানেজমেন্টের জন্য একটি আদর্শ প্রোগ্রাম হিসেবে ইতোমধ্যে দারুন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে থাম্বস প্লাস। এ প্রোগ্রামটির উইন্ডোতে ছোট আকারের থাম্বনেইল ভিউ মোডে প্রতিটি ফাইল প্রাথমিকভাবে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। এ প্রোগ্রামটি খুব সহজে এবং দ্রুততার সাথে গ্রাফিক্স ফাইলগুলো দেখা, এডিট করা এবং বিভিন্ন ডিরেক্টরির মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজটি করে থাকে।

থাম্বস প্লাস ৭.০ যথেষ্ট উন্নত ডিজিটাল ইমেজ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার হিসেবে ব্যবহারকারীদের সুনাম কুড়িয়েছে। এর বর্তমান ভার্সন ১৬, ৩২, ৪৮ বিট ইমেজ ফাইল প্রক্রিয়া করার কাজ থেকে শুরু করে। এই ভার্সনে ওরাকল, ডিবেজ, মাইএসকিউএল এবং অন্যান্য ডাটাবেজ প্রোগ্রাম নিয়েও কাজ করা যায়। এ সফটওয়্যারটি সরাসরি পাওয়া যাবে ইনকর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে।

ইমেজ বা ছবি নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের বিভিন্ন সময় ইমেজ বা ছবিগুলোকে কমপিউটারে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এসব ভুক্তভোগীদের জন্য থাম্বস প্লাস হতে পারে একটি আদর্শ ইমেজ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার। যারা বড় আকারের ইমেজ ফাইল নিয়ে কাজ করে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত থাম্বনেইল ম্যানেজমেন্ট, স্লাইডশো, ওয়ালপেপার, কুইক ভিউ, ব্যাচ কনভার্সনের সুবিধা ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমেই এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো সম্বন্ধে জানা যাক।

আপনার কমপিউটারে সংরক্ষিত যেকোনো সংখ্যক ইমেজ ফাইলকে থাম্বনেইল ভিউতে গিয়ে দেখতে এ সফটওয়্যারটির কোনো জুড়ি নেই। এমনকি ওয়েবসাইট ভিত্তিক ইমেজ ফাইলগুলোকে ম্যানেজ করতে পারে চমৎকার কৌশলে। থাম্বস প্লাস সফটওয়্যারের ম্যানেজারস কিউ লেআউটের (যা স্ক্রিনের বাম দিকে থাকে) মাধ্যমে সবধরনের ইমেজ ফাইলকে একসাথে রেখেই ভিন্নভিন্নভাবে আলাদা অপারেশন সম্পন্ন করার সুযোগ দেয়। যেকোনো ডিরেক্টরিতে ডাবল ক্লিক করলে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঐ ডিরেক্টরিতে থাকা ইমেজ ফাইলগুলোকে একটি লিস্টে সাজিয়ে ফেলে। এখানে একটি অতিরিক্ত বাটন থাকে যাতে ক্লিক করলে প্রতিটি ইমেজ ফাইলের একটি উচ্চমানসম্পন্ন থাম্বনেইল ভিউ পর্দায় আসে। আরো কতগুলো অপশন থাকে যার মাধ্যমে ইমেজ ফাইলটিকে 'কুইক ইমেজ ভিউয়ারে' স্লাইড শো করা অথবা ওই ইমেজ ফাইলটিকে ডেস্কটপ ওয়ালপেপার বানানো যায়।

থাম্বস প্লাস স্লাইড শো-কে ব্যবহারকারী তার নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট প্রকারের ইমেজ ফাইলের জন্য নির্বাচন করে দিতে পারেন। ইচ্ছে করলে ব্যবহারকারী স্লাইড শো'র সময় নির্ধারণ করে দিতে পারেন। অথবা ইমেজ কোন অর্ডারে প্রদর্শিত হবে তাও নির্ধারণ করে দিতে পারেন। ওয়ালপেপার অপশনের মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী ইচ্ছে করলেই স্ক্রিনে প্রদর্শিত যেকোনো ছবিকে স্থায়ীভাবে তার ডেস্কটপ ওয়ালপেপার হিসেবে সেট করে দিতে পারেন। আবার যদি ব্যবহারকারী ওই ওয়ালপেপারটি রাখতে না চান তবে ওয়ালপেপার রিমুভও করতে পারে। আর ব্যাচ কনভার্সেশনের মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী খুব দ্রুত এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে এক বা একাধিক ইমেজ ফাইলকে বিভিন্ন ধরনের ইমেজ ফাইল ফরমেটে রূপান্তর করতে পারেন।

থাম্বস প্লাস ৭.০ ভার্সনের বিশেষত্ব

- *এই ভার্সনে নতুন টুলবার-বাটন রয়েছে যার মাধ্যমে ব্যবহারকারী উইন্ডোজ এক্সপি এনভায়রনমেন্ট খুঁজে পাবেন। আগের চেয়ে মেনুগুলো আরো উন্নত হয়েছে আর সিলেকশন বাটনের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও আকারে বেড়েছে।*
- *ব্যবহারকারী ইচ্ছে করলে ২৪-৪৮ বিট পর্যন্ত আলফা চ্যানেল ইমেজ তৈরি, দেখা, এডিট বা সেভ করতে পারবেন।*
- *ডিজিটাল ক্যামেরা থেকে সরাসরি ইমেজ ফাইল ইনপুট নেওয়ার ব্যবস্থাও এখানে থাকছে।*
- *প্রিন্ট প্রিভিউসহ সরাসরি ফটো কোয়ালিটি প্রিন্টিং অপশনের সুযোগ রয়েছে।*
- *উইন্ডোজ কালার ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট করে।*
- *স্ক্যানার এবং ডিজিটাল ক্যামেরা থেকে গৃহীত ছবির কালার প্রোফাইল পরিবর্তন করা যায়।*
- *মুভি থাম্বনেইল দেখার অপশন।*
- *সুইচ ভিত্তিক প্রিভিউ উইন্ডো বিদ্যমান।*
- *মাল্টিপল আনডু ক্যাপাসিটি।*
- *ব্যবহারকারীর চাহিদানুযায়ী কাস্টম থাম্বনেইল ভিউ মোডে ফাইল দেখা।*
- *এছাড়াও ব্যবহারকারীর চাহিদানুযায়ী কাস্টম সর্টিং অপশন রয়েছে।*
- *ইমেজ দেখা এবং এডিট করা, ধাপে ধাপে ব্যাচ প্রসেসিং-এর কাজ সম্পন্ন করে থাকে।*
- *ইমেজের যেকোনো অংশ নির্বাচন করার জন্য ফ্রি হ্যান্ড সিলেকশন টুল।*
- *ডিজিটাল ইমেজের জলছাপ তৈরির ব্যবস্থা।*
- *ব্যবহারকারীর ইচ্ছে অনুযায়ী বিভিন্ন অপশনের জুম।*

অন্যান্য গ্রাফিক্স ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের তুলনায় থাম্বস প্লাস সব ধরনের গ্রাফিক্স ফরমেট সাপোর্ট করে। অর্থাৎ কমপিউটার প্রযুক্তিতে যত ধরনের গ্রাফিক্স ফাইল ফরমেট আছে তার সবগুলোই এখানে ব্যবহার করা যাবে, যেমন উইন্ডোজ বিটম্যাপ (বিএমপি) ফাইল, আইকন (আইকন) ফাইল, জেপিইজি , মাইক্রোসফট ইমেজ কম্পোজার (এমআইসি), কোডাক ফটো সিডি(পিসিডি), টার্গা ট্রু ভিশন (টিজিএ), ট্যাগড ইমেজ ফরমেট (টিআইএফ), ম্যাক্সপেইন্ট (এমএনডি), জিআইএফ, কোরেল ভেক্টর (সিএমএক্স) এবং পিআইএনজি টাইপ ফাইল ফরমেট।

এছাড়াও থাম্বস প্লাস বেশকিছু নন-গ্রাফিক্স ফাইল ফরমেটও সাপোর্ট করে থাকে। যেমন- মাইক্রোসফটে ভিডিও ফর উইন্ডোজ (এভিআই), কুইক টাইম ফর উইন্ডোজ (এমওভি) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও থাম্বস প্লাস আরো কিছু উল্লেখযোগ্য নন-গ্রাফিক্স ফাইল ফরমেট, যেমন এমপিথ্রি ও কুইক টাইম ফাইলের ক্ষেত্রে সমানভাবে কাজ করতে পারে। কোনো কোনো ব্যবহারকারী থাম্বস প্লাসকে মন্তব্য করেছেন গ্রাফিক্স ফাইল ম্যানেজ-মেন্টের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত কাজের জন্য এটি যথেষ্ট। কারণ এ গ্রাফিক্স ওয়ার্কশপ দিয়ে গ্রাফিক্স ভিত্তিক যাবতীয় ব্যবহারিক কাজ করা সম্ভব হচ্ছে খুব দ্রুততার সাথে। এ পর্যন্ত প্রায় ৪০ টি ভিন্ন ধরনের ফাইল ফরমেট নিয়ে প্রোগ্রামটি কাজ করতে পারে।

এক নজরে থাম্বস প্লাস

ভার্সন: ৭.০ (সার্ভিস প্যাকসহ), বাজারে এসেছে: ১৪ আগস্ট ২০০৬, আকার: ১৭,৮৬০ কিলোবাইট, ডাউনলোড: ফ্রি, নতুন বৈশিষ্ট্য: মাল্টিথ্রেডিং, উইন্ডোজ এক্সপি আউটলুক, মুভি থাম্বনেইলস সহ আরো নানাবিধ ফিচার। প্লাটফরম: উইন্ডোজ '৯৮ থেকে বর্তমান পর্যন্ত যেকোনো ভার্সনে এটি চলনসই। নির্মাতা প্রতিষ্ঠান: সিরিয়াস সফটওয়্যার ইনকর্পোরেশন। ডাউনলোড করতে ব্রাউজ করুন :

www.cerious.com

লেখকের ই-মেইল: shamim.hayder@gmail.com

পাওয়ার টয়েস
পাওয়ার আপ করুন আপনার পিসি

সৈকত বিশ্বাস

উইন্ডোজ কাস্টমাইজ করার একটি হ্যান্ডি সফটওয়্যার হচ্ছে পাওয়ার টয়েস। এটি স্বয়ং মাইক্রোসফটের প্রোগ্রামাররাই ডেভেলপ করেছেন। এটি সম্পূর্ণ ফ্রি, কোনো এরর ছাড়াই কাজ করে। এটি পাওয়া যায় www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xp powertoys.mspx ওয়েবসাইটে। উক্ত পেজে রাইট ক্লিক করলেই এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডাউনলোড হয়ে সিস্টেমে ইনস্টল হয়।

টয়েক ইউআই

উইন্ডোজ ৯৫ রিলিজের পর মাইক্রোসফট প্রোগ্রামার রেমন্ডচেন, টয়েক ইউআই নামে একটি প্রোগ্রাম ডেভেলপ করেছিলেন যা কন্ট্রোল প্যানেলে অবস্থিত বিভিন্ন সেটিং পরিবর্তন করতে পারত। যা শুধু উইন ৯x সিরিজের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। টয়েক ইউআই দিয়ে উইন্ডোজ এক্সপি সার্ভিস প্যাক ২-এর অনেক কন্ট্রোল ও ইউআই সেটিং পরিবর্তন করা যায়। যেমন, উইন্ডোজ কমান্ড কী-এর পরিবর্তন, শর্টকাট বা লিঙ্ক ফাইলে শর্টকাট টুল থাকবে কিনা, থাম্বনেইল ভিউতে ইমেজ সাইজ কত হবে প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ রেজিস্ট্রি সেটিং এখানে একটি মাত্র ক্লিকেই পরিবর্তন করা যায়।

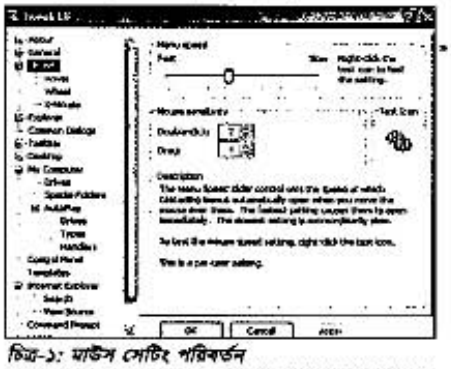

চিত্র-১: মাউস সেটিং পরিবর্তন

কমন ডায়ালগ ক্যাটাগরি ব্যবহার করে উইন্ডো বারগুলো শো বা হাইড করা যায়। সিডি বা ডিভিডি'র অটোপ্লে ফিচার বন্ধ করার জন্য অটো প্লে → ড্রাইভস ক্যাটাগরিতে যে ড্রাইভের অটোপ্লে ফিচারটি বন্ধ করার দরকার সেসব ড্রাইভের চেকবক্সটি অফ করতে হবে। এক্ষেত্রে সিস্টেমে যে যে ড্রাইভ নেই তা লাল রঙ দেখাবে। সেটিং পরিবর্তন করার পর সিস্টেমে দেখার জন্য সবার শেষে অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করতে হবে। যদি ব্যবহারকারী অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হন তাহলে, সেটিং উইন্ডোজ স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে পরিবর্তন করার জন্য www.microsoft.com/technet/scriptcenter/twmatic.mspx-এ প্রয়োজনীয় টয়েকোমেটিক স্ক্রিপ্ট পেতে পারেন। অটোপ্লে ফিচারটি শুধু সিডি বা ডিভিডি ড্রাইভের ক্ষেত্রে দেখতে চাইলে ড্রাইভ সাবট্রি-এ না দেখে টাইপস-এ দেখতে হবে। তবে মজার আরেকটি দিক হলো হ্যান্ডেলারস-এ কাজগুলো অটোপ্লে হ্যান্ডেলার-এ দেয়া আছে। যেমন: ওপেন ফোল্ডার টু ভিউ ফাইলস, প্লে অডিও সিডি, প্লে ডিভিডি ভিডিও। এখানে নতুন হ্যান্ডেলার যোগ করতে চাইলে ক্রিয়েট বাটনে ক্লিক করতে হবে। উইন্ডোজ এক্সপিতে বিল্ট ইন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যাকাউন্ট ছাড়া অন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটেড অ্যাকাউন্ট তৈরি করলে লগইন স্ক্রিনে তা দেখায় না। কিন্তু লগইন ট্রিতে শো অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অন ওয়েলকাম স্ক্রিন চেক বক্স পূরণ করলে তা লগইন স্ক্রিনে দেখাবে।

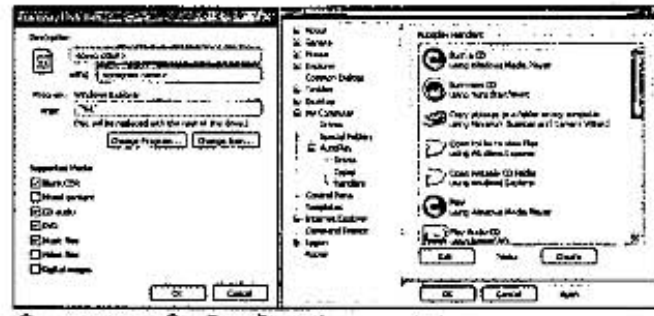

চিত্র-২: হ্যান্ডেলার ক্রিয়েটর স্লাইড শো'তে যুক্ত করা যায়

ইমেজ রিসাইজার

পাওয়ার টয়-এর সাহায্যে কোনো ইমেজ ফাইলে (জেপিজি, বিএমপি ইত্যাদি) রাইট ক্লিক করেই রিসাইজ পরিবর্তন করা যায়। তবে এর ডিফল্ট ভিউতে চারটি নির্দিষ্ট সাইজ দেয়া থাকে। নিজের ইচ্ছে মতো অ্যাডভান্সড বাটনে ক্লিক করে কাস্টম এরিয়াতে উইডথ ও হাইট টাইপ করে দিতে হবে। তাহলে ঐ ফাইলের নামের শেষে কাস্টম যুক্ত হয়ে নতুন একটি ফাইল তৈরি হবে। রিসাইজ করা ছবির নতুন কপি তৈরি করতে না চাইলে 'রিসাইজ দি অরিজিনাল পিকচারস' অন করতে হবে। ইমেজ রিসাইজারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো তা এক সাথে অনেকগুলো ফাইল রিসাইজ করতে পারে। (ব্যাচ কনভার্সন) যদি কোনো ফাইলের নাম

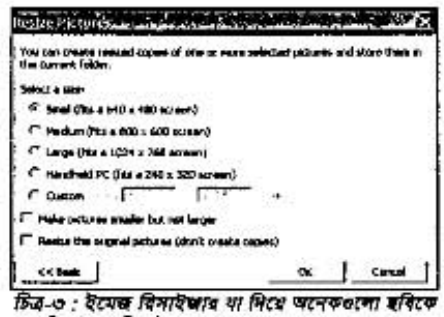

চিত্র-৩ : ইমেজ রিসাইজার যা দিয়ে অনেকগুলো ছবিকে একটি স্টেপে রিসাইজ করা যায়

হয় dsc2025 তবে নতুন ফাইলের নাম হবে dsc02025(Custom).jpg। এসব ফাইলকে ব্যাচ আকারে রিনেম করতে চাইলে ব্রাউজ করুন www.creativelement.com/powertools. এখানে একটি টুল রয়েছে যা দিয়ে একসাথে অনেকগুলো ফাইল রিনেম করা যায় ইচ্ছেমতো স্ট্রিং দিয়ে।

সিডি স্লাইড শো জেনারেটর

এটি উইন্ডোজের সিডি রাইটিং উইজার্ডের সাথে ইন্টিগ্রেটেড হয়ে থাকে। যদি ব্যবহারকারী ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ পদ্ধতিতে কোনো ইমেজ ফাইলকে সিডি বার্নার ড্রাইভে আনেন তাহলে রাইটিংয়ের একটি পর্যায়ে স্লাইড শোয়ের একটি অপশন পাওয়া যায় যা ইমেজ সিডি তৈরি করে ও স্লাইড শো দেখায়।

এইচটিএমএল স্লাইড শো

পর্যায়ক্রমিক ধাপের এ টুলটি কতগুলো ফটো নেয় এবং প্রত্যেকটি ফাইলের জন্য একটি এইচটিএমএল ফাইল তৈরি করে যা ওয়েব ভিত্তিক স্লাইড শো তৈরি করে। নতুন স্লাইড শো তৈরির জন্য Start>→All Programs→Power Toys→Slide show wizard এ যেতে হবে। নেক্সট এ ক্লিক করে ফোল্ডার যুক্ত করা বা ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ পদ্ধতিতে ছবি আনা যায়। কেউ চাইলে ইচ্ছেমতো ছবিগুলোকে সাজাতে পারেন। নতুন উইন্ডোতে ব্যবহারকারী যে সাইজে স্লাইড শো তৈরি করতে চান তা সিলেক্ট করবেন। এখানে চারটি ডিফল্ট সাইজ দেয়া আছে। এছাড়া স্লাইড শো কে পূর্ণ স্ক্রিন করতে চাইলে ফুলস্ক্রিন চেকবক্সটি অন করুন। সবশেষে ফিনিশ বাটনে ক্লিক করুন। নিজেই অভিভূত হবেন স্লাইড শো'টি দেখে। স্লাইড শো তৈরি করার সময় যদি অ্যাডভান্সড অপশনে ক্লিক করা থাকে তাহলে এ স্লাইড শো চলার সময় ফিল্ম স্ট্রিপ, থাম্বনেইল প্রভৃতি ভিউতে স্লাইড শো দেখা যায়। যখন উইজার্ডটি শেষ হবে তখন একটি ফোল্ডার তৈরি হবে যাতে HTML ও jpg ফাইল থাকবে।

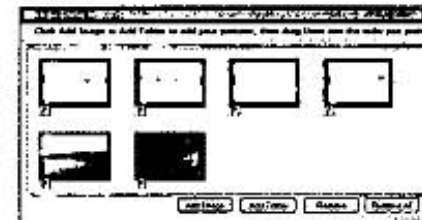

চিত্র-৪ : স্লাইড শো উইজার্ড যা দিয়ে যেকোনো ছবি

অল্ট-ট্যাব রিপ্লেসমেন্ট

এক প্রোগ্রাম চলাকালীন অন্য প্রোগ্রামে যাওয়ার জন্য উইন্ডোজে অল্ট কী চেপে ধরে ট্যাব প্রেস করতে হয়। বাইডিফল্ট, এখানে রো আকারে প্রতিটি আইকন উইন্ডোগুলোকে দেখায়, যেখানে ট্যাব চাপলে তা এক উইন্ডো হতে অন্য উইন্ডোতে সুইচ করে। অল্ট ট্যাবের আইকন ভিউকে প্রতিটি উইন্ডোর একটি থাম্বনেইল ভিউ দিয়ে রিপ্লেস করে। এটি ডিফল্ট অল্ট ট্যাব ভিউয়ের তুলনায় কিছুটা স্লো। তবে এটি খুবই দ্রুত হবে যখন একই প্রোগ্রাম বারবার ব্যবহার করা হয়।

চিত্র-৫ : অল্ট-ট্যাব থাম্বনেইল ভিউ

ভার্চুয়াল ডেস্কটপ ম্যানেজার

এটি একটি সিঙ্গেল ডেস্কটপকে চারটি ভাগে বিভক্ত করে। প্রতিটি ডেস্কটপই একটি আলাদা মনিটর হিসেবে কাজ করে। যদি ওপেন করা প্রোগ্রাম বা উইন্ডোর সংখ্যা বেশি হয় তাহলে তাদেরকে গ্রুপে বিভক্ত করে বিভিন্ন ডেস্কটপে সাজানো যায়। তারপর শর্টকাট কী বা অল্ট ট্যাবের সাহায্যে প্রোগ্রাম সুইচ বা বদলানো যায়। যেমন, ইমেইল প্রোগ্রাম প্রথম গ্রুপে, মিডিয়া প্লেয়ার ও ওপেন ডিরেক্টরি ২য় গ্রুপে, ইন্টারনেট সেশন ৩য় গ্রুপে, ৪র্থ টিতে অফিস এপ্লিপি ও ডাটাবেজ সেশন। পাওয়ার টয়েস ইনস্টল করার পর টাস্কবারে রাইট ক্লিক করে টুলবার মেনু হতে ভার্চুয়াল ডেস্কটপ ম্যানেজার সিলেক্ট করতে হবে। তাহলে চিত্র-৬ এর মতো টাস্কবারে একটি এরিয়া দেখা যাবে। কয়েকটি প্রোগ্রামকে একটি নির্দিষ্ট গ্রুপে নেয়ার জন্য এই উইন্ডোগুলো ওপেন করে

চিত্র-৬: টাস্কবারে ভার্চুয়াল ডেস্কটপ

১, ২, ৩ ও ৪ বাটনে ক্লিক করতে হবে।

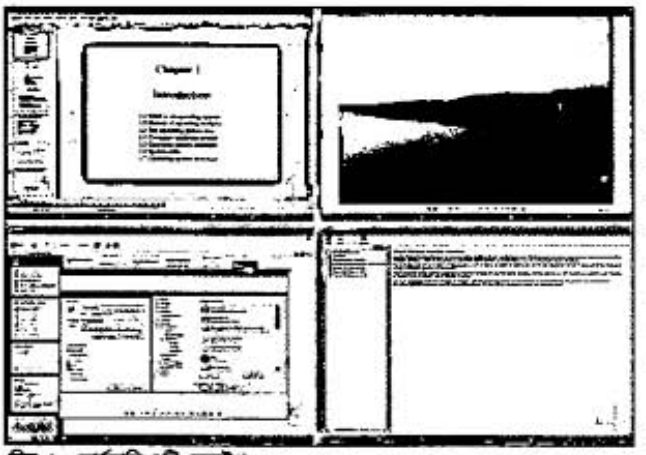

চিত্র-৭ : ভার্চুয়ালি ৪টি ডেস্কটপ

তারপর সবুজ বাটনে ক্লিক করলে ডেস্কটপটি চারটি ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রত্যেকটি গ্রুপের থাম্বনেইল ভিউ দেখাবে (চিত্র-৭)। ব্যবহারকারী যে গ্রুপে যেতে চান সে গ্রুপে মাউস এনে তাতে ক্লিক করলে ঐ গ্রুপটি এনিমেটেড হয়ে ব্যবহারকারীর কাছে দৃশ্যমান হবে।

ক্যালকুলেটর

পাওয়ার টয় ক্যালকুলেটরের মধ্যে এক্সপি' বিল্ট ইন ক্যালকুলেটরের সব সুবিধাই রয়েছে এবং এর মধ্যে কিছু বাড়তি ফিচার যোগ করা হয়েছে। এতে রয়েছে হিস্ট্রি পেন, কনভারশন মেনু, গ্রাফ পেন, প্রেসিশন লেভেল, আরপিএন মোড এবং জটিল সংখ্যার সাপোর্ট। সাধারণ যোগ বিয়োগ করার জন্য এর ইনপুট প্যানে লিখে এন্টার চাপতে হবে। এটি হিস্ট্রিতে উত্তরসহ সেভ হয়। তবে ফাংশন দিয়েও কাজ করা যায়। বেসিক ফাংশনের কাজ ইনপুট প্যানে লিখেও করা যায়।

এছাড়া পাওয়ার টয়-এর প্রত্যেক ফোল্ডারের রাইট ক্লিক মেনুতে ওপেন কমান্ড উইন্ডো হেয়ার নামে একটি আইটেম তৈরি করে যা ঐ ফোল্ডার প্রেজেন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি ধরে কমান্ড উইন্ডো ওপেন করে। এছাড়া উইন কী +Q চেপে ধরলে ঐ পিসির বিভিন্ন ইউজারে লগইন করার জন্য পাসওয়ার্ডসহ বক্স আসবে যাতে কারেন্ট ইউজার লগঅফ না করেই অন্য ইউজারে সুইচ করতে পারেন। এটি ব্যবহার করে অন্য ইউজারে খুব তাড়াতাড়ি লগইন করা যায়। বার বার কিউ কী প্রেস করলে এক ইউজারের ডায়ালগ বক্সে অন্য ইউজারের ডায়ালগ বক্স আসতে থাকবে।

ফীডব্যাক: saikat.saikat078@gmail.com

ডিলিট করা ফাইল পুনরুদ্ধার

(৬৭ পৃষ্ঠার পর)

- Start→Programs→MS-DOS সিলেক্ট করুন ডস প্রম্পট ওপেন করার জন্য। উইন্ডোজ এক্সপি'র জন্য সিকোয়েন্সটি হবে Start→All Programs→ Accessories→ Command Prompt.
- বর্তমান ফোল্ডার টাইপের Recycled ফোল্ডার তৈরি করুন- CD \RECYCLED
- INFO ধরনের ফাইল আনহাইড করার জন্য ATTRIB -H INF*
- INFO ধরনের ফাইল ডিলিট করার জন্য DEL INFO*.
- ডস উইন্ডো ক্লোজ করার জন্য EXIT

চিত্র-২

রিসাইক্লেল বিন খালি দেখা যেতে পারে যদি রিসাইকেল বিনের মধ্যে কোনো ফাইল ড্যামেজ হয়ে থাকে। এ অবস্থায় সম্ভবত আপনি রিসাইকেল বিনের কনটেন্ট রিকোভার করতে পারবেন না, তবে নিচে বর্ণিত কমান্ড ব্যবহার করে এর ফাংশন সংশোধন করতে পারবেন:-

- Start→Programs→MS-DOS Prompt, আর এক্সপি'র জন্য কমান্ডটি হবে Start→All Programs→ Accessories→ Command Prompt.
- টাইপ করুন- CD \RECYCLED
- টাইপ করুন ATTRIB -H DESKTOP.INI
- রুট টাইপ ফোল্ডারে desktop.ini কপি করার জন্য Copy DESKTOP.INI\
- রিসাইকেল টাইপ ফোল্ডারে সম্পূর্ণ কনটেন্ট ডিলিট করার জন্য DEL*.*
- রিসাইকেল ফোল্ডারে পুনরায় desktop.ini কপি করার জন্য Copy \DESKTOP.INI
- রুট টাইপ ফোল্ডারে desktop.ini-এর কপি ডিলিট করার জন্য DEL \DESKTOP.INI
- ডস উইন্ডো ক্লোজ করার জন্য EXIT

যদি desktop.ini ফাইল ড্যামেজ অথবা হারিয়ে যায়, তাহলে আপনি রিসাইকেল বিন ফিরে পেতে পারেন এবং Recycle ফোল্ডারে নতুন Desktop.ini ফাইল তৈরি করে সংশোধিতরূপে রান করতে পারেন:-

- উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার ফোল্ডারে Recycled ফোল্ডার ওপেন করুন। যদি এটি লোকেট করতে না পারেন, তবে উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারের যেকোনো ফোল্ডার ওপেন করুন। এবার Tools Menu→Folder Options→View ট্যাবে ক্লিক করুন এবং Show All Files অপশন এনাবল করে 'ওকে' করুন।
- খালি জায়গায় রাইট ক্লিক করে সিলেক্ট করুন এবং New→Text Document নতুন টেক্সট ফাইল তৈরি করার জন্য। ফাইলের নাম দিন desktop.ini.
- ফাইল ওপেন করার জন্য ডাবল ক্লিক করুন নিচের লাইন দু'টি টাইপ করুন

[.ShellClassinfo] CLSid={645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

- উইন্ডো ক্লোজ করে ফাইল সেভ করুন, তারপর রিবুট করুন।

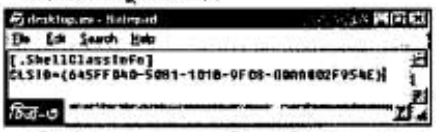

চিত্র-৩

রিসাইকেল ফোল্ডার নিজে নিজেই ড্যামেজ হতে পারে। যদি এমন হয় তাহলে আপনি নিজেই ফাইলকে রিসাইকেল বিনে পাঠাতে পারবেন। এর ফলে ডেস্কটপে রিসাইকেল বিন আইকন পরিপূর্ণ দেখাবে। তবে আপনি রিসাইকেল বিনের কনটেন্ট দেখতে পারবেন না এবং রিসাইকেল বিনে রাইট ক্লিক করলে Empty Recycle Bin কমান্ডও পাওয়া যাবে না।

এ অবস্থায় আপনাকে অবশ্যই রিসাইকেল ফোল্ডার ডিলিট করতে হবে, যখন রিবুট করা হবে, তখন উইন্ডোজ এটি নতুন করে তৈরি করবে।

- Start→Programs→MS-DOS Prompt. আর এক্সপি'র জন্য কমান্ড হবে Start→All Programs →Accessories→Command Prompt.
- টাইপ করুন ATTRIB -S -H RECYCLED
- টাইপ করুন DEL RECYCLED
- টাইপ করুন EXIT
- এবার কমপিউটার রিবুট করুন।

ফীডব্যাক : Swapcens2002@yahoo.com

টাচ্স্ক্রীন মনিটর

নওশীন নাওয়ার

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে টাচ্স্ক্রীন মনিটরের ব্যবহার বেশ কয়েক বছর ধরেই চলছে। উন্নত দেশগুলোয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে টাচ্স্ক্রীন মনিটর আধুনিক জীবনযাত্রার অংশ। আমাদের দেশে এর ব্যবহার যত্রতত্র দেখা না গেলেও বিলাশবহুল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, হাসপাতালে এর ব্যবহার দেখা যায়। এই ডিসপ্লের বিশেষত্ব হচ্ছে, এতে ইউজার স্পর্শ করে ইনপুট দিতে পারেন। মাউস বা কীবোর্ডের পরিবর্তে স্পর্শ করেই ইউজার ইনপুট দিতে পারে। যেসব অ্যাপ্লিকেশন সম্পূর্ণরূপে মাউস দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সে অ্যাপ্লিকেশনগুলো টাচ্স্ক্রীন মনিটরে স্পর্শ করে করা যায়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে ওয়েব ব্রাউজিং। বাজারে টাচ্স্ক্রীন টেকনোলজিসমৃদ্ধ মনিটর পাওয়া যায়। আবার পৃথকভাবে টাচ্স্ক্রীন কিট্ও পাওয়া যায়। আসুন আজ জেনে নেই এ টাচ্স্ক্রীন মনিটর সম্পর্কে।

কীভাবে স্পর্শ শনাক্ত করে টাচ্স্ক্রীন

তিনটি বেসিক টেকনোলজি টাচ্/স্পর্শ শনাক্তকরণে ব্যবহার হয়। এগুলো হলো:

- রেসিসটিভ (Resistive)
- ক্যাপাসিটিভ (Capacitve)
- সারফেস ওয়েব (Surface wave)

রেসিসটেক্টিভ সিস্টেম নরম্যাল গ্রাস প্যানেল দিয়ে তৈরি। এ প্যানেলটি কনডাক্টিভ এবং রেসিসটেক্টিভ মেটালের লেয়ারের আবরণে ঢাকা। এ দুই লেয়ারের মাঝে বায়ুশূন্য স্থান। রেসিসটেটিভ লেয়ারটি হচ্ছে টপ লেয়ার পাওয়ার দেওয়া হলে কারেন্ট দুই লেয়ারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। কমপিউটার অন থাকা অবস্থায় ইউজার স্ক্রীন টাচ্ করলে ঐ পয়েন্টে দুই লেয়ারের মাঝে কনট্যাক্ট (Contact) সৃষ্টি হয়। এর ফলে ঐ স্পটের ইলেকট্রিক ফিল্ডের পরিবর্তন হয়। তখন কমপিউটার ঐ দুই পয়েন্টের কো-অর্ডিনেট ক্যালকুলেট করে। কো-অর্ডিনেট শনাক্তকরণের পর স্পেশাল ড্রাইভার ইউম্যান টাচ্কে এমনভাবে ট্রান্সলেট করে যেন তা অপারেটিং সিস্টেম বুঝতে পারে।

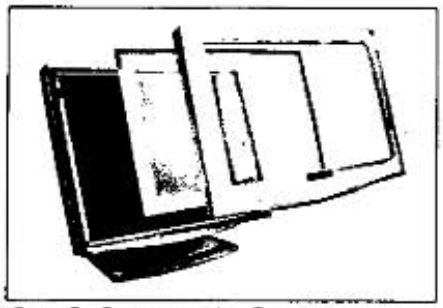

চিত্র-১ তিনটি লেয়ার যুক্ত টাচ্স্ক্রীন

ক্যাপাসিটিভ সিস্টেমে চার্জ স্টোর/জমা রাখে এমন একটি লেয়ার গ্লাস প্যানেল উপরে বসানো হয়। ইউজার মনিটর স্পর্শ করলে কিছু চার্জ তার হাতে চলে আসে এবং তার ফলে ক্যাপাসিটিভ লেয়ারের ঐ স্থানের চার্জ কমে যায়। চার্জ মেজার সার্কিট মনিটরের সাথে প্রতি কর্নারে যুক্ত থাকে। কমপিউটার চার্জের রিলেটিভ ডিফারেন্স মেজার করে টাচ্ পয়েন্ট ক্যালকুলেট করে। তারপর রেসিসটেটিভ সিস্টেমের মতোই ঐ পয়েন্টের ইনফরমেশন এমনভাবে ট্রান্সলেট করে যেন তা অপারেটিং সিস্টেম বুঝতে পারে। ক্যাপাসিটিভ টাচ্স্ক্রীন অবশ্যই আঙুল দিয়ে স্পর্শ করতে হবে। অন্যদিকে রেসিসটেটিভ এবং সারফেস ওয়েব প্যানেলে আঙুল ছাড়াও স্টাইলাস ব্যবহার করা যায়। এ সিস্টেমের এটি বাইরের উপাদান দিয়ে প্রভাবিত হয় না।

সারফেস ওয়েব টেকনোলজি আলট্রাসনিক ওয়েব ব্যবহার করে। যা গ্লাস প্যানেলের উপরে প্রবাহিত হয়। দুইটি ট্রান্সমিটার একটি রিসিভিং অন্যটি সেনডিং এক্স এবং ওয়াই অ্যাক্সেসে বসানো থাকে, যা ক্রমাগত গ্লাস প্লেটকে মনিটর করে। সেনডিং ট্রান্সমিটার ক্রমাগত সিগন্যাল পাঠায় রিসিভারকে। যখন মনিটরে স্পর্শ করা হয় তখন এক/একাধিক রিসিভার সিগন্যাল পায় না। এবং ঐ পয়েন্ট শনাক্ত করা হয়। এ সেটআপে কোনো মেটালিক লেয়ার নেই। তিনটি ডিসপ্লে সিস্টেমের মধ্যে এটি সবচেয়ে ভালো ডিসপ্লে প্রদর্শন করে। এটি আঙুল ছাড়াও অন্য কোনো বস্তু দিয়ে স্পর্শ করলে তা শনাক্ত করতে পারে। তবে কোনো বস্তু দিয়ে স্পর্শ করা উচিত নয়। এ তিনটি সিস্টেমের মধ্যে রেসিসটেটিভ সবচেয়ে সস্তা। অন্যদিকে সারফেস লেয়ার সেটআপ সবচেয়ে দামি এবং সবচেয়ে ভালমানের ডিসপ্লে প্রদর্শন করে।

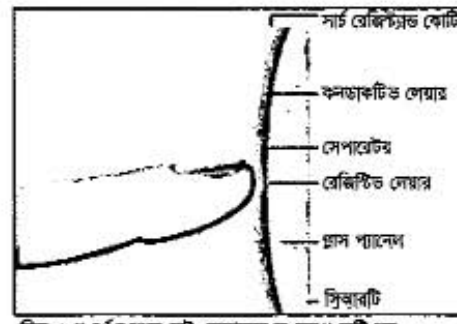

চিত্র-২ স্পর্শ করলে দুই লেয়ারের সংযোগ সৃষ্টি হয়

কীভাবে টাচ্স্ক্রীন কাজ করে

টাচ্স্ক্রীন একটি ইনপুট ডিভাইস, যাতে ইউজার স্পর্শ করে অপারেট করতে পারে। এ ইনপুট সিস্টেম তিনটি উপাদান নিয়ে গঠিত। এগুলো হলো: ১. টাচ্ সেন্সর, ২. কন্ট্রোলার, ৩. সফটওয়্যার ড্রাইভার।

এছাড়া যেহেতু এটি একটি ইনপুট ডিভাইস তাই অবশ্যই একে ডিসপ্লে এবং পিসি'র সাথে যুক্ত করতে হবে পরিপূর্ণ ইনপুট সিস্টেমের জন্য।

টাচ্ সেন্সর: টাচ্ সেন্সর একটি টাচ্ রেসপনসিবল সারফেস যুক্ত প্যানেল। এ সেন্সর/প্যানেল ডিসপ্লে ইউনিটের উপরে বসানো থাকে। বিভিন্ন ধরনের টাচ্ সেন্সর বাজারে পাওয়া যায়। প্রতিটির ইনপুট শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া ভিন্ন। সাধারণত সেন্সরের মধ্য দিয়ে কারেন্ট/সিগন্যাল প্রবাহিত হয় এবং স্ক্রীন স্পর্শ করলে ঐ অংশের পরিবর্তন সাধিত হয়। সেন্সরটি তিনটি লেয়ার নিয়ে গঠিত। সামনের লেয়ার ওয়্যার ইলেকট্রিক মেটাল হিসেবে কাজ করে। মাঝের লেয়ারটি মাইক্রো প্রোফাইল ওয়্যার দিয়ে মোড়ানো। এ তারগুলো ইউনিক প্যাটার্নে সজ্জিত এবং কন্ট্রোলারের সাথে যুক্ত। কন্ট্রোলার সিগন্যাল প্রসেস করে এবং ইউএসবি বা RS-232 সিরিয়াল পোর্টের মাধ্যমে হোস্ট কমপিউটারের সাথে যুক্ত থাকে।

কন্ট্রোলার

কন্ট্রোলার একটি ছোট পিসি কার্ড যা টাচ্ সেন্সর এবং পিসি'র মধ্যে সংযোগ সাধন করে, তাই এটি একটি কন্ট্রোলার। এটি টাচ্ সেন্সর থেকে ইনফরমেশন নেয় এবং ঐ ইনফরমেশন এমনভাবে ট্রান্সলেট করে যেন তা পিসি বুঝতে পারে। কন্ট্রোলার সেট করার পর তা ইনস্টল করতে হয় এবং এ কন্ট্রোলারই নির্ধারণ করে কি ধরনের কানেকশন পিসি'র জন্য দরকার। ইন্টিগ্রেটর টাচ্ মনিটরে অতিরিক্ত ক্যাবল কানেকশন টাচ্স্ক্রীনের পেছনে যুক্ত থাকে। মার্কেটে সিরিয়াল/কম (COM) পোর্ট অথবা ইউএসবি পোর্ট যুক্ত কন্ট্রোলার পাওয়া যায়।

সফটওয়্যার ড্রাইভার

ড্রাইভার হচ্ছে একটি সফটওয়্যার যা টাচ্স্ক্রীন এবং কমপিউটারকে একই সাথে কাজ করার জন্য ইনস্ট্রাকশন প্রদান করে। এটি অপারেটিং সিস্টেমকে বলে কীভাবে ইনফরমেশন ইন্টারপ্রেট করতে হবে। বর্তমানে বেশির ভাগ ড্রাইভারই মাউস ইম্যুলেশন টাইপ ড্রাইভার। যার ফলে স্ক্রীন টাচ্ করলে মাউস ক্লিকের মতো একই কাজ হয়।

টাচ্স্ক্রীন যেখানে ব্যবহার হয়

টাচ্স্ক্রীন টেকনোলজি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহার হয়ে আসছে। পাবলিক ইনফরমেশন ডিসপ্লে, পয়েন্ট অফ সেল সিস্টেম, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ট্রোল সিস্টেম তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য।

পাবলিক ইনফরমেশন ডিসপ্লে: বিভিন্ন টুরিজ্যম ডিসপ্লে, ট্রেড শো ডিসপ্লে এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিসপ্লের ক্ষেত্রে টাচ্স্ক্রীন ব্যবহার করা হয়। ফলে সাধারণ মানুষ যারা কমপিউটার ব্যবহারে পারদর্শী নয় তারাও এটি ব্যবহার করতে পারে। টাচ্ করেই ইনপুট প্রদান তাদের কাজকে অনেক সহজ করে তোলে।

রেস্টুরেন্ট এবং রিটেল সিস্টেম: টাচ্স্ক্রীন টেকনোলজি এমপ্লোয়িদের জন্য ব্যবহার করা অধিক সুবিধাজনক। এর ট্রেনিংয়ে সময় কম লাগে। এটি ক্যাশ রেজিস্টার, অর্ডার এন্ট্রি স্টেশন, সিটিং এবং রিজার্ভেশনের কাজে ব্যবহার করা হয়।

কাস্টমার সেলফ সার্ভিস

টাচ্স্ক্রীন টেকনোলজি ব্যবহারের ফলে কাস্টোমারকে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। টাচ্ করে সহজেই অল্প সময়ে ইনপুট দিতে পারে। এতে সময়ও কম লাগে।

এএসপি ডট নেট

হাসান শহীদ ফেরদৌস

এএসপি ডট নেট পাঠশালায় গত চারটি সংখ্যায় আমরা এএসপি ডট নেট দিয়ে ওয়েবভিত্তিক কয়েকটি প্রজেক্টের মাধ্যমে এর বিভিন্ন অংশ নিয়ে আলোচনা করেছি। সেগুলোর মাধ্যমে এএসপি ডট নেটের অমিত সম্ভাবনা আর ক্ষমতার কথা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু মাইক্রোসফট এএসপি ডট নেটকে শুধু ওয়েবপেজ ডেভেলপমেন্ট টেকনোলজি হিসেবে তৈরি করেনি।

তারা বুঝেছে, সারা দুনিয়ায় ভবিষ্যত কমপিউটিং হবে ইন্টারনেট বা নেটওয়ার্কভিত্তিক, সব কাজ হবে নেটওয়ার্কে বসে, স্ট্যান্ডঅ্যালোন ডেস্কটপ সফটওয়্যারকে রিপ্লেস করবে নেটওয়ার্কভিত্তিক সফটওয়্যার। ইতোমধ্যেই ভার্চুয়াল অফিস কথাটা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ইন্টারনেটের কল্যাণে আপনার অফিস এসে পড়েছে ঘরে বা বারান্দায়, অথবা সমুদ্র সৈকতে! তাই এতদিন যেসব কাজ শুধু ডেস্কটপ এপ্লিকেশনে করা যেতো, সেসব সুবিধা মাইক্রোসফট নিয়ে এসেছে এএসপি ডট নেটে। তেমনি একটি টুল হলো Crystal Report.

দুনিয়াজোড়া ইউজার লেভেলের সফটওয়্যারগুলোর বেশিরভাগই ডাটাবেজভিত্তিক। আর যেখানেই ডাটাবেজ, সেখানেই দরকার ডাটাকে এনালাইসিস করা, প্রাপ্ত ডাটার ওপর রিপোর্ট তৈরি করা। রিপোর্ট তৈরির জন্য জনপ্রিয় সফটওয়্যার নিঃসন্দেহে ক্রিস্টাল রিপোর্ট। যাদের কথাই হচ্ছে 'If you have the data, we can make the report'. ভিজ্যুয়াল স্টুডিও ২০০৫-এর সাথেই আসে Crystal Report. আপনি যদি ইনস্টল না করে থাকেন তবে এখনই সেটি ইনস্টল করে নিন। এএসপি ডট নেট দিয়ে খুব সহজেই ক্রিস্টাল রিপোর্ট ব্যবহার করে রিপোর্ট দেখা যায়। ক্রিস্টাল রিপোর্ট সফটওয়্যারটির বিভিন্ন অংশ স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়।

আমাদের প্রজেক্টে ক্রিস্টাল রিপোর্ট কীভাবে ব্যবহার করতে পারি তা একটি উদাহরণের মাধ্যমে ধাপে ধাপে দেখানো হয়েছে। ক্রিস্টাল রিপোর্ট সম্পর্কে বিস্তারিত শেখার জন্য একটি চমৎকার বই 'The Complete Reference Crystal Reports 10'. তবে ক্রিস্টাল রিপোর্ট খুবই সহজ একটি সফটওয়্যার। একটু চেষ্টা করলে আপনি নিজেই প্রায় সবকিছু করতে পারবেন।

এএসপি ডট নেট-এর তৃতীয় পর্বের রেজিস্ট্রেশন ফরম বা UserAccount টেবিলটির কথা কী মনে আছে? ধরুন, আপনি গ্রুপটির এডমিনিস্ট্রেটর। আপনি জানতে চাইলেন আপনার গ্রুপটির সব সদস্যদের নাম, ই-মেইল অ্যাড্রেস ইত্যাদি। কয়েকটি সমাধান আছে, এর মধ্যে একটি হল ডাটাবেজ থেকে লোড করে এনে কোনো লেবেলে বা DataGrid-এ দেখানো। কিন্তু এ সমাধানটা খুব আকর্ষণীয় নয় এবং অনেক ধরনের রিপোর্টই এভাবে দেখাতে

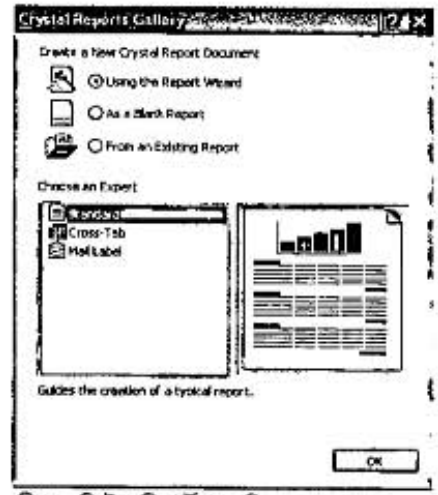

চিত্র-১: ক্রিস্টাল রিপোর্ট গ্যালারি

পারবেন না। সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি কোম্পানিতে দেখেছি, সারাদেশে তাদের সবগুলো ব্রাঞ্চ ইন্টারনেট দিয়ে কানেক্টেড এবং সেগুলো থেকে তাদের কার্যক্রমের সব ডাটা হেড অফিসের ডাটাবেজে জমা হচ্ছে। এখন হেড অফিস যদি তাদের সবগুলো ব্রাঞ্চের উৎপাদন তুলনামূলক গ্রাফে দেখতে চায় তবে কি করবেন? সবচেয়ে সহজ পথ হচ্ছে এএসপি ডট নেটের সাথে এমবেডেড ক্রিস্টাল রিপোর্ট ব্যবহার করা।

এএসপি ডট নেটে একটি নতুন ওয়েবসাইট তৈরি করে বা পুরানো প্রজেক্টের ওয়েবসাইটি ওপেন করুন। তারপর সলিউশন এক্সপ্লোরারে প্রজেক্টের নামের উপর রাইট ক্লিক করে সিলেক্ট করুন 'Add New Item.' সেখান থেকে Crystal Report সিলেক্ট করে তার নাম দিন Test Report.rpt। এভাবে নতুন একটি ক্রিস্টাল রিপোর্ট ফাইল যুক্ত করুন প্রজেক্টটিতে। নতুন একটা ফরম আসবে ক্রিস্টাল রিপোর্ট গ্যালারি নামে। এখানে তিনটি অপশন পাবেন শুরুতেই।

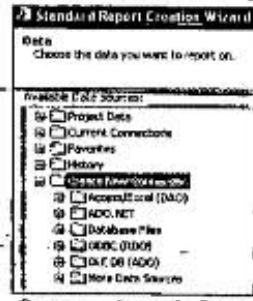

চিত্র-২ : স্ট্যান্ডার্ড রিপোর্ট ক্রিয়েশন উইজার্ড

প্রথম অপশন (Using Report Wizard) সবচেয়ে সহজ নবীনদের জন্য। সেখান থেকে 'Expert' হিসেবে 'Standard' সিলেক্ট করে ওকে করলে, স্ট্যান্ডার্ড রিপোর্ট ক্রিয়েশন উইজার্ড আসবে (চিত্র-২) সেখানে 'Create New Connection' এক্সপান্ড করে OLE DB (ADO)-এই নোডটিকে এক্সপান্ড করুন। OLE DB Provider জানতে চেয়ে একটি ফরম আসবে। ওরাকল ব্যবহার করে থাকলে 'Microsoft OLE DB Provider for Oracle' অথবা SQL Server ব্যবহার করে থাকলে 'Microsoft OLE DB Provider for SQL Server' সিলেক্ট করে নেক্সট-এ চাপুন। (চিত্র-৩)

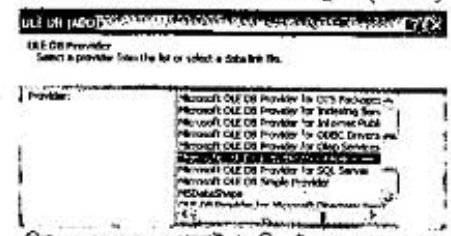

চিত্র-৩ : OLE DB প্রোভাইডার সিলেক্ট করুন এখান থেকে

ওরাকলের জন্য Service, User ID আর Password দিয়ে নেক্সট-এ ক্লিক করুন। এসকিউএল সার্ভারের জন্য নাম, ইউজার আইডি, পাসওয়ার্ড আর ডাটাবেজের নাম বলুন। তবে সবচাইতে সহজ হলো 'Integrated Security' চেকবক্সে ওকে করা। 'Next' করে 'Finish' চাপুন।

এবার ফরমটির OLE DB (ADO)-এর অধীনে orcl নোডটি থেকে আপনার ইউজার আইডি (আমার ক্ষেত্রে Scott) এর নোডটি এক্সপান্ড করুন। তার মধ্যে Tables থেকে 'All Message' আর 'UserAccount' টেবিল দুটি সিলেক্ট করে '>' বাটনে ক্লিক করে ডানে নিয়ে আসুন। (চিত্র-৪)

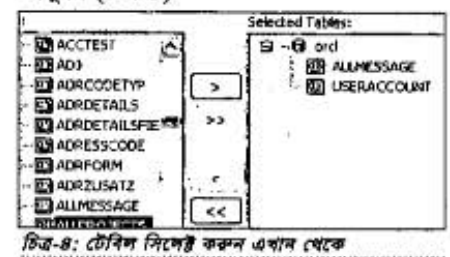

চিত্র-৪: টেবিল সিলেক্ট করুন এখান থেকে

Next চেপে লিঙ্ক করার ফরমটিতে আসুন। এখানে আপনি বলে দিবেন টেবিল দু'টি কোন ফিল্ডের উপর ভিত্তি করে যুক্ত করা হবে। আমাদের উদাহরণের জন্য AllMessage টেবিলের 'From-User'-কে সিলেক্ট করে UserAccount টেবিলের User-ID-এর উপর ড্র্যাগ করে ড্রপ করুন। (চিত্র-৫)

চিত্র-৫: টেবিলগুলো লিঙ্ক করুন এভাবে

এবার ঠিক করুন কোন কোন কলাম রিপোর্টে যাবে। আমাদের উদাহরণের জন্য 'AllMessage' টেবিল থেকে Message আর User Account থেকে User-ID, E-Mail-কে নিয়ে আসুন ডান পাশে।

এবার আসবে grouping করার ফরম। কোন কলামের ওপর Grouping করলে ওই কলামে একই Value বিশিষ্ট সারিগুলো একত্রে দেখাবে। আবার সেই গ্রুপের ওপর আলাদা aggregate query ও চালানো যায়। যাই হোক, আমরা এখানে কোন গ্রুপিং করবো না। তাই নেক্সট চেপে চলে যান পরের ফরমে।

এবার আসবে সামারি ও রেকর্ড সিলেকশন ফরম। আপনি যদি Specific কোনো ডাটা ভ্যালুর ▶

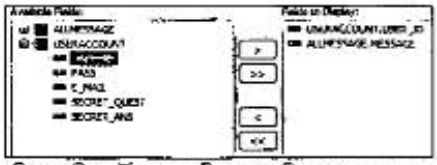

চিত্র-৬: রিপোর্টের প্রয়োজনীয় কলাম সিলেকশন করুন

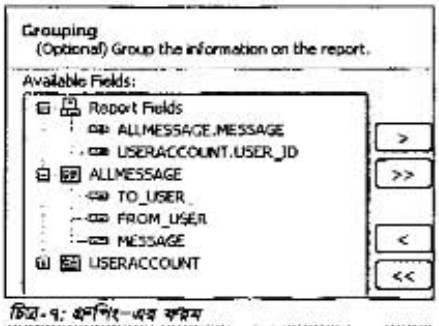

চিত্র-৭: গ্রুপিং-এর ফরম

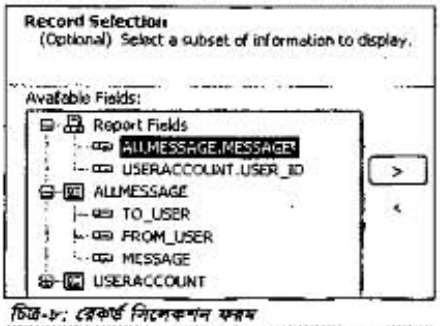

চিত্র-৮: রেকর্ড সিলেকশন ফরম

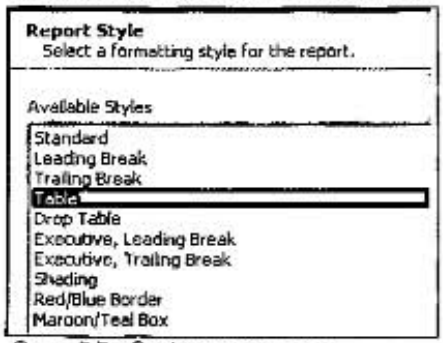

চিত্র-৯: স্টাইল সিলেক্ট করুন এখান থেকে

ওপর ভিত্তি করে রিপোর্ট চান, তবে এটি ব্যবহার করবেন। তবে আমরা এটা না করে বরং প্যারামিটার ব্যবহার করে সিলেকশন করব। তাই নেক্সট চেপে রিপোর্ট স্টাইলের ফরমে চলে যান।

বিভিন্ন রকম Predefind স্টাইল আছে ক্রিস্টাল রিপোর্টে। এখান থেকে এ কাজটি করা সবচেয়ে সহজ; তবে আপনি পরেও তা পরিবর্তন করে কাস্টোমাইজ করতে পারবেন। আমরা স্টাইল হিসেবে 'Table' সিলেক্ট করতে পারি। 'Finish' চেপে বের হয়ে আসুন।

আপনার রিপোর্ট তৈরি শেষ!

এবার সলিউশন এক্সপ্লোরার থেকে TestReport.rpt ফাইলটি ওপেন করুন। একটি রিপোর্টের পাঁচটি অংশ থাকে। প্রথমে থাকবে রিপোর্ট হেডার। এখানে যা লেখা থাকবে তা রিপোর্টের শুরুতে একবার আসবে। আরেকটি অংশ রিপোর্ট ফুটারে। সেখানে যা থাকবে তা রিপোর্টের শেষে একবার আসবে। আর দুটি অংশ হলো পেজ হেডার ও পেজ ফুটার। সেখানে যা থাকবে তা রিপোর্টের প্রতি পেজে পুনরাবৃত্তি হবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ডিটেইলস অংশটুকু (সেকশন ৩)। আমাদের ডাটাগুলো এখানেই আসবে। রিপোর্টের 'Field Explorer' অংশটুকু আমাদের দরকার হবে। সেটি দেখা না গেলে যেকোনো ফাঁকা জায়গায় রাইট ক্লিক করে প্রাপ্ত কনটেক্সট মেনু থেকে 'Field Explorer' সিলেক্ট করুন।

ক্রিস্টাল রিপোর্ট ব্যবহার করা খুব সহজ। এটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেন সাধারণ কমপিউটার ব্যবহারকারীরাও রিপোর্ট তৈরি করতে পারবেন খুব সহজে। বাম পাশের টুলবক্সে দেখবেন তিন ধরনের অবজেক্ট আছে 'Text Object' বা অন্য অবজেক্ট রিপোর্টে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে ব্যবহার করতে পারেন সহজেই। কিছুক্ষণ গবেষণা করুন এটি নিয়ে। রিপোর্টের নিচের অংশে দেখবেন 'Main Report Preview' নামে একটি বাটন। সেখানে আপনার রিপোর্টের প্রিভিউ দেখে নিতে পারেন যেকোনো সময়।

এবার ফিল্ড এক্সপ্লোরার ওপেন করুন। ডাটাবেজ ফিল্ডস-এর মধ্যে দেখবেন আমাদের টেবিল দু'টির নাম। এ টেবিল দু'টির যেসব কলাম ব্যবহার করা হয়েছে তাদের নামের পাশে টিক চিহ্ন দেখবেন। আপনি চাইলে অন্য কোনো কলাম ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করেও ব্যবহার করতে পারবেন বা ফর্মুলা ব্যবহার করে ফরমেটও ম্যানিপুলেশন করতে পারবেন। ক্রিস্টাল রিপোর্টের একটি শক্তিশালী ফিচার এই ফর্মুলা।

এবার দেখা যাক আমাদের ওয়েবসাইটে রিপোর্টটি কীভাবে দেখাবে। প্রজেক্টে নতুন একটি ওয়েবফরম যুক্ত করুন 'TestReportview' নাম দিয়ে। এবার ডিজাইন মোডে গিয়ে টুলবক্সের ক্রিস্টাল রিপোর্টস অংশ থেকে একটি Crystal ReportViewer কন্ট্রোল ড্র্যাগ করে ফরমে নিয়ে আসুন। কন্ট্রোলটির ডান পাশের উপরের কোণায় যে তীর চিহ্নিত বাটন আছে তাতে ক্লিক করলে Crystal Report Viewer tasks নামের পপ আপ উইন্ডো আসবে। সেখানে রিপোর্ট সোর্স হিসেবে 'New Report Source' সিলেক্ট করলে একটি উইন্ডো আসবে (চিত্র-১০)। সেখানকার কম্বো বক্সে Test Report.rpt কে সিলেক্ট করে ওকে করুন।

চিত্র-১০: রিপোর্ট সোর্স বলে দিন এখান থেকে

আপনার রিপোর্ট তৈরি শেষ। ওয়েবপেজটি রান করে দেখে নিন কেমন লাগে দেখতে। বিভিন্ন রকমের রিপোর্ট তৈরি করে দেখুন আপনার দরকারমতো।

আরেকটি ছোট বিষয় দেখে আমাদের ক্রিস্টাল রিপোর্ট সংক্রান্ত আলোচনা শেষ করছি– আর তা হলো প্যারামিটার। Test Report.rpt ফাইলটি ওপেন করে ফিল্ড এক্সপ্লোরারে যান। সেখানে Parameter fields-এর উপর রাইট ক্লিক করে নিউ চাপুন। একটি ফরম আসবে। সেখানে প্যারামিটার নেম হিসেবে দিন 'UserName'. Prompting text হিসেবে যা ইচ্ছে হয় লিখুন আর Value Type হিসেবে দিন string.

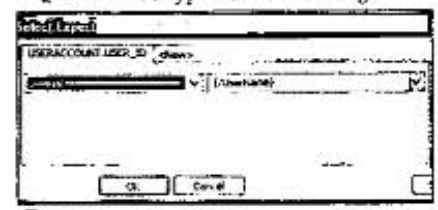

চিত্র-১১: Slect Expert করুন

এবার রিপোর্টের যেকোনো ফাঁকা জায়গায় রাইট ক্লিক করে Report>Select Expert-এ যান। সেখানে Useer Account. User-D সিলেক্ট করে ওকে করুন। এবার যে ফরম আসবে সেখানে UserAccount.User-ID ট্যাব থেকে প্রথমে সিলেক্ট করুন 'is equal to' আর পরে সিলেক্ট করুন {?UserName}। OK করে বেরিয়ে আসুন।

এবার প্রজেক্ট রান করলেই দেখতে পাবেন আপনাকে, User Name জিজ্ঞেস করবে, সেখানে যে নাম দেবেন শুধু সেই User-ID বিশিষ্ট ডাটাগুলো রিপোর্টে আসবে। এএসপি ডট নেটের এমবেডেড ক্রিস্টাল রিপোর্ট এমনই সহজ ও কাজের জিনিস।

ফীডব্যাক: webtonmoy@yahoo.com

পাঠকদের প্রতি

কমপিউটার বিষয়ক আপনার যে কোন লেখা, চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা, আইডিয়া, সফটওয়্যার টিপস, কারু-কাজ, মতামত বা পুস্তক সমালোচনা লিখে পাঠালে আমরা তা কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশ করতে পারলে আনন্দিত হবো। ছাপানো লেখার জন্য লেখকদের যথাযথ সম্মানী দেয়া হয়। আপনাদের সহযোগিতা আমাদের কাম্য।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা:

'মাসিক কমপিউটার জগৎ' রুম নং ১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি, রোকেয়া সরণী, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

আইসিটি শব্দফাঁদ

(৫১পৃষ্ঠার পর)

সমাধান:

আ	ই	পি	এ	স		লু	পু
সু			মু				প
স		ক	পি	রা	ই	ট	
	ই		জি		মে		হে
মা	উ	স		আ	ই	প	ড
	নি		শ্রা		ল		
ফ্যা	স্ক		ই	ন			বা
ট		ক্যা	ড		বা	য়ো	স

ডিলিট করা ফাইল পুনরুদ্ধার

শুংফুল্লেছা রহমান

এমন কোনো কমপিউটার ব্যবহারকারী নেই, যিনি ডাটা হারানোর কারণে ঝুট-ঝামেলায় পরেননি বা বিব্রতকর অবস্থার মুখোমুখি হননি। বস্তুত ডাটা হারানোর ব্যাপারটি এখন এক নিয়মিত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। ডাটা বিভিন্ন কারণে হারিয়ে যেতে পারে। কখনো ডাটা হারাতে পারে দুর্ঘটনা বা অসতর্কভাবে ডাটা মুছে ফেলার জন্য। কখনো হারাতে পারে ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে ডাটা ড্যামেজ হলে। কখনোবা হার্ডডিস্কের সমস্যার কারণেও ডাটা হারায়। যে কারণেই ডাটা হারিয়ে যাক না কেন, অনভিজ্ঞ ব্যবহারকারীরা কখনোই তাদের হারানো ডাটাকে উদ্ধার করতে পারেন না বা ফিরে পান না।

যখন কোনো ফাইল তৈরি করা হয়, স্বাভাবিক নিয়মে সেই ফাইল তত দিন পর্যন্ত থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি স্বেচ্ছায় তা ডিলিট করছেন। ফাইল ডিলিট করার মানে এই নয় যে, তার অস্তিত্ব শেষ। ইচ্ছে করলে আপনি ডিলিট করা ফাইল আবার উদ্ধার করতে পারবেন। ফাইল উদ্ধার করার জন্য ডেস্কটপে রিসাইকেল বিন ওপেন করুন। এবার কাঙ্ক্ষিত ফাইলকে সিলেক্ট করুন এবং ড্র্যাগ করে তা ডেস্কটপে অথবা এক্সপ্লোরার উইন্ডোতে নিয়ে আসুন ফাইল পুনরুদ্ধারের জন্য। অথবা রিসাইকেল বিনকে ওপেন করার জন্য ডাবল ক্লিক করে ফাইল সিলেক্ট করুন। এরপর মূল ফোল্ডার ফাইলকে রিস্টোর করার জন্য পপ-আপ মেনু থেকে রিস্টোর সিলেক্ট করুন।

এভাবেই ডিলিট করা ফাইলকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। কিন্তু রিসাইকেল বিনকে যদি খালি করা হয়, তাহলে কী ঘটবে? এতে ফাইলের অস্তিত্ব কি আর থাকবে? আপত দৃষ্টিতে বলা যায় এরপরও ডিলিট করা ফাইলের অস্তিত্ব থেকেই যাবে ডাটা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস না করা পর্যন্ত। মাইক্রোসফটের মতে, ফাইলটি ডিলিট করে রিসাইকেল বিনকে খালি করলেও সেই ফাইলকে পুনরুদ্ধারের যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকেই যায়।

যা রিসাইকেল করা যায় না

রিসাইকেল বিনকে আমরা অনেক সময় বিস্ময়কর হিসেবে মেনে নিলেও সেখানে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। রিসাইকেল বিন, ডিলিট করা সব ফাইলকে ধরতে পারে না। বিশেষ করে নতুনদের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি অনেকটা সত্য। ডেস্কটপ বা উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার থেকে ফাইল ডিলিট করলে সেখানেই সমাপ্ত ঘটে। কমপ্যায়েন্ট প্রোগ্রামের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে ফাইল ডিলিট করা যায়। ডস প্রম্পটে ফাইল ডিলিট করা যায় যদিও তা রিসাইকেল বিনকে এড়িয়ে যায়, যেভাবে রিমুভাল মিডিয়া, যেমন ফ্লপি ডিস্ক বা জিপ ডিস্ক এবং কম্প্রেস করা ফোল্ডার, রিসাইকেল বিনকে এড়িয়ে যায়।

প্রায় সব জনপ্রিয় বাণিজ্যিক প্রোগ্রামই কমপ্লায়েন্ট। এসব প্রোগ্রামের মধ্যে কোনো এক প্রোগ্রামের ফাইলকে ডিলিট করলে, তা সরাসরি রিসাইকেল বিনে চলে যায়। সেখান থেকে ফাইলকে প্রয়োজনে রিস্টোর করা যায়।

কেন ফাইল অদৃশ্য হয় না?

যখন কোনো ফাইলকে ডিলিট করা হয় এবং তা রিসাইকেল বিনে অবস্থান নেয়, তখন কী ঘটে? বস্তুত ফাইল রিসাইকেল বিনে মুভ করে না। উপরন্তু ফাইল একই জায়গায় থাকে, তবে ডিরেক্টরি এন্ট্রি সম্পূর্ণ পাথ এবং ফাইলের ফাইল নেম রিমুভ হয় এবং Reeycled নামে একটি হিডেন বা লুকানো ফোল্ডারে অবস্থান করে। যদি আপনার একাধিক ড্রাইভ থাকে, তাহলে প্রতিটি ড্রাইভের জন্য Recycled নামে আলাদা ফোল্ডার থাকবে। এ অবস্থায় ফাইলকে রিনেম করতে হবে পুনরুদ্ধারের জন্য। মূল নাম এবং ফাইলের লোকেশন স্টোর হয় হিডেন ইনডেক্স ফাইলে, যা INFO2 নামে পরিচিত। এটি রিসাইকেল ফোল্ডারের অবস্থান করে।

রিসাইকেল বিন ওপেন করে ফাইল সিলেক্ট করুন। এরপর Restore-এ ক্লিক করলে INFO ফাইল থেকে মূল পাথ রিড হয়। ফাইলের রিনেম করা এবং এর ডিরেক্টরি এন্ট্রি রিস্টোর করা হয়।

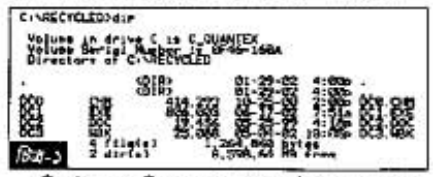

চিত্র-১

রিসাইকেল বিন হলো FIFO স্ট্যাক First In, First Out. অর্থাৎ যে ফাইল যত আগে ডিলিট করা হবে, সে ফাইল তত তাড়াতাড়ি রিসাইকেল বিন থেকে ডিলিট হবে। যখন রিসাইকেল বিন পূর্ণ হবে, তখন উইন্ডোজ রিসাইকেল বিন থেকে ফাইল ডিলিট করতে থাকবে ক্রমানুসারে, যাতে পরবর্তী সময়ে নতুন ফাইল ডিলিট করতে পারে। এ কাজটি করার জন্য রিসাইকেল বিনে রাইট ক্লিক করে পপ-আপ মেনু থেকে Empty Recycle Bin সিলেক্ট করে ডিলিট-এ ক্লিক করতে হবে।

এর ফলে ফাইল ডিলিট হয় না, উপরন্তু উইন্ডোজ ফাইল ডিরেক্টরি এন্ট্রি পরিবর্তন করে ও ইঙ্গিত দেয় যে, ফাইলটি প্রয়োজনীয় স্পেস দখল করে আছে এবং এর আর দরকার নেই। তবে প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে। কেননা, ডাটা থেকেই যায়। তবে অন্য কোনো ফাইলের জন্য যদি অপারেটিং সিস্টেমের স্পেসের প্রয়োজন হয়, তখন সিকোয়েন্স অনুযায়ী ফাইল ওভাররাইট করে। বস্তুত যতক্ষণ পর্যন্ত না ফাইল ওভাররাইট হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফাইল হার্ডডিস্কে থেকেই যাবে এবং তা রিকোভার করা যাবে। ফাইল ডিলিট করার পর পরবর্তী কার্যক্রম- যেমন ক্রিয়েটিং, এডিটিং বা ফাইল কপি করা- সীমিত করা গেলে ডিলিট করা ফাইলকে পুনরুদ্ধার করার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

রিসাইকেল বিন এড়িয়ে যাওয়া

রিসাইকেল বিনে না পাঠিয়ে ফাইলকে সরাসরি ডিলিট করতে চাইলে ফাইল সিলেক্ট করে Shift+Del চাপুন। এরপর Yes চাপুন। ফলে ফাইলকে আর রিসাইকেল বিনে দেখা যাবে না। তবে কোনো ফাইলের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব মুছে ফেলার জন্য খার্ড পার্টি ইউটিলিটি, যেমন-ফাইল প্রেডার (পার্সোনাল ইউজারের জন্য ফ্রি) ব্যবহার করা যেতে পারে।

ডিলিট করা ডাটা রিকোভার করা

কোনো ফাইল মোছা হলে তা অনেক সময় ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন হতে পারে, তাই অনেকে ডাটা রিকোভারি ইউটিলিটি ইনস্টল করেন। কিন্তু এটি সঠিক সিদ্ধান্ত নয়। কেননা ডিলিট করা ফাইল হার্ডডিস্কে থেকে যায়, যা পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে। কিন্তু কোনো রিকোভারি ইউটিলিটি ইনস্টল করলে অনেক সময় আপনার কাঙ্ক্ষিত ফাইলের ওভার রাইট হতে পারে, যার ফলে যে ডাটা রিকোভার করতে চাচ্ছেন তা হয়তো স্থায়ীভাবে মুছে যেতে পারে।

হারিয়ে যাওয়া ডাটা রিকোভার করতে চাইলে প্রথমে কমপিউটারের পাওয়ার অফ করুন এবং হার্ড ড্রাইভকে বের করে নিন। ভিন্ন কোনো হার্ডডিস্ক কমপিউটারে ইনস্টল করে উইন্ডোজ ইনস্টল করুন। নতুন ইনস্টল করা হার্ডডিস্কে ডাটা রিকোভারি ইউটিলিটি ইনস্টল করুন। এবার পিসি শাটডাউন করে যে ড্রাইভে ডাটা রয়েছে, যা রিকোভার করতে চান, তা ইনস্টল করুন। এরপর একই সাইজের অন্য আরেকটি হার্ডডিস্ক ইনস্টল করুন। সিস্টেম বুট করে খালি ড্রাইভে সেক্টর বাই সেক্টর কপি করুন যা ধারণ করছে ডিলিট করা ডাটা। কপি প্রসেস সম্পন্ন হবার পর কমপিউটার শাটডাউন করুন এবং হার্ড ড্রাইভকে অপসরণ করুন, যা ধারণ করছে আপনার ডিলিট করা মূল ডাটা। এবার ডাটা রিকোভার প্রসেসের জন্য আপনার সিস্টেম প্রস্তুত।

এমন প্রশ্ন হচ্ছে, রিকোভারি প্রসেসের আগে কেন ড্রাইভ কপি করা উচিত? প্রথমে মূল ড্রাইভে রিকোভারি প্রসেসের প্রচেষ্টা না করাই উচিত, কেননা, যদি এ ড্রাইভে সরাসরি রিকোভারির কাজ করা হয় এবং এ কাজে যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়, তাহলে ডাটা রিকোভারের দ্বিতীয় কোনো অপশন বা সুযোগ থাকবে না। আর যদি কপি করে রিকোভারের কাজ করেন এবং এসময় যদি কোনো ভুল হয়, তাহলে কোনো ক্ষতি হবে না। কেননা, আপনি কপি করে কাজ করেছেন, ফলে প্রয়োজনে আপনি সেই কপি ব্যবহার করতে পারবেন এবং সমূহ বিপদ থেকে ডাটাকে রক্ষা করতে পারবেন। ডাটা হারানোর দ্বিতীয় মূল কারণ হার্ডডিস্ক করাপ্ট করা। সেক্ষেত্রে ডাটা করাপশন বিস্তৃত হতে পারে। তাই করাপ্ট করা হার্ডডিস্কের ব্যবহার কমিয়ে দেয়া উচিত, যাতে পরবর্তী সময় ডাটা হারানোর ঝামেলায় না পরতে হয়।

ড্যামেজ রিসাইকেল বিন ফিক্স করা

যদি রিসাইকেল বিনের INFO ড্যামেজ হয়, তাহলে রিসাইকেল বিনও কিন্তু খালি দেখাবে, এমনকি খালি না থাকলেও। এ অবস্থায় আপনি ফাইল রিস্টোর করতে পারবেন ফাইল সার্চ করে। এজন্য ক্লিক করুন-Start→Find→Files or Folders অথবা উইন্ডোজ এক্সপিতে Starts→Search-এ ক্লিক করে রিনেম করুন।

এরপরও যদি ফাইল রিকোভার করতে না পারেন, তাহলে INFO ফাইল ডিলিট করে চেষ্টা করতে পারেন। এর ফলে উইন্ডোজে পরবর্তী সময় যখন সিস্টেম রিস্টার্ট করা হবে, তখন একটি নতুন INFO ফাইল সৃষ্টি হবে। এবার রিবুট করলে, দেখতে পারবেন যে, 'রিসাইকেল বিন' এক্সেসযোগ্য হয়েছে। ফিক্স করার জন্য আপনাকে ডস প্রম্পটে নিম্নলিখিত কাজ করতে হবে। নিচে বর্ণিত প্রতিটি ডস কমান্ড টাইপ করে এন্টার চাপতে হবে।

(বাকী অংশ ৬১ পৃষ্ঠায়)

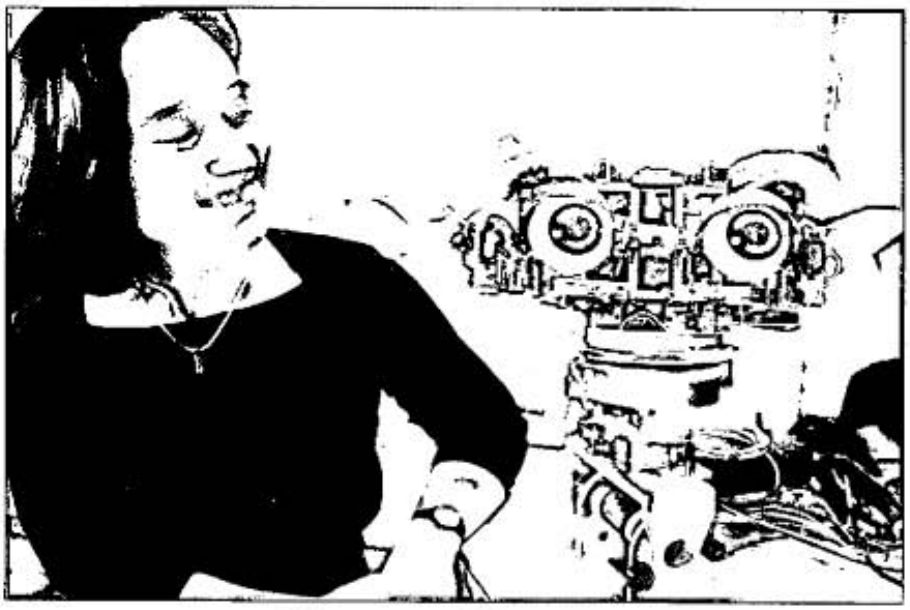

প্রায়-প্রাকৃতিক বুদ্ধিসম্পন্ন রোবটের সন্ধানে মানুষ

সুমন ইসলাম

রোবট নিয়ে ভাবনা প্রযুক্তিবিদদের আজকের নয়, বহু দিনের। তাদের নিরলস ও ক্রমাগত গবেষণায় আবিষ্কার হচ্ছে নিত্যনতুন রোবটিক যন্ত্রপাতি। এসব যন্ত্রের মধ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। ফলে নির্দেশ দেয়ামাত্রই কিংবা প্রয়োজনের সময় স্বয়ংক্রিয় উপায়ে সিগন্যাল পেয়ে রোবট দরকারি কাজটি করে দিচ্ছে। প্রযুক্তিবিদরা এখন চাইছেন এমন রোবট বানাতে, যার রয়েছে অনেকটা আমাদের মতো প্রাকৃতিক বুদ্ধিমত্তা। তারা গবেষণা করে দেখেছেন কোনো নিয়ন্ত্রক বা কম্যান্ডার না থাকা সত্ত্বেও পিঁপড়া নিজেই নিজের খাদ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ পিঁপড়ার মতো ক্ষুদ্র প্রাণীরও মস্তিষ্ক রয়েছে। সে ঠিকই বুঝতে পারে, কোথায় রয়েছে তার খাদ্য। এই বিষয়টি পর্যবেক্ষণের পরই বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করেন ন্যানো রোবট তৈরির কথা, যারা সব সময় নিয়ন্ত্রণে থাকবে, গ্রহ-নক্ষত্র খুঁজে বেড়াবে, মানব দেহে জটিল অস্ত্রোপচারসহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাজ করে দেবে। কানাডার ক্যালগারি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইভলিউশনারি অ্যান্ড সোয়ার্ম ডিজাইন রিসার্চ গ্রুপ'-এর নেতা ক্রিশ্চিয়ান জ্যাকব বলেছেন, জীবজগতে ঠিক কিভাবে মেধার আবির্ভাব ঘটে এবং কমপিউটার প্রযুক্তিতেও তেমন আবির্ভাব ঘটানো সম্ভব কি না, তা নিয়ে গবেষণা চলছে। আগামী ৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে হয়তো দেখা যাবে আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে আছে ঝাঁকে ঝাঁকে বুদ্ধিমান রোবট। কিন্তু এরা ঠিক কী করবে এবং এরা দেখতেই বা কেমন হবে–তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

যেকোনো ধরনের বুদ্ধিমত্তাকেই বিজ্ঞানীরা মূল্য দেন। সে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাই হোক, কিংবা প্রাকৃতিক। পিঁপড়া বা মৌমাছির খাদ্য সংগ্রহ, পাখির আকাশে ওড়া এবং মাছের সাঁতারকাটা এ সবকিছুই একটা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত। কমপিউটার বিজ্ঞানীরা এগুলো নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং তৈরি করেছেন এদের আচরণের মডেল। তারা দেখেছেন, কীট, পতঙ্গ, পাখি বা মাছ এরা সবাই ঝাঁক বেঁধে চলাফেরা করে থাকে। কি তাদেরকে এমনটা করতে অনুপ্রানিত করে তা এখনো বিস্ময়। এদের ঝাঁক বেঁধে চলার আচরণসমৃদ্ধ ক্ষুদ্রাকৃতির 'রোবট ঝাঁক' যদি তৈরি করা যায়, তাহলে এদের দিয়ে চষে বেড়ানো সম্ভব গ্রহ-উপগ্রহসহ সবকিছু। ঝাঁকের মধ্যে যদি কিছু রোবট কার্যক্ষমতা হারিয়েও ফেলে তাতেও পুরো মিশনের ক্ষতি নেই। ঝাঁকের অন্যরা তখন অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ অব্যাহত রাখবে।

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা ইতোমধ্যেই আকৃতি পরিবর্তন করে চলাচলে সক্ষম রোবট তৈরির কাজ শেষ করেছে। এর নাম দেয়া হয়েছে টেটওয়াকার। কারণ, এটি হচ্ছে টেটরাহেড্রন আকারের। নাসার গোডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টারের প্রকৌশলীরা এর সফল পরীক্ষাও সম্পন্ন করেছেন। দেখতে পিরামিডের মতো। এদের আকার হবে খুবই ক্ষুদ্র। চলাফেরা করবে ঝাঁক বেঁধে এবং পরিণত হবে 'অটোনোমাস ন্যানোটেকনোলজি সোয়ার্মস'-এ। পাথুরে বা এবড়ো থেবড়ো এলাকা দিয়ে যখন টেটওয়াকার বিচরণ করবে, তখন সে তার দৈহিক আকৃতি পরিবর্তন করতে পারবে।

এদিকে মঙ্গল গ্রহে অনুসন্ধানের জন্য বেসবল বানিয়েছেন প্রফেসর স্টিভেন ডুবোএসকির নেতৃত্বাধীন এমআইটির একটি দল। ২০ জুলাই বেসবলগুলো এরা পরীক্ষা করেও দেখেছেন। এমন হাজার হাজার বেসবল মঙ্গল পৃষ্ঠে বিচরণ করবে। এগুলো কখনো গড়িয়ে গড়িয়ে যাবে, আবার কখনো বা লাফিয়ে লাফিয়ে। এদের প্রত্যেকের কাছে থাকবে বিশেষ ধরনের সেন্সর ও ক্যামেরা। আপাতত নাম বলবোট। এরা নিয়ন্ত্রিত হবে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান)-এর মাধ্যমে। থাকবে একটি বেস স্টেশন। সেখান থেকে ডাটা পাঠানো হবে পৃথিবীতে।

সোয়ার্ম রোবট নিয়ে চলমান গবেষণা প্রকল্পে অর্থ জোগান দিচ্ছে ইউরোপীয় কমিউনিটির 'ফিউচার অ্যান্ড ইমার্জিং টেকনোলজিস প্রোগ্রাম'। এই প্রকল্পের লক্ষ্য স্ব-নিয়ন্ত্রিত, স্ব-সংযোজিত এবং জৈবিক গুণসম্পন্ন রোবট তৈরি করা। ইতোমধ্যে কিছু রোবট তৈরি করা হয়েছে, যাদের বলা হচ্ছে এস-বোট। এরা প্রয়োজনে পৃথকভাবে কিংবা একে অপরে একসঙ্গে বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিতে পারবে। প্রতিটি এস রোবটের রয়েছে সীমিত গণনা শক্তি, প্রক্সিমিটি সেন্সর, লাইট সেন্সর, একসেলারেমিটার, হিউমিডিটি সেন্সর, সাউন্ড সেন্সর, অমনি ডিরেকশনাল ক্যালার ক্যামেরা ফোর্স সেন্সর ইত্যাদি। সোয়ার্ম বোটের নকশা করা হয়েছে এমনভাবে যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে সে তার আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে। এই এস-বোটকে মহাকাশ অনুসন্ধান, উদ্ধার তৎপরতা এবং পানির নিচে অনুসন্ধানসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। গত বছর মার্চেই এই প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে।

ইন্টেলিজেন্ট স্মল ওয়ার্ল্ড অটোনোমাস রোবটস ফর মাইক্রো ম্যানিপুলেশন বা আই সোয়ার্ম প্রকল্পের কাজ চলছে জার্মানির কার্লশ্রুহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট ফর প্রসেস কন্ট্রোল অ্যান্ড রোবটিকস-এ। এ প্রকল্পের লক্ষ্য বিপুলসংখ্যক মাইক্রোবোট তৈরি করা। এদের কাজ হবে মাইক্রো-অ্যাসেমব্লিং এবং বায়োলজিক্যাল, মেডিক্যাল ও গৃহস্থলির কাজসহ বিভিন্ন গবেষণায় সহায়তা করা। তবে এদের মহাকাশ গবেষণায় পাঠানো হবে না। আই সোয়ার্মের আকার হবে মাত্র কয়েক মিলিমিটার। এই প্রকল্প ২০০৮ সাল পর্যন্ত চলবে।

বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে স্মার্ট ডাস্ট প্রকল্প। এর লক্ষ্য ব্যাপকভিত্তিক সেন্সর নেটওয়ার্কের জন্য মিলিমিটার স্কেল সেন্সিং অ্যান্ড কমিউনিকেশন প্লাটফর্ম তৈরি করা। এ প্রকল্পের আওতায় তৈরি করা ডিভাইসের আকার হবে বালুকণার সমান। এতে থাকবে সেন্সর ও বাই-ডিরেকশনাল বা উভয়মুখী ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন ব্যবস্থা। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কমপিউটার সায়েন্সের অধ্যাপক ক্রিস পিস্টার স্মার্ট ডাস্ট নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, এমন দিন আসছে যখন মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বলে আর কিছু থাকবে না। স্মার্ট ডাস্ট আঙুলের নখের ভেতরে অবস্থান নিয়ে দিব্যি কাজ করে যেতে পারবে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর নানা কাজে ব্যবহার করে এর সুফল পাওয়া সম্ভব। যেমনটি সম্ভব তাপমাত্রা মাপা, মাংস ও দুগ্ধজাত খাদ্য মনিটর করার ক্ষেত্রে।

এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, এসব অত্যাধুনিক ন্যানো রোবট যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় কিংবা কেন্দ্রের শাসন মানতে না চায়, নিজে নিজেই যা ইচ্ছে তাই করে বেড়ায় তাহলে কি হবে? প্রযুক্তিবিদরা বলছেন, এটাই ভাবনার কথা। রোবট যাতে কখনোই নিয়ন্ত্রণহীন হতে না পারে সে ব্যাপারে কাজ চলছে। আরো গবেষণায় হয়তো একদিন এ কাজে সফল হওয়া যাবে। তার আগে এসব রোবট, বিশেষ করে যেসব রোবট নিজে নিজেই বিনির্মিত হতে পারে, তাদের কোনো মিশনে নিয়োজিত করা উচিত হবে না।

শেষ পর্যন্ত প্রযুক্তি আমাদের কোথায় নিয়ে যায়– সেটাই এখন দেখার বিষয়।

ফীডব্যাক: sumonislam7@gmail.com

কমপিউটার জগতের খবর

অবশেষে উন্মুক্ত হচ্ছে ভিওআইপি লাইসেন্স

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ অবশেষে ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রটোকল (ভিওআইপি) লাইসেন্স উন্মুক্ত হচ্ছে। বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি) লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্র আহবান করেছে। আবেদন জমা দেয়ার শেষ সময় ৮ অক্টোবর বিকাল ৩টা। আগে থেকেই তারা সাময়িক সময়ের জন্য ভেরি স্মল অ্যাপার্চার টার্মিনালের (ভিস্যাট) মাধ্যমে ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিফোনি চালুর একটি প্রস্তাব বিবেচনা করছিল। দেশে ৪টি ভিওআইপি এক্সচেঞ্জ স্থাপনে দেরি হওয়ায় ওই প্রস্তাব নিয়ে ভাবা হয়। ভিওআইপি হচ্ছে বিশেষ যন্ত্রপাতি ও ভিস্যাট-এর মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে টেলিফোন করার একটি প্রযুক্তি।

বিটিআরসির কর্মকর্তারা জানান, টেলিকম খাতে সরকারের ব্যাপক রাজস্ব ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্যই তারা টেলিফোনি বেসরকারি খাতে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। তারা জানান, অবৈধ অপারেটররা কল টার্মিনেশন করায় সরকার প্রতি বছর অন্ত ৬০০ কোটি টাকার রাজস্ব হারাচ্ছে। টেলিফোন কলচার্জ কমানোর জন্য ২০০৩ সালের নভেম্বরে মন্ত্রিসভায় ইন্টারনেট টেলিফোনি প্রস্তাব অনমোদিত হয়।

২১ সেপ্টেম্বর ভিওআইপি লাইসেন্সের জন্য বিটিআরসির আমন্ত্রণপত্রে বলা হয়, বাংলাদেশে নথিভুক্ত কোম্পানি/ফার্ম, বাংলাদেশী অংশীদারের যৌথ মূলধনি প্রতিষ্ঠান, জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য এ সেবা দিতে ভিওআইপি লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারবে। যাদের এ ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা, কারিগরি দক্ষতা এবং অর্থনৈতিক সামর্থ্য রয়েছে, কেবল তাদেরকেই প্রয়োজনীয় ব্যবসায়ী দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাসহ আবেদন করতে বলা হয়েছে। ওই কোম্পানি/ফার্মকে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি নিজে রেজিস্ট্রার্ড হতে হবে এবং আয়করের কাগজপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনকারীদের জন্য বিটিআরসি একটি গাইডলাইন বের করেছে, যা ১ হাজার টাকায় কেনা যাবে। এটি কেনার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের কপি আবেদনপত্রের সঙ্গে দিতে হবে। বিটিআরসি তার ইচ্ছেমতো আবেদনকারীদের মধ্যে লাইসেন্স বিতরণ করতে পারবে। এ ব্যাপারে আরো জানা যাবে www.dtrc.org.bd ওয়েবসাইটে ■

সাবমেরিন ক্যাবলের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে : বিশেষজ্ঞদের অভিমত

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ প্রস্তাবিত জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালার ওপর আয়োজিত জাতীয় পরামর্শ সভায় বক্তারা বলেছেন, সাবমেরিন ফাইবার অপটিক ক্যাবল সংযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের সামনে এক নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। যথাযথ অবকাঠামো ও আইনি সহায়তার মাধ্যমে এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সরকারি ও বেসরকারি খাতকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। হোটেল শেরাটনে সম্প্রতি এই পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর দফতরের আইসিটি ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে জরুরি পরামর্শসভার আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী সভার উদ্বোধন করেন। সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন টেলিযোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার এম আমিনুর হক।

দিনব্যাপী পরামর্শ সভায় প্রস্তাবিত ব্রডব্যান্ড নীতিমালার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায় অংশনেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সফটওয়্যার, ইন্টারনেট ব্যবসায়ীসহ সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তিরা। উল্লেখ্য, বিটিআরসি সম্প্রতি খসড়া ব্রডব্যান্ড নীতিমালা প্রণয়ন করে ■

আফ্রিকার কৃষকদের ১৫ কোটি ডলার দেবে গেটস ফাউন্ডেশন

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আমেরিকার বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের রকফেলার ফাউন্ডেশন আফ্রিকার কৃষকদের জন্য যৌথভাবে ১৫ কোটি ডলার দেবে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, পাঁচ বছর মেয়াদি কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র কৃষকদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এ অর্থ ব্যয় করা হবে। আফ্রিকার ক্ষুধা দূর করার জন্য এ দুই ফাউন্ডেশন মিলে গড়ে তুলেছে 'অ্যালায়েন্স ফর এ গ্রিন রিভলিউশন। সবুজ বিপ্লবের আদলে তৈরি এ অ্যালায়েন্সের লক্ষ্য ক্ষুদ্র খামারগুলোকে উৎপাদনশীল ও লাভজনক করে কৃষির সার্বিক উন্নয়ন করা। কর্মসূচির ১৫ কোটি ডলারের মধ্যে বিল গেটসের ফাউন্ডেশন ১০ কোটি ডলার দেবে। বিল গেটস বলেন, কৃষি উৎপাদনে যথেষ্ট উন্নতি না করে বিশ্বের কোনো অঞ্চলেই টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়নি ■

মাইক্রোসফটের নতুন সার্চ ইঞ্জিন চালু

সফটওয়্যার নির্মাতা মাইক্রোসফট কর্পোরেশন ১২ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে উইন্ডোজ লাইভ সার্চ ইঞ্জিন চালু করেছে। তার লক্ষ্য হলো গুগল ও ইয়াহুর কোটি কোটি ডলারের অনলাইন বিজ্ঞাপনে ভাগ বসানো। উইন্ডোজ লাইভ সার্চ মাইক্রোসফটের বর্তমান সার্চ ইঞ্জিন এমএসএনের বদলে কাজ করবে। মাইক্রোসফট বলছে, এতে খুব সহজবোধ্যভাবে ফলাফল দেখা যাবে। কয়েক বছর ধরে তারা যুক্তরাষ্ট্রের ১৫০০ কোটি ডলারের ইন্টারনেট বিজ্ঞান বাজারের একটা বড় অংশ ধরার চেষ্টা করছে। নতুন সার্চ ইঞ্জিন www.live.com এ ব্যবহারকারীরা তাদের ওয়েবপেজ নিজের মতো করে সাজাতে পারবেন ■

কমপিউটার সিটির ৮ বছর: মেলা ৩০ নভেম্বর

দেশের সবচেয়ে বড় কমপিউটার বাজার ঢাকার বিসিএস কমপিউটার সিটি ৮ বছরে পদার্পন করেছে ১১ সেপ্টেম্বর। এ উপলক্ষে দিনভর নানা আয়োজন ছিলো। প্রত্যেক ক্রেতাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। ৩০ নভেম্বর থেকে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত কমপিউটার সিটির বার্ষিক মেলা সিটি আইটি ২০০৬ অনুষ্ঠিত হবে। সিটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, সমিতির সাবেক নেতারা বর্তমান কমিটির সাথে মত বিনিময় ও স্মৃতিচারণ করেন ■

শোয়েব চৌধুরী সিবিসির উপদেষ্টা হলেন

দেশের বিশিষ্ট আইসিটি ব্যক্তিত্ব এম শোয়েব চৌধুরী কমনওয়েলথ বিজনেস কাউন্সিলের (সিবিসি) উপদেষ্টা হয়েছেন। সিবিসি কমনওয়েলথ-ভুক্তা দেশগুলোয় উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করার পথ বাতলে দেয়। শোয়েব চৌধুরী জাতিসংঘ ও কমনওয়েলথসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয়েছেন। আইসিটি খাতের বহু আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী নেতার সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বাংলাদেশে শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশন (এফবিসিসিআই), আইসিটি অ্যান্ড আইপিআর (ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস)-এর স্ট্যান্ডিং কমিটি, সাউথ এশিয়ান বিজনেস ফোরাম, সিইও ফোরাম ইউএসএ, আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ আইসিটি অ্যাসোসিয়েশন (কমপিউটার সমিতি) এবং স্পেশাল অলিম্পিকস বাংলাদেশের সদস্য। তিনি ইনফরমেশন হ্যান্ডলিং সার্ভিসেস আইএইচএস ইনকর্পোরেটের কান্ট্রি ডিরেক্টর ■

আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেলো বুয়েট ছাত্ররা

যুক্তরাষ্ট্রের আইইইই পুরস্কার পেয়েছেন বুয়েটের তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক বিভাগের ছাত্র আসিফ ইসলাম খান ও মোঃ খালেদ আশরাফ। তারা প্রথম পুরস্কার পান। পুরস্কার হিসেবে রয়েছে ৩০০ ডলার ও সার্টিফিকেট। দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন বুয়েটের তৌফিক, ইমতিয়াজ ও শংখনন্দ। আইইইই তড়িৎ ও কমপিউটার বিভাগের সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক প্রফেশনাল সোসাইটি। সারা বিশ্বে এর সদস্যসংখ্যা ৩ লাখ ৭৫ হাজার। ভারত, পাকিস্তান, জাপান, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড এবং হংকং-এর সদস্যরা প্রধানত এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। বাংলাদেশ এবারই প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করে ৩টি পেপার পাঠায় ■

যোগাযোগ উন্নয়ন বিষয়ক কংগ্রেস ২৫-২৭ অক্টোবর রোমে

ইটালির রোমে ২৫-২৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রথম দ্য ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন কমিউনিকেশন ফর ডেভেলপমেন্ট। ৩ দিনের কংগ্রেসে পেশাজীবী, উদ্যোক্তা, আইন প্রণেতা, উন্নয়ন কর্মী, দাতা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, কমিউনিটি প্রতিনিধি এবং শিক্ষাবিদরা অংশ নেবেন। কমিউনিকেশন দক্ষতাকে কিভাবে উন্নয়নকাজে ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে কংগ্রেসে ব্যাপক ভিত্তিক আলোচনা হবে। সারা বিশ্বে কমিউনিকেশন নিয়ে কি ধরনের কাজ হচ্ছে সেটিও উত্থাপন করা হবে। কংগ্রেসে প্রতিদিন একটি করে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং এর ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে ■

ওয়ার্ল্ড সাইবার গেমস গ্র্যান্ড ফাইনালে অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ

চলতি মাসে ইটালির মঞ্জায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে ওয়ার্ল্ড সাইবার গেমসের গ্র্যান্ড ফাইনাল। বাংলাদেশসহ ৭০টির বেশি দেশ সেখানে অংশ নিচ্ছে। বাংলাদেশের পক্ষে কারা লড়াই করবে সেটা নির্ধারণ করতে ৮ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় ওয়ার্ল্ড সাইবার গেমস বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ। এতে ফিফা-২০০৬, নিড ফর স্পিড: মোস্ট ওয়ান্টেড গেমটিও ছিলো। লড়াই করেছে ৮৮২ জন প্রতিযোগী। নয় রাউন্ডের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছেন আহমেদুল হক আবিদ (নিড ফর স্পিড : মোস্ট ওয়ান্টেড) এবং ঈশান আজিজ (ফিফা-২০০৬)। নকআউট পদ্ধতির খেলায় ৪শ' প্রতিযোগী নিড ফর স্পিড গেমে অংশ নেয়। প্রথম ২ দিনে শেষ হয় ৪ রাউন্ড। কোয়ার্টার ফাইনালে গেমারের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫তে। বিজয়ী আবিদ বিএএফ শাহীন কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্র। ঈশান ও লেভেলের ছাত্র ■

আন্তঃসংযোগ চার্জ বেশি থাকায় মোবাইল কলচার্জ কমছেনা

আন্তঃসংযোগ চার্জের কারণে মোবাইল ফোনের কলচার্জ কমানো যাচ্ছেনা বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, অপারেটরদের মধ্যে আন্তঃসংযোগ চার্জ পিক আওয়ারে ৯০ পয়সা থেকে কমিয়ে গড়ে মিনিটে ৫০ পয়সা করা হলে কলচার্জ সহজে কমানো যায়। এখন অফপিক আওয়ারে আন্তঃসংযোগ চার্জ ৫০ পয়সা চালু আছে। বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি ৬টি অপারেটরের এমডি পর্যায়ে এক বৈঠক হয়। গ্রামীণফোন এবং একটেল এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে ৩ সপ্তাহ সময় নিয়েছে। এর আগে ১৭ সেপ্টেম্বর বিটিআরসির চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে অপারেটরদের নিয়ে এ ব্যাপারে এক বৈঠক হয়েছে। সেখানে বিটিআরসি শিগগিরই আন্তঃসংযোগ চার্জ কমানোর নির্দেশ দেয়। ইতোমধ্যেই কয়েকটি মোবাইল অপারেটর বিভিন্ন প্যাকেজের আওতায় কলচার্জ কমিয়েছে। এই চার্জ আরো অনেক কমানো সম্ভব বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা ■

বিসিএস কমপিউটার সিটিতে ফ্লোরার শোরুম উদ্বোধন

শেরেবাংলা নগরে বিসিএস কমপিউটার সিটির দোতলায় ১৯ সেপ্টেম্বর ফ্লোরা লি.-এর ডিলার শোরুম উদ্বোধন হয়েছে। উদ্বোধন করেন কোম্পানির পরিচালক হোসাইন সহিদ ফিরোজ। উপস্থিত ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট এসএম মনিরুজ্জামানসহ কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। এ শোরুম থেকে আইডিবি ভবনের সব ডিলারকে আরো দ্রুততার সাথে সাপোর্ট দেয়া সম্ভব হবে। ডিলারদের বিভিন্ন সমস্যা, ব্যবসায়ের ক্রমবর্ধমান অবস্থা বিবেচনা করেই এই শোরুম উদ্বোধন করা হয়েছে বলে অনুষ্ঠানে জানানো হয় ■

ইন্টেলের আরএসপি ট্রেনিং অনুষ্ঠিত

ইন্টেলের রিটেইল সেলস পার্সন (আরএসপি) ট্রেনিং ৭ সেপ্টেম্বর ধানমন্ডির চিয়ার্স রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকায় ইন্টেলের স্থানীয় অফিস এই ট্রেনিং-এর আয়োজন করে। প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন ইন্টেল বাংলাদেশ-এর সেলস ম্যানেজার জিয়া মঞ্জুর। ইন্টেল কোর ২ ডুয়ো প্রসেসর এর রিটেইল সেলের ওপর ট্রেনিং হয়। ২৮ জন কর্মী ট্রেনিং-এ অংশ নেন ■

নেটওয়ার্ক সলিউশন দিচ্ছে হাইটেক

হাইটেক কমিউনিকেশন সিস্টেমস লি. তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় কর্পোরেট অফিসসমূহে টোটাল নেটওয়ার্ক সলিউশন দেবে। এ সেবার আওতায় রয়েছে নেটওয়ার্ক সেটআপ, এনালাইসিস, নেটওয়ার্ক ডিজাইন, সার্ভার কনফিগারেশন, নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি ডিজাইন, ইমপ্লিমেনশন, ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন, সিকিউরিটি এনালাইসিস প্রভৃতি ■

টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপনে ২১ কোটি ১০ লাখ ডলার দেবে চীন

মেট্রোপলিটন সিটি, গুরুত্বপূর্ণ জেলা সদর ও উপজেলা গ্রোথ সেন্টারে ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন প্রকল্পে চীনের সাথে ঋণ সহায়তা চুক্তি করেছে বাংলাদেশ। চুক্তির আওতায় বাংলাদেশকে ২১ কোটি ১০ লাখ ডলার ঋণ সহায়তা দেবে চীনের এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক। ২৮ সেপ্টেম্বর অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব ইসমাইল জবিউল্লাহ এবং চীনের পক্ষে চীনের রাষ্ট্রদূত চায় জি। প্রকল্পের মেয়াদ চলতি বছরের জুলাই থেকে ২০১০ সালের জুন পর্যন্ত। ঋণের সুদ দিতে হবে ২ শতাংশ হারে। ব্যবস্থাপনা ফি শূন্য দশমিক ২ শতাংশ। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ টেলিগ্রাম অ্যান্ড টেলিফোন বোর্ড প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে ■

ডেফোডিল-গ্রামীণ আইটির শাখা ফার্মগেটে

রাজধানীর ফার্মগেটে ডেফোডিল-গ্রামীণ আইটি এডুকেশনের শাখা চালু করা হয়েছে। একই সাথে শুরু হয়েছে কমপিউটার ও মোবাইল কমিউনিকেশনের বিভিন্ন ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তি প্রক্রিয়া। ১৩ সেপ্টেম্বর ১৪-এ/৩১-এ, তেজকুনিপাড়া, সেন্টার পয়েন্ট কনকর্ড-এর ৪র্থ তলায় এ শাখা উদ্বোধন করেন ডেফোডিল-গ্রামীণ আইটি এডুকেশন লি. এর এমডি ও ডেফোডিল গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. সবুর খান ■

আসছে ডট মোবি ডোমেইন

মোবাইল ব্যবহারকারীদের জন্য আসছে ডট মোবি নামে নতুন ডোমেইন। যেকেউ এখন মোবাইল ফোনের জন্য এই বিশেষ ডোমেইনসহ ওয়েব ঠিকানা নিবন্ধন করতে পারবেন। এসব ওয়েবসাইটের শেষে ডট কম বা ডট নেট না থেকে থাকবে ডট মোবি। বর্তমানে ১০ শতাংশ মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। ডট মোবি দিয়ে শেষ হওয়া ওয়েবসাইটগুলো এদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি হবে। আগামী বছর নাগাদ ২ লাখ মোবাইল ওয়েবসাইট নিবন্ধিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ১৩ হাজার প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যেই ডট মোবির জন্য আবেদন করেছে। বিবিসির মতো অনেক ওয়েবসাইটের মোবাইল সংস্করণের ওয়েবসাইট রয়েছে। দুই বছর ডট মোবি সাইটের জন্য নিবন্ধন ব্যয় হবে ২৫ ডলার। ডট মোবির পেছনে রয়েছে এরিকসন, জিএসএম অ্যাসোসিয়েশন, মাইক্রোসফট, নোকিয়া, স্যামসাং টি মোবাইল, ভোডাফোন ও গুগলের মতো প্রযুক্তি ও মোবাইল ফোন প্রতিষ্ঠান ■

কম খরচে তথ্য প্রযুক্তি সেবা দিতে হবে : ড. ইউনূস

গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, তথ্য প্রযুক্তির সেবাগুলো কম খরচে সহজলভ্য করে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে। শুধু ব্যবসায় করলে হবে না, সেবা দিয়ে মানুষকে স্পর্শ করতে হবে। তিনি ২৭ সেপ্টেম্বর রাজধানীর এক হোটেলে আমেরিকান ভিওআইপি কোম্পানি ব্রডসফটের সেবাসমূহের পরিচিতি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আমেরিকান ভিওআইপি কোম্পানি ইউটিসি অ্যাসোসিয়েটসের প্রেসিডেন্ট আজিজ আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কমপিউটার সোসাইটির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক আমিনুল হক। বক্তব্য রাখেন ব্রডসফটের প্রেসিডেন্ট ও সিইও মাইকেল টোম্পার এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্যান রোকাফ।

ড. ইউনূস বলেন, তথ্য প্রযুক্তি বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে। আগে আমাদের ভিত্তিটা দরকার। প্রতিটি নাগরিককে তথ্য প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। আগামী দিনে বিশ্বে প্রবেশের প্রধান পাসপোর্টই হলো তথ্য প্রযুক্তি ■

এইচপির পণ্য কিনলেই হেলভেসিয়ার খাবার ফ্রি

হিউলেট-প্যাকার্ড (এইচপি) ২ সেপ্টেম্বর থেকে হেলভেসিয়ার সাথে সরবরাহ উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করেছে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রান্তিক ব্যবহারকারীদের কাছে এইচপি প্রিন্ট কার্ট্রিজ বিক্রি করা হবে এবং তাদেরকে দেয়া হবে হেলভেসিয়ার খাবারের ভাউচার। ঢাকা শহরে হেলভেসিয়ার সবগুলো আউটলেটে ওই ভাউচার দেখিয়ে খাবার সংগ্রহ করা যাবে। এটি পেতে হলে ক্রেতাদের এইচপির অনুমোদিত নির্দিষ্ট বিক্রেতার কাছ থেকে এইচপি লেসার কার্ট্রিজ বা এইচপি ইঙ্ক কার্ট্রিজ কিনতে হবে। এগুলোর প্যাকেটের সাথেই হেলভেসিয়ার খাবারের স্ট্রিকার সংযুক্ত থাকবে। ক্রেতারা সেই স্ট্রিকার তুলে নিয়ে হেলভেসিয়ার রাইফেলস স্কয়ার, কলা বাগান, বেইলি রোড, মতিঝিল, বনানী এবং উত্তরা আউটলেট থেকে খাবার সংগ্রহ করতে পারবেন ■

বিজ্ঞাপন ভিত্তিক ওয়েবসাইটের আত্মপ্রকাশ

বিজ্ঞাপনভিত্তিক ওয়েবসাইট www.bdbig-gapon.com চালু হয়েছে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই তরুণ ডেভেলপারের প্রচেষ্টায় এটি আত্মপ্রকাশ করলো। এখানে বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের বিজ্ঞাপন দিয়ে পণ্যের দ্রুত প্রসার ঘটাতে পারবে। এই সাইট থেকে ছোট-বড় প্রায় সব প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে যাওয়া যাবে ■

ডিজিটাল ফটোগ্রাফি শিখুন বই পড়ে

ডিজিটাল ফটোগ্রাফি শেখার বই প্রকাশ করেছে সিসটেক পাবলিকেশন্স। মাহবুবুর রহমান এবং মোজাহিদুল ইসলাম ঢেউ-এর রচয়িতা। বইটির একেকটি অধ্যায়ে ডিজিটাল ফটোগ্রাফির বিভিন্ন বিষয় অত্যন্ত সাবলীলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে ডিজিটাল ফটোগ্রাফি কি-এর সুবিধা। একটি ডিজিটাল ক্যামেরা কীভাবে কাজ করে তার বিশদ বর্ণনা রয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। তৃতীয় অধ্যায় সাজানো হয়েছে ডিজিটাল ক্যামেরার বিভিন্ন ধরন নিয়ে। বইটির— চতুর্থ— অধ্যায়— ডিজিটাল— ছবির গুণগতমানের ওপর। পিক্সেলের ঘনত্ব, ইমেজ সাইজ, পিক্সেল ডাইমেনশন, প্রিন্ট সাইজ, রেজ্যুলেশন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এখানে। পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে ইমেজ মোড ও ফাইল ফরমেট নিয়ে আলোচনা। এর সঠিক ব্যবহার জানা যাবে বইটির ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে। ডিজিটাল ক্যামেরায় কমপিউটারের ব্যবহার, ডিজিটাল ক্যামেরার বাস্তব ব্যবহার, ফটো রেজ্যুলেশন, প্রিন্ট, সব ধরনের ইক্যুইপমেন্ট, সহায়ক টুলস এবং ডিজিটাল ফটোগ্রাফির ডিকশনারি নিয়ে অন্যান্য অধ্যায়গুলোতে আলোচনা হয়েছে। সাদা কাগজে ছাপা ১৩০ পৃষ্ঠার এ বইটির দাম ১৬০ টাকা ■

রাজশাহীতে ফ্লোরার শাখা উদ্বোধন

রাজশাহী নগরীর সাহেব বাজার ভিরো পয়েন্টে ৩ সেপ্টেম্বর ফ্লোরা লি. তার ১৯তম শাখার উদ্বোধন করেছে। এখানে সব ধরনের আইটি পণ্য ঢাকার মূল্যে পাওয়া যাবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী শাখার ব্যবস্থাপক এস এম আমিনুল বারী। প্রধান অতিথি ছিলেন কোম্পানির এমডি মোস্তফা সামসুল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ভাইস প্রেসিডেন্ট এস এম মনিরুজ্জামান। বক্তারা বলেন, সারা দেশে ব্যবসায় সম্প্রসারণের অংশ এবং ক্রেতা সাধারণের আইটি পণ্যের সার্বক সহযোগিতার অংশ হিসেবে এই শাখার কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মোস্তফা সামসুল ইসলাম

শাখার উদ্বোধন উপলক্ষে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কমপিউটার মেলা অনুষ্ঠিত হয় ■

চট্টগ্রামে গেটওয়ে করুন: দাবি ব্যবসায়ীদের

চট্টগ্রাম চেম্বার আয়োজিত 'বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তি ও তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর সেবাখাত বিকাশের সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক এক সেমিনারে ব্যবসায়ীরা দাবি করেছেন, সাবমেরিন ক্যাবল লাইনের সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে ঢাকা-চট্টগ্রামে দুটি কোলোকেশন সেন্টার এবং জরুরিভিত্তিতে চট্টগ্রামে ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে স্থাপন করতে হবে। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চেম্বার সভাপতি সাইফুজ্জামান চৌধুরী। প্রধান অতিথি ছিলেন চিটাগং ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির উপাচার্য প্রফেসর ড. মীর শহিদুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন, ইঞ্জিনিয়ার আলী আহমেদ, এস এম নূরুল হক, এস এম নুরুদ্দিন ও মাহফুজুল হক শাহ। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে স্বল্পসময়ে তথ্য প্রযুক্তির সুফল ভোগ করতে উন্নত অবকাঠামো, শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক স্থাপনসহ উচ্চগতির ফাইবার অপটিক ক্যাবল সম্পন্ন ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের সাথে সংযোগ স্থাপনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন ■

তথ্য প্রযুক্তি বিকাশে একসাথে কাজ করবে সান ও জবস-আইরিস

দেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের জন্য একসাথে কাজ করবে জবস-আইরিস বাংলাদেশ এবং সান মাইক্রোসিস্টেম। ৪ সেপ্টেম্বর রাজধানীর হোটেল সারিনায় এ ব্যাপারে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জবস-আইরিশ বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ইমরান শওকত এবং সান মাইক্রোসিস্টেমস-এর দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিনিধি ও আঞ্চলিক মহাপরিচালক মুলাসিডস মোহানডস নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আনম ইহছানুল হক মিলন, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী এমপি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ব্যবসায়ী, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ তথ্য প্রযুক্তি খাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

চুক্তির আওতায় জবস আইরিস বাংলাদেশ বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এছাড়া সান একাডেমিক ইনিশিয়েটি নামের এ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সান মাইক্রোসিস্টেমের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হবে ■

সুপার কমপিউটার প্রকল্প ঝুলে আছে

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস নির্ভুল করতে ১৯৯৫ সালে আবহাওয়া অধিদফতরে সুপার কমপিউটার বসানোর পরিকল্পনা ঝুলে আছে। ১০ বছরে প্রকল্পের মাত্র ৪০ ভাগ কাজ শেষ হয়েছে। ২০০৩ সালে সরকার আরেক দফা সুপার কমপিউটার বসানোসহ কয়েকটি প্রকল্প হাতে নেয়। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, সরকারের মেয়াদ ফুরিয়ে এলেও সুপার কমপিউটার বসানোর জন্য এ পর্যন্ত কনসালটেন্ট নিয়োগ প্রক্রিয়াই শেষ হয়নি। সুপার কমপিউটার স্থাপন প্রকল্পের পরিচালক মাহনাজ খান একটি পত্রিকাকে বলেন, এ কাজে জাপানের কাছ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস পেয়ে এক দফা সময় পেছানো হলেও জাপান তা কার্যকর করেনি। সুপার কমপিউটারের কাজে কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য দুইবার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রজ্ঞাপন দেয়া হলেও উপযুক্ত কনসালটেন্ট পাওয়া যায়নি ■

আসুসের ইথারনেট সুইচ এসেছে

আসুসের গিগাএক্স ২০২৪ বি মডেলের গিগাবিট ম্যানেজড্ লেয়ার-২ ইথারনেট সুইচ সম্প্রতি বাজারে এসেছে। এনছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড গ্রা. লি.। এটি ৪০০০ ম্যাক অ্যাড্রেস টেবিল এবং ২৫৬ ভার্চুয়াল ল্যান এন্ট্রি সমর্থন করে। উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো-এটি ব্র্যাক মাউন্ট্যাবল সুইচ যা রিমোট মনিটরিং এবং ওয়েবভিত্তিক গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসে সমৃদ্ধ। দাম ৩৩,৫০০ টাকা। যোগাযোগ : ৮১২৩২৭৩ ■

এইচপি পিজা হাট ক্যাম্পেইন

হিউলেট-প্যাকার্ড (এইচপি) ১৩ সেপ্টেম্বর পিজা হাটের সাথে নতুন ক্যাম্পেইন শুরু করেছে। এর আওতায় প্রান্তিক ব্যবহারকারীদের কাছে এইচপি ডেস্কটপ পিসি নোটবুক বিক্রি করা হবে এবং ক্রেতাদের দেয়া হবে পিজা হাটের খাবারের ভাউচার। এইচপির অনুমোদিত বিক্রেতাদের কাছ থেকে এইচপি ডিএক্স ৫১৫০ ডেস্কটপ পিসি বা এইচপি ভি ৫২০৮টিইউ নোটবুক কিনলেই ওই ভাউচার পাওয়া যাবে। এটি দেখিয়ে গুলশান ১-এর পিজা হাট আউটলেট থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত খাবার সংগ্রহ করা যাবে ■

ইন্টেলের টিএসটি ট্রেনিং সম্পন্ন

ইন্টেলের টেকনিক্যাল সলিউশনস ট্রেনিং (টিএসটি) ১৩ সেপ্টেম্বর ধানমন্ডি চিয়ার্স রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। ইন্টেলের ঢাকা অফিস এর আয়োজন করে। ইন্টেল চ্যানেল প্লাটফর্ম ম্যানেজার নরিন্দর শর্মা এবং ইন্টেল চ্যানেল এক্সিকিউটিভ আহমেদ শাওন ট্রেনিং পরিচালনা করেন। ইন্টেল কোর ২ ডুয়ো প্রসেসরের টেকনিক্যাল সলিউশন বিষয়ে ট্রেনিং হয়। অংশগ্রহণ করে ১৬ জন কর্মী ■

গুগল দেবে ২০০ বছরের খবর

সার্চ ইঞ্জিন গুগলে পাওয়া যাবে ২০০ বছরের খবরের সংগ্রহ। এজন্য তারা গুগল নিউজ আর্কাইভ সার্চ নামে একটি সেবা চালু করেছে। ওয়েবভিত্তিক এ সেবা গ্রাহকদের অনলাইনে সংবাদপত্রের খবর ও নিবন্ধনগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে সাহায্য করবে। গ্রাহকরা বিনামূল্যে কিছু কিছু সেবা পাবেন এই আর্কাইভ থেকে ■

আসুসের নতুন গ্রাফিক্স কার্ড এখন বাজারে

ত্রিমাত্রিক গেমস, স্ট্রিমিং মিডিয়া, ডিজিটাল ভিডিও এবং অফিস অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারকারীদের চাহিদা পূরণে গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রা. লি. বাজারে এনেছে আসুসের ইএক্স১৬০০ এক্সটি সাইলেন্ট মডেলের নতুন পিসিআই এক্সপ্রেস গ্রাফিক্স কার্ড। গ্রাফিক্স কার্ডটির মেমরি ক্লক ১,৩৮ গি. হার্টজ, র‍্যামডেক ৪০০ মে. হা.। কার্ডটির সাথে বিনামূল্যে দেয়া হচ্ছে কয়েকটি স্পেশাল গেমসের সিডি এবং সিডি রাখার জন্য চামড়ার ব্যাগ। দাম ২০ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ৮১২৩২৭৫ ■

রিশিত দিচ্ছে মেলার ছাড় সুবিধা

বিসিএস কমপিউটার শো ২০০৬-এ ক্রেতাদের দেয়া সুবিধা ৮ অক্টোবর পর্যন্ত বহাল রাখবে রিশিত কমপিউটার্স লি.। বিসিএস কমপিউটার সিটিতে ক্রেতারা ওই সুবিধা ভোগ করবেন। এ সময় বেশ সাশ্রয়ী মূল্যে কমপিউটার পাওয়া যাবে। সাথে আকর্ষণীয় উপহারও রয়েছে। ক্রেতাদের বিশেষ অনুরোধে এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ল্যাপটপ, ডিজিটাল ক্যামেরা ও প্রোজেক্টরের ওপর মেলায় যে সুবিধা দেয়া হয়েছিলো তাও বহাল রয়েছে। যোগাযোগ : ৯১২১১১৫ ■

স্যামসাং-এর প্রিন্টার এনেছে স্মার্ট

দেশে স্যামসাং প্রিন্টার বাজারজাত করছে স্মার্ট টেকনোলজিস বিডি লি.। স্যামসাং-এর অন্যান্য পণ্যের মতো প্রিন্টারও যে বাংলাদেশে অতি কম সময়ের মধ্যে ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করবে সে আশা করাই যায়।

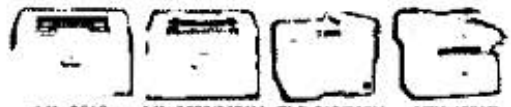

প্রিন্টার ব্যবহারকারীদের প্রায়ই টোনার না পাওয়া, দাম বেশি, রিফিল করতে না পারা বা প্রিন্টার ওয়ারেন্টি না পাওয়াসহ নানাবিধ সমস্যার মুখে পড়তে হয়। স্মার্ট বলছে এসব সমস্যা যাতে না হয় সে দিকে দৃষ্টি রেখেই তারা স্যামসাং প্রিন্টার বাজারজাত করছে। এই প্রিন্টারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো : এর টোনার ২ থেকে ৩ বার রিফিল করা যায়, এবং প্রিন্টারের ওয়ারেন্টি পেতেও কোনো সমস্যা হবে না। এছাড়াও এতে আছে ৪০ শতাংশ কম খরচে প্রিন্ট করার বিশেষ সুবিধা এবং প্রিন্টারের দামও তুলনামূলকভাবে কম। যোগাযোগ : ৯৬৭৪০১৩ ■

ক্যুইজ প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণা করেছে রিশিত

বিসিএস কমপিউটার শো-২০০৬-এ আসা দর্শনার্থীদের জন্য রিশিতের আয়োজিত বিশেষ ক্যুইজ প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন কামরুল (০১৭১৭-৫২১১৮০)। তিনি একটি মোবাইল ফোন সেট পাবেন। দ্বিতীয় হয়েছেন সাদমা সাকিব। তিনি পাবেন একটি এমপি থ্রি প্লেয়ার এবং তৃতীয় পুরস্কার পেনড্রাইভ পেয়েছেন নয়েল (১০৭১৫-০০৩৫২২)। যেসব দর্শক রিশিত কমপিউটার্সের স্টলে গিয়ে প্রযুক্তি সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছেন তাদের ৩টি প্রশ্ন সম্বলিত কুপন দেয়া হয়। আড়াই হাজার কুপন জমা পড়ে। এদের মধ্য থেকে ড্র করে ৩ জনকে বিজয়ী করা হয়েছে। ২৬ সেপ্টেম্বর বিসিএস কমপিউটার সিটিতে রিশিতের কার্যালয়ে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। যোগাযোগ : ৮১২৯৩২৩ ■

বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করছেন রিশিত কমপিউটার্সের এমডি আহিম উদ্দিন আহমেদ

ঢাকায় আন্তর্জাতিক মোবাইল ফোন মেলা ১০ অক্টোবর

রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে ভাসানী নভোথিয়েটারে ১০ অক্টোবর শুরু হচ্ছে ৭ দিনব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক মোবাইল ফোন মেলা। এ মেলা চলবে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত। বাংলাদেশ মোবাইল ফোন ব্যবসায়ী অ্যাসোসিয়েশন (বিএসবিএ) ও বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে এ মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। এতে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন মোবাইল ফোনসেট প্রস্তুতকারক ও সেবাদানকারী সংস্থাগুলোকে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। গত মাসে বিএসবিএ'র সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার নিজাম উদ্দিন জিটুর সভাপতিত্বে তিন দিনব্যাপী বর্ধিত সভায় মেলার বিস্তারিত কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হয় ■

ইমেইশনের ফ্ল্যাশ রিস্টব্যান্ড বাজারে

ইমেইশনের ফ্যাশনেবল ফ্ল্যাশ রিস্টব্যান্ড বাজারে ছেড়েছে কমপিউটার সোর্স। ২৫৬ মে.বা-এর এই রিস্টব্যান্ডটি কালো এবং নিল রঙে পাওয়া যাচ্ছে। ওয়ারেন্টি আঠারো মাসের। রিস্টব্যান্ডটির বিশেষ সুবিধা হচ্ছে এটি রাবার শেল দিয়ে আবৃত একটি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ। দাম ১৪৫০ টাকা। যোগাযোগ: ০১৭১৩৩৬৫২০১।

বাংলাদেশীদের অনলাইন গ্রুপ

বাংলাদেশী ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের নিয়ে একটি অনলাইন গ্রুপ চালু হয়েছে। বিনামূল্যে এ গ্রুপের সদস্য হয়ে বিভিন্ন মতামত জানানো যাবে। বাংলাদেশের ইন্টারনেট সেবা বিশেষ করে সাবমেরিন ক্যাবল নিয়ে নিয়মিত আলোচনা হবে এ গ্রুপে। ঠিকানা: http://groups.yahoo.com/group/bdinternetuser ■

ওরাকল কোর্সের ওপর মূল্য ছাড়

দেশের ওরাকল এডুকেশন পার্টনার আইবিসিএস-প্রাইমেক্স সফটওয়্যার বাংলাদেশ লি. ওরাকল ডিবিএ শুক্র ও শনিবার ভেন্ডার সার্টিফিকেশন কোর্সের ওপর ১০% ছাড় দিচ্ছে। কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের ওরাকল ইউনিভার্সিটির আসল বই ও সার্টিফিকেট দেয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৪১৮৭৬ ■

বাংলাদেশী পাত্র-পাত্রীর খবর ইয়াহুতে

ইয়াহু গ্রুপে ম্যাচমেকার বাংলাদেশ নামে বাংলাদেশের পাত্র-পাত্রীদের জন্য নতুন একটি গ্রুপ খোলা হয়েছে। ঠিকানা http://groups.yahoo.com/group/mateh_maker_bd। যে কেউ তার নিজের বা আত্মীয়স্বজনের জন্য পাত্র-পাত্রী চেয়ে ই-মেইল করতে পারেন। ঠিকানা matehmaker_bd@yahoo groups.com ■

মাইক্রোসফট বাংলাদেশের সেমিনার অনুষ্ঠিত

ইনফ্রাস্ট্রাকচার অপটিমাইজেশন ইনিশিয়েটিভ (আইওআই) শীর্ষক এক সেমিনার করেছে মাইক্রোসফট বাংলাদেশ লি.। সাম্প্রতিক ওই সেমিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন মাইক্রোসফট এশিয়া প্যাসিফিকের সেলস প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডেওয়াইন নর্টম্যান এবং এন্টারপ্রাইজ টেকনোলজি স্ট্র্যাটেজিস্ট জন ফিলিপস। মাইক্রোসফট বাংলাদেশের সলিউশন ম্যানেজার মশিউর রহমান সেমিনার পরিচালনা করেন। এতে আইওআই এবং মাইক্রোসফটের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। মাইক্রোসফটের স্থানীয় পার্টনার ও নির্বাহীরাসহ ব্যাংক, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, জাতিসংঘ, বহুজাতিক ও স্থানীয় কর্পোরেট কর্মকর্তারা সেমিনারে অংশ নেন ■

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডেওয়াইন নর্টম্যান

কম দামে এইচপির ল্যাপটপ

হিউলেট-প্যাকার্ড (এইচপি) ব্র্যান্ডের কমপ্যাক প্রেসারিও ভি ৫২০৮টিইউ মডেলের ল্যাপটপ বাজারে এসেছে। দাম ৫৩ হাজার ৯শ' টাকা। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : ১.৪৬ গিগাহার্টজ ইন্টেল সেলেরন এম ৪১০ × ১ মেগাবাইট এবং ক্যাশ মেমরি ১ × ৫৩৩ মে. হা. এফএসবি প্রসেসর, ইন্টেল ৯১৫ এক্সপ্রেস চিপসেট, ২৫৬ মেগাবাইট ডিডিআর এসডি র‍্যাম, ৪০ গি. বা. হার্ডডিস্ক,

ইন্টেল গ্রাফিক্স মিডিয়া এক্সিলারেটর ৯৫০, ১৫.৪ ডব্লিউ এক্সজিএ ডিসপ্লে, ৪ সেল লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি, ব্যাকআপ সময় ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট, ওজন ২.২ কেজি। রিশিত কমপিউটার্স লি.তে এই ল্যাপটপ পাওয়া যাচ্ছে। সাথে রয়েছে পিজা হাট-এর ৭৫০ টাকার গিফট ভাউচার ও আসল এইচপি ক্যারিং ব্যাগ। ওয়ারেন্টি ১ বছরের। যোগাযোগ : ৯১২১১১৫ ■

তথ্য প্রযুক্তির দক্ষ পেশাদার তৈরির বিকল্প নেই: সেমিনারে অভিমত

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আসাদুজ্জামান বলেছেন, বিশ্ববাজারের বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের প্রয়োজন তথ্য প্রযুক্তির দক্ষ পেশাদার। এ খাতে আমাদের সীমাবদ্ধতা থাকলেও সাফল্য ও কম নেই। রাজধানীর মিরপুর সেনানিবাসে এমআইএসটি মিলনায়তনে ২০ সেপ্টেম্বর 'সাপ্তফতা এমআইএসটি আইটি ফেস্টিভ্যাল ২০০৬' শীর্ষক অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন এমআইএসটির ভারপ্রাপ্ত কমান্ড্যান্ট এয়ার কমোডর জিলানী। পরিচালনা করেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তাজুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ, ড. মোস্তফা আকবর, এ মুনীর হাসান, আ ন ম মোস্তাফিজুর রহমান, মো. লতিফুর রহমান ও মো. আসিফুর রহমান।

বক্তরা বলেন, দক্ষ আইটি প্রফেশনাল হতে ডিগ্রি-অর্জনই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন এ সেক্টরে পৃষ্ঠপোষকতা নিবিড় চর্চা এবং গভীর জ্ঞান। দুই দিনব্যাপী এ ফেস্টিভ্যালের মিডিয়া পার্টনার ছিলো দৈনিক আমার দেশ ও আরটিভি ■

দ্রুততম সুপার কমপিউটার বানাচ্ছে আইবিএম

কমপিউটার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিন (আইবিএম) কর্পোরেশন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ও দ্রুতগতিসম্পন্ন সুপার কমপিউটার তৈরি করছে। নিউ মেক্সিকোর লস আলামস ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে এটি তৈরি হচ্ছে। 'রোড রানার' নামের ওই সুপার কমপিউটারের গতি বর্তমানের সবচেয়ে দ্রুতগতির সুপার কমপিউটার ব্লু জিনের চেয়ে চারগুণ বেশি হবে। এতে থাকবে ১৬ হাজার মানসম্পন্ন প্রসেসর এবং ১৬ হাজার সেগ চিপ। কর্তৃপক্ষ জানায় এই কমপিউটারে সংযোজন করা হবে 'পেটাফ্লপস্ব গতি'। এক পেটাফ্লপ গতিতে প্রতি সেকেন্ডে এক হাজার ট্রিলিয়ন বার হিসাব করা যাবে। ২০০৮ সালে এটি তৈরির কাজ শেষ হবে ■

ওয়েব বাংলাদেশের ঈদ অফার

ওয়েব হোস্টিং ও ওয়েব ডেভলপমেন্ট কোম্পানির ওয়েব বাংলাদেশ হোস্টিং (wbdhosting.net) রমজান ও ঈদ উপলক্ষে ফ্রি ডোমেন রেজিস্ট্রেশন দিচ্ছে। যে কেউ একটি হোস্টিং প্যাকেজ নিলে তার সাথে কোম্পানি বিনা খরচে ডোমেইন নেম (com, .net, .org, .biz, .info) রেজিস্ট্রেশন করে দিচ্ছে। এছাড়াও ওয়েব বাংলাদেশ হোস্টিং ঈদ উপলক্ষে ২৫% ডিসকাউন্ট মূল্যে ওয়েব পেজ ডিজাইন ও ই-কমার্স সলিউশন দিচ্ছে। রয়েছে ৩৫৫০ টাকায় কমপ্লিট ওয়েবসাইট প্যাকেজ। যোগাযোগ : ৯৩৫২৫২২ ■

ত্রয়ীতে নতুন সুবিধা সংযোজন

বিশ্বমানের দেশীয় অ্যাকাউন্টিং-ইনভেন্টরি সফটওয়্যার ত্রয়ীতে সম্প্রতি বারকোড স্ক্যানার ব্যবহার করে পয়েন্ট অব সেলসের সুবিধা সংযোজন করা হয়েছে। যোগাযোগ: ৯৬৬৯৩৭৯ ■

হোস্টিং ফ্রি!

ফরনিক্স সফট লি. তাদের সব হোস্টিং প্যাকেজ ফ্রি করে দিয়েছে। এখন থেকে ২০ মেগাবাইট থেকে আনলিমিটেড প্রফেশনাল ইউকে হোস্টিং পাওয়া যাবে বিনামূল্যে। যোগাযোগ: ৯১২২৩৫১ ■

ক্যাননের নতুন ফটো প্রিন্টার এনেছে জেএএন

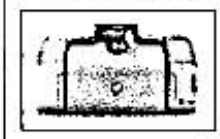

ক্যাননের পিজমা আইপি ৬৬০০ ডি ফটো প্রিন্টার বাজারে এনেছে জেএএন অ্যাসোসিয়েটস লি.। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- ৯৬০০ ×২৪০০ ডিপিআই রেজ্যুলেশন, ৬ কালার, ১ পিএল ড্রপলেট, সাড়ে ৩ ইঞ্চি রঙিন ভিউয়ার, ৪´× ৬´ বর্ডারলেস ল্যাব কোয়ালিটি ফটো প্রিন্ট, মেমরি কার্ড, ক্যামেরা ও ক্যামেরা ফোন থেকে সরাসরি প্রিন্ট দেয়া যায়। প্রিন্টের গতি ৪৬ সেকেন্ডে। আকার ৪২৯×৩০৪×১৮৩ এমএম। ওজন ৭.২ কেজি। দাম ২০ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ৯৬৬৪১০১ ■

সিসকোভ্যালীতে নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশন কোর্স

সিসকোভ্যালীতে ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশন কোর্সের ৩য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। কোর্সের ৪র্থ ব্যাচে ভর্তি ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। রমজানের পরে ৪র্থ ব্যাচের ক্লাস শুরু হবে। কোর্সটি তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক দুটি পর্বে বিভক্ত। ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কিং কোর্সে ওয়্যারলেস বেসিক, আর এফ টারমিনোলজি, স্প্রেড স্পেকট্রাম, এন্টিনা বেসিক, জিপিএস টেকনোলজি, পয়েন্ট টু পয়েন্ট, পয়েন্ট টু মাল্টিপয়েন্টসহ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনে কাজ করার উপযোগী করে তোলা হবে। যোগাযোগ : ৮৬২৯৩৬২ ■

নতুন তারহীন রাউটার এনেছে গ্লোবাল

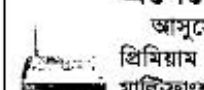

আসুসের ডব্লিউএল-৫০০ জি প্রিমিয়াম মডেলের তারহীন মাল্টিফাংশন রাউটার সম্প্রতি বাজারে এনেছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রা. লি.। রাউটারটিকে মিডিয়া সার্ভার ও ডাউনলোড মেশিন হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। রাউটারটিতে রয়েছে অফটার বার্নার প্রযুক্তি, যা স্ট্যান্ডার্ড ৮০২.১১ জি সমর্থিত ডিভাইস অপেক্ষা ৩৫% বেশি গতিতে ওয়্যারলেস ডেটা আদান-প্রদান করতে পারে। এটি ২.৫ গিগাহার্টজ ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে কাজ করে। দাম ৯ হাজার টাকা। যোগাযোগ: ৮১২৩২৭৫ ■

এমপি ফোর প্লেয়ার এনেছে সোর্স

সিএসএম-এর ডিজিটাল এমপি ফোর প্লেয়ার বাজারে এনেছে কমপিউটার সোর্স। এতে রয়েছে এক বছরের বিক্রয়োত্তর সেবা। বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে: ডিজিটাল ভয়েস রেকর্ডিং ইকিউ মোড, জ্যাজ, রক, ক্লাসিক এ-বি রিপিট ফাংশন, ইউএসবি ফ্ল্যাশ ডিস্ক, বিল্ট-ইন এফএম রেডিও। এখন ১ গি.বাইট এবং ৫১২ মে. বা-এর সিএসএম এমপি ফোর প্লেয়ার পাওয়া যাচ্ছে। ৫১২ মে. বা-এর দাম ৩৫০০ টাকা এবং ১ গি. বা-এর দাম ৪৬০০ টাকা। যোগাযোগ: ৯১২৭৫৯২ ■

মোবাইল ফোনের সিমকার্ডে ভ্যাট আরোপ অবৈধ

হাইকোর্টের রায় আপিল বিভাগে বহাল

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট॥ মোবাইল ফোনের সিমকার্ডের ওপর ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক বসিয়ে এর মূল্য নির্ধারণকে অবৈধ ও আইনবহির্ভূত আখ্যা দিয়ে ২৩ আগস্ট হাইকোর্ট একে বাতিল ঘোষণা করে যে রায় দিয়েছিলেন তা বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ। ২৪ সেপ্টেম্বর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) পক্ষ থেকে হাইকোর্টের ওই রায়ের ওপর স্থগিতাদেশের আবেদন করা হলে আপিল বিভাগের চেম্বার জজ বিচারপতি এম এম রুহুল আমিন এ আবেদন নাকচ করে হাইকোর্টের রায়ের ওপর ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে ২৩ আগস্ট বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মোমিনুর রহমান ও বিচারপতি একেএম আসাদুজ্জামানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চের দেয়া রায় ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত বহাল থাকবে। ওই রায়ে সিমকার্ডের ও ভ্যাট আরোপকে অবৈধ আখ্যা দিয়ে একে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছিলো ■

টেলিটকের সব প্রি-পেইড প্যাকেজ পদ্মা প্যাকেজে মাইগ্রেশন করা যাবে

রমজানে কমেছে কলচার্জ

টেলিটকের সব প্রি-পেইড প্যাকেজ এখন পদ্মা প্যাকেজে মাইগ্রেশন করা যাবে। পদ্মা প্যাকেজেও দুইটি নাম্বারে আপন দুইজনের সুবিধা পাওয়া যাবে। এসএমএস-এর মাধ্যমে মাইগ্রেশন করতে হলে এর চার্জ ১০০ টাকা। মাইগ্রেশন করার পদ্ধতি হচ্ছে– এমপি লিখে ৫৫৫ নম্বরে এসএমএস করতে হবে। টেলিটকের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্যসহ জানানো হয়। ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ এখনও এ প্যাকেজের বাইরে।

এদিকে টেলিটক রমজান উপলক্ষে তার গ্রাহকদের স্বতঃকৃত ট্যারিফে কথা বলার সুযোগ দিতে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে টেলিটক টু টেলিটক পিক আওয়ারে ৩ টাকার পরিবর্তে আড়াই টাকা এবং অন্যান্য অপারেটরের সাথে ৩ টাকা ৬০ পয়সার পরিবর্তে ৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। টেলিটক থেকে অন্য অপারেটরের সঙ্গে অফপিক আওয়ারে ২ টাকা ৪০ পয়সার পরিবর্তে ২ টাকা ২০ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছে। এসএমএস-এর মাধ্যমে সেহরি ও ইফতারের সময়সূচিও জানা যাবে। চার্জ ২৫ পয়সা ■

চট্টগ্রামে ফিক্সড ফোন এসএ টেলিকমের যাত্রা শুরু

চট্টগ্রামে যাত্রা শুরু করেছে বেসরকারি ফিক্সড ফোন এসএ টেলিকম। চট্টগ্রামে এখন বেসরকারি টেলিফোন অপারেটরের সংখ্যা দাঁড়ালো পাঁচে। মৎস্য ও পশুসম্পদমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান সম্প্রতি চট্টগ্রাম ক্লাবে এ ফিক্সড ফোনের উদ্বোধন করেন। কোম্পানির সিইও আলী আজম বলেন, অন্যান্য অপারেটরদের তুলনায় তাদের প্যাকেজ অনেক সহজলভ্য। প্রথমে গ্রাহকরা পোস্ট-পেইড সংযোগ নিতে পারবেন। পরবর্তী সময়ে প্রি-পেইডসহ অন্যান্য সুবিধা পাওয়া যাবে। এসএ গ্রুপের এমডি শাহাবুদ্দিন আলম বলেন, বিশ্বখ্যাত টেলিকম কোম্পানির মটোরোলা ও সোমেরা কমিউনিকেশনের সহযোগিতায় এসএ টেলিকম তাদের অপারেশনের প্রস্তুতি শেষ করে। চট্টগ্রামের পর পর্যায়ক্রমে দেশের সব অংশে নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করা হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরী, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, মটোরোলার ভাইস প্রেসিডেন্ট জে অ্যান্ডারসন বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য, বে ফোনস, র‍্যাংগস টেল, যুবকফোন ও ঢাকা ফোন ইতোমধ্যে চট্টগ্রামে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে ■

সিটিসেলের চ্যানেল পার্টনাররা পুরস্কৃত

রাজধানীর গুলশানের লেক শো'র হোটেলে ৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় সিটিসেলের 'চ্যানেল পার্টনার পারফরমেন্স অ্যাওয়ার্ড সেরেমনি ২০০৫-০৬'। অনুষ্ঠানে চ্যানেল পার্টনারদের তাদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এবং উৎসাহ দিতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেয়া হয়। স্মার্ট টোনকে বেস্ট ডিস্ট্রিবিউটর অ্যাওয়ার্ড হিসেবে একটি পিকআপ ভ্যান দেয়া হয়েছে। অন্যান্য ক্যাটাগরির মধ্যে ছিল বেস্ট জোনাল ডিস্ট্রিবিউটর, বেস্ট জোনাল ফ্রানচাইজি/ আউটলেট, বেস্ট জোনাল রিটেইলার, বেস্ট কমিউনিকেটর, বেস্ট মার্কেট অথোরিটি, বেস্ট কন্টিনেন্টাল এজেন্ট এবং একটি স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড। পুরস্কার ছিল মোটর সাইকেল, এয়ার কন্ডিশনার, এয়ার টিকেট, কমপিউটার, রঙ্গিন টেলিভিশন প্রভৃতি। সিটিসেলের জেনারেল ম্যানেজার রেজাউল হোসেন আমন্ত্রিত অতিথি ও চ্যানেল পার্টনারদের স্বাগত জানান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিটিসেলের সিইও চাই হুন পিন ■

পল্লী ফোনের সংখ্যা এখন আড়াই লাখ

গ্রামীণফোন এবং গ্রামীণ টেলিকমের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত পল্লীফোন কর্মসূচির ফোনের সংখ্যা সম্প্রতি ২ লাখ ৫০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে পল্লী এলাকায় টেলিযোগাযোগ সুবিধা দেয়া হয়। বর্তমানে দেশের ৫০ হাজারের ও বেশি গ্রামে ২ লাখ ৫৩ হাজারেরও বেশি পল্লী ফোন চালু আছে।

গ্রামীণ টেলিকমের সিইও খালেদ শামস বলেন, গ্রামাঞ্চলে তথ্য ও যোগাযোগ ভিত্তিক প্রযুক্তি প্রচলনের দায়িত্ব নিয়ে গ্রামীণ টেলিকমের পল্লী ফোন কর্মসূচি দেশে এক নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছে। আন্তর্জাতিক কল করার সুবিধাসহ সব ধরনের সংযোগসহ পল্লী ফোন মালিক পরিচালিত পে-ফোন হিসেবে কাজ করে ■

ডিজুসের 'ডিদুনিয়া' চালু

গ্রামীণফোনের ডিজুস 'ডিদুনিয়া' নামে একটি ওয়াপ পোর্টালের উদ্বোধন করেছে। এ পোর্টালে থাকবে স্পোর্টস, গেমস, মিউজিকসহ বিভিন্ন মোবাইল কন্টেন্ট এবং সার্ভিসের সম্ভার। ঠিকানা- http://wap.djuice. com.bd। ওয়াপ পোর্টাল উদ্বোধন উপলক্ষে রাজধানীর গুলশানে পিৎজা হাটে সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। পোর্টাল উদ্বোধন করেন গ্রামীণফোনের হেড অব মার্কেটিং রুবাবা দৌলা মতিন। উপস্থিত ছিলেন গালিব আহমেদ আনসারী, মীর নৌবত আলী এবং দেবাশীষ রায়।

রুবাবা দৌলা মতিন বলেন, ওয়েব পোর্টাল চালু হওয়ার মাধ্যমে ডিজুস গ্রাহকরা বিভিন্ন মিউজিক অ্যালবাম, মুভি, খেলাধুলা ও বিভিন্ন তারকাদের ওয়ালপেপার, মোবাইল গেমস, লেটেস্ট রিংটোন, ট্রু-টোন, ভিডিও টোন, থিম, ভিডিও ক্লিপ এবং স্ক্রিনসেভার ডাউনলোড করতে পারবেন। তিনি বলেন, ডিজুস তার গ্রাহকদের ভবিষ্যতেও উদ্ভাবনীমূলক সার্ভিস দিয়ে যাবে। ওয়াপ সার্ভিসের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন ডিজুসের ব্র্যান্ড ম্যানেজার দেবাশীষ ■

সিটিসেল হ্যালো টিউনসে সব ধরনের গান

হার্ডরক থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীত, বাউল থেকে সিনমার গান সবই এখন পাওয়া যাচ্ছে সিটিসেল হ্যালো টিউনস-এ। জি-সিরিজ প্রোডাকশন হাউজের সব গানের ভান্ডার থেকে পছন্দের টিউন বেছে নেয়ার সুযোগ রয়েছে। ডায়াল করতে হবে ০০৭, ল্যাঙ্গুয়েজ নির্বাচনের পর প্রেস করতে হবে ৫ এবং পরে অন্য নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। হ্যালো টিউনসের এককালীন সাবস্ক্রিপশন ফি ৩০ টাকা + ভ্যাট এবং মাসিক ফি ৩০ টাকা + ভ্যাট ■

একটেলের 'শোকেস মালয়েশিয়া' অফার

মোবাইল অপারেটর একটেল গ্রাহকদের দিচ্ছে 'শোকেস মালয়েশিয়া' অফার। এতে প্রতিদিন একজন করে মালয়েশিয়ায় যাওয়ার সুযোগ পাবেন। ২০ সেপ্টেম্বর হোটেল সেরেনায় এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ অফারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। অফার ৩ মাস ধরে চলবে। প্রথম মাসে একটেল প্রি-পেইড গ্রাহকরা স্ক্র্যাচকার্ড বা ইফিলের মাধ্যমে রিফিল এবং পোস্ট পেইড গ্রাহকরা বিল পরিশোধ করলেই প্রতিদিন ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন ■

ফিলিপসের মোবাইল ফোন ৩৯৯০ টাকা

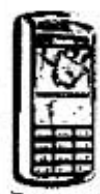

ফিলিপসের কালার ফোন মডেল-১৬২, বাজারে ছেড়েছে কমপিউটার সোর্স লি.। 'বাই ৪৮' নীতির আওতায় গ্রাহক পাবেন এক বছরের ওয়ারেন্টি এবং ব্যাটারির জন্য ছয় মাসের ওয়ারেন্টি সেবা। দাম ৩ হাজার ৯৯০ টাকা। যোগাযোগ: ৯১২৭৫৯২ ■

ফার্মগেটে টেকপার্ক সাইবার ক্যাফে

ঢাকার ফার্মগেটে চালু হলো সাইবার ক্যাফে টেকপার্ক ২৪ সেপ্টেম্বর-এর উদ্বোধন করেন ড্যাফোডিল গ্রুপের চেয়ারম্যান মোঃ সবুর খান। এসময় সাইবার ক্যাফে ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব)-এর সিনিয়র সহসভাপতি শাহ মজদু উদ্দীনসহ আরো অনেকে। টেকপার্ক সাইবার ক্যাফের স্বত্বাধিকারী কোয়াবের সাধারণ সম্পাদক আশফাকউদ্দীন মামুন বলেন, ফার্মগেটের গতানুগতিক সাইবার ক্যাফে থেকে টেকপার্ক অনেকটা আধুনিকভাবে তৈরি করা হয়েছে। ব্রাউজিং, ভয়েস চ্যাট, ভিডিও চ্যাট, প্রিন্ট, স্ক্যানিং, সিডি রাইটিং ইত্যাদিসহ প্রায় সব রকম কমপিউটার যন্ত্রাংশও এখানে পাওয়া যাবে। ন্যূনতম ব্যবহার চার্জ হিসেবে প্রথম ২০ মিনিট ১০ টাকা এবং পরবর্তী প্রতিমিনিট ৪০ পয়সা যোগাযোগ: ০১৯১৩৪১৯৮৩ ■

মোঃ সবুর খান উদ্বোধন করছেন টেকপার্ক

সিএসএম চ্যাভেল ও সিএসএম অরিয়ন অবমুক্ত করেছে কমপিউটার সোর্স

সিএসএম চ্যাভেল নোটবুক এবং ইন্টেল কোর ২ ডুয়ো (সি২ডি) প্রযুক্তিসমৃদ্ধ সিএসএম অরিয়ন ডেস্কটপ অবমুক্ত করেছে কমপিউটার সোর্স লি.। ইন্টেল সেন্ট্রিনো ডুয়ো মোবাইল প্রযুক্তির সিএসএম চ্যাভেল নোটবুকে থাকবে ইন্টেল ৯৪৫ জিএম বা ৯৪০ জিএমএল মাদারবোর্ড এবং প্রসেসরের গতি হবে ১.৬৬ গিগাহার্টজ থেকে ২.৩৩ গিগাহার্টজ। এটি ২৫৬ মে.বা থেকে ২ গি. বা. ডিডিআর ২ মেমরি সাপোর্ট করে এবং স্ক্রিন বড়। বাস পিউটার সোর্স এবং ব্র্যাক ব্যাংকের মধ্যে চুক্তি থাকায় কিস্তিতে এ পণ্য কেনা যবে। ওজন ২ কেজি। চ্যাভেলের কিছু মডেলের ব্যাটারি ৩/৪ ঘণ্টা কার্যক্রম থাকবে। অন্যান্য বৈশিষ্টের মধ্যে রয়েছে, ইন্টেল গ্রাফিক মিডিয়া অ্যাকসেলারেটর (জিএমএ) ৯৫০, এইচডিডি অপশন ৪০ গি.বা থেকে ১০০ গি. বা. কম্বো ড্রাইভ বা ডুয়ো লেয়ার ডিভিডি আরডব্লিউ এবং উইন্ডোজ এক্সপি বা উইন্ডোজ ভিস্তা কমপ্যায়েন্স। ১৯ সেপ্টেম্বরের জন্য অবমুক্তকরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেডিংটন ডিস্ট্রিবিউশনের কমপিউটার সোর্সের এস এম মহিবুল হাসান সতিশ মেনন ও জে মধু কুমার এবং ইন্টেলের ইএম সেলস ম্যানেজার জিয়া মজুর। যোগাযোগ : ০১৭১৩-৩৬৫২০০ ■

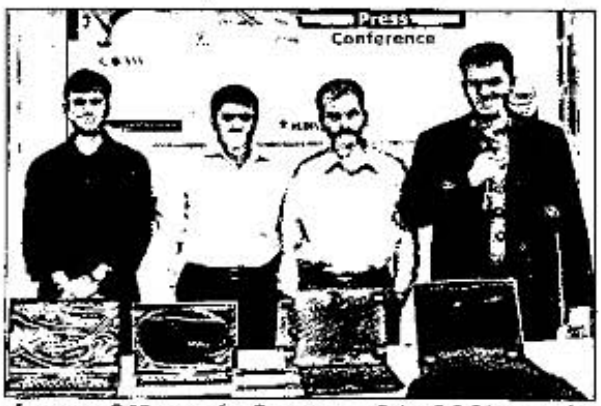

বাঁ থেকে কমপিউটার সোর্সের মাহিবুল হাসান রেডিংটন ডিস্ট্রিবিউশনের সতিশ মেনন ও জে মধু কুমার এবং ইন্টেলের জিয়া মজুর

এপলের এডুকেশনাল রোড-শো অনুষ্ঠিত

এপল কমপিউটারের অথোরাইজড রিসেলার অ্যালোহা আইশপের আয়োজনে ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অব ঢাকা-তে (আইএসডি) সম্প্রতি এপলের এডুকেশনাল রোড শো অনুষ্ঠিত হয়। রোড শো-তে এপলের বিভিন্ন পণ্য প্রদর্শন করা হয়। আইএসডির ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের জন্য পণ্যের ওপর বিশেষ ডিসকাউন্ট অফার ছিল। রোড শো'র পাশাপাশি আয়োজন করা হয় এপল-ইন এডুকেশন শীর্ষক বিশেষ সেমিনারের। এতে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন এপল দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের সিস্টেম ইঞ্জিঃ চুং। এ সময় সিঙ্গাপুর ভিত্তিক মাইক্রো এক্সপ্রেসের দক্ষিণ এশিয়ার চ্যানেল ম্যানেজার রিক লোহ, অ্যালোহা আইশপের প্রধান নির্বাহী আবু নাসের, ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অব ঢাকা (আইএসডি)-এর অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য শিক্ষকেরা উপস্থিত ছিলেন। যোগাযোগ: ৮৮৩৪৫৩৫ ■

গিগাবাইটের নতুন মাদারবোর্ড বাজারে

গিগাবাইটের কোর ২ ডুয়ো সিপিইউ সাপোর্টেড মাদারবোর্ড বাজারে এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লি.। এটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের রেসট্রিকশন অব ইউস অব সার্টেইন হ্যাজার্ডাস সাবসটেন্স (আরওএইচএস) কমপ্লায়েন্ট। এই মাদার বোর্ডে ক্ষতিকারক শিসা, মার্কারি এবং কোডমিয়ামসহ অন্যান্য উপাদান ব্যবহার সীমিত রাখা হয়েছে। জিএ-৮ এনএসআই মডেলের মাদারবোর্ডও ছাড়া হয়েছে ■

জাইসেলের নতুন মডেম এনেছে মসিতা

জাইসেলের এডিএসএল ইউএসবি মডেম (পি-৬৩০) সম্প্রতি বাজারে এনেছে মসিতা কমপিউটারস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লি.। এটি ব্যবহারে হাই স্পিড ইন্টারনেট একসেস করা সম্ভব। এটি ৮ এমবিপিএস পর্যন্ত ডাউনস্ট্রিম ট্রান্সমিশন রেট এবং ৮০০ কেবিপিএস পর্যন্ত আপস্ট্রিম রেট সাপোর্ট করতে সক্ষম। এর রয়েছে মাল্টি লিংওয়াল ইনস্টলেশন ও কনফিগারেশন সুবিধা। দাম ২৫০০ টাকা। যোগাযোগ : ৯১২৭১০০ ■

পিনাকলের নতুন ক্যাপচার কার্ড

পিনাকলের স্টুডিও প্লাস ৭০০ ইউএসবি ১০.৫ সংস্করণের ইউএসবি ক্যাপচার কার্ড সম্প্রতি বাজারে এনেছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রা. লি.। ক্যাপচার কার্ডটির সাথে রয়েছে পিনাকল স্টুডিও প্লাস ভার্সন ১০.৫ টাইটানিয়াম এডিশনের সফটওয়্যার। এর মিডিয়া ম্যানেজার অপশন ব্যবহার করে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ-এর মাধ্যমে সহজে দ্রুত ভিডিও ফটো এবং মিউজিক ফাইল সমন্বয় করে সম্পাদন করা যায়। দাম ২১ হাজার টাকা। যোগাযোগ: ৮১২৩২৭৪ ■

হাইটেক কমিউনিকেশন দিচ্ছে নেটওয়ার্ক সল্যিউশন

হাইটেক কমিউনিকেশন সিস্টেমস লি. কর্পোরেট অফিসগুলোর টোটাল নেটওয়ার্ক সল্যিউশন দিচ্ছে। ভারতের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এ সেবার আওতায় রয়েছে নেটওয়ার্ক সেটআপ, নেটওয়ার্ক এনালাইসিস, নেটওয়ার্ক ডিজাইন, সার্ভার কনফিগারেশন, নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি ডিজাইন, ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন, সিকিউরিটি এনালাইসিস প্রভৃতি। যোগাযোগ : ৮০১৬২৯৭ ■

উচ্চশিক্ষায় ডিআইআইটির বৃত্তি ঘোষণা

ডেফোডিল ইনস্টিটিউট অব আইটি যুক্তরাজ্যভিত্তিক এনসিসি এডুকেশন ইউকের অধীনে পরিচালিত বিএসসি (অনার্স) ইন কমপিউটিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম ও বিবিএ প্রোগ্রামে সেপ্টেম্বর ২০০৬ সেশনে বৃত্তি ঘোষণা করেছে। এ বৃত্তির আওতায় এইচএসসিতে জিপিএ-৪.৬ বা তদূর্ধ্ব প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ৭৫% পর্যন্ত ও জিপিএ-৪ থেকে ৪.৬ প্রাপ্তরা ৫০% পর্যন্ত টিউশন ওয়েভার পাবে। তাছাড়া ইংরেজি মাধ্যমে 'ওশ্ব লেভেলে ৫টি বিষয়ে এ প্রাপ্ত উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ৭৫% এবং ৩টিতে এ ও ২টিতে বিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ৫০% পর্যন্ত টিউশন ফি ওয়েভার পাবে। অন্যদিকে ডিআইআইটিতে সম্প্রতি চালু হওয়া এসসিসিএ কোর্সের ওপর ৬০% পর্যন্ত স্কলারশিপ ঘোষণা করেছে। যোগাযোগ: ৯১২৪৭৭৩ ■

কর্মযোগ সংস্থায় বিশেষ ছাড়ে কোর্স

পবিত্র রমজান উপলক্ষে কর্মযোগ সংস্থা প্রতিটি কোর্সের ওপর ২০ শতাংশ ছাড় ঘোষণা করেছে। ভর্তির শেষ তারিখ ১০ অক্টোবর। তারা নিজস্ব আঙ্গিকে ১ হাজার টাকায় ৭টি কোর্স ডিজাইন করেছে। দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ইনটেনসিভ ডিপ্লোমা ইন আইটি কোর্স ও চালু করা হয়েছে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ ছাড়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে। যোগাযোগ: ৮৬১০৩২৬ ■

২৫% ছাড়ে কমপিউটার কোর্স

চলতি বছর এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য ঢাকার মিরপুরের এসএস গ্রুপ অফ টেকনোলজি বিশেষ ছাড়ে অফিস ২০০৩ কমপিউটার কোর্স করাচ্ছে। কোর্সের মধ্যে রয়েছে উইন্ডোজ ও হার্ডওয়্যার পরিচিতি, এমএস ওয়ার্ড, এমএস এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, এমএস এক্সেস, ই-মেইল ও ইন্টারনেট। কোর্স ফি ২৫% ছাড়ে ১২০০ টাকা। মেয়াদ আড়াই মাস। যোগাযোগ : ৯০১৬১০৯ ■

ওরাকল কোর্সে ছাড়

দেশে ওরাকল এডুকেশন পার্টনার আইবিসিএস প্রাইমেক্স সফটওয়্যার বাংলাদেশ লি. ওরাকল ডিবিএ ও ডেভেলপার ভেন্ডর সার্টিফিকেশন কোর্সের ওপর ১০ ভাগ ছাড় ঘোষণা করেছে। যোগাযোগ: ৯১৪১৮৭৬ ■

হোটেল ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার তৈরি করেছে বেইজ

যেকোনো ধরনের হোটেল ব্যবস্থাপনার জন্য বেইজ লি. তৈরি করেছে একটি সফটওয়্যার। বেইজ প্রোপার্টি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নামের এ সফটওয়্যারে স্বাধীন ডাটাবেজ (মাইএসকিউএল, ওরাকল ইত্যাদি) ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে। এটি দিয়ে হোটেলের অতিথিদের তালিকা, হিসাব নিকাশ, নিরাপত্তাসহ সবকিছু পরিচালনা করা যাবে। যোগাযোগ : ৮৬২২০৮৬ ■

জেনুইটিতে লিনআক্স কোর্সে ছাড়

জেনুইটি সিস্টেমস লি. রমজান উপলক্ষে ৫০ শতাংশ ছাড়ে প্রফেশনাল লিনআক্স নেটওয়ার্কিং অ্যান্ড আইএসপি সেটআপ কোর্সের আয়োজন করেছে। এতে থাকছে বেসিক নেটওয়ার্কিং অ্যান্ড ক্যাবলিং, টিসিপি/আইপি, লিনআক্স অপারেটিং সিস্টেমস, ডিএনএস সার্ভার, মেইন সার্ভার, ওয়েব সার্ভার, প্রক্সি সার্ভার, ডিএইচসিপি, টেলনেট, ফায়ারওয়াল, রাউটারসহ অন্যান্য বিষয়। কোর্স ফি ৬২৫০ টাকা। যোগাযোগ: ৮০৫৭০৩৯ ■

মেয়েদের জন্য আইসিটি বৃত্তি

ডেফোডিল ইনস্টিটিউট অব আইটি (ডিআইআইটি) ডিপ্লোমা কোর্সের ১৫ তম ব্যাচের মেয়েদের জন্য মাসিক বেতনে ২৫ শতাংশ আইসিটি বৃত্তি ঘোষণা করেছে। এই বৃত্তি নিয়ে সফটওয়্যার প্রকৌশল, ওয়েব ও ই-কমার্স, হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্ক এবং ত্রি-মাত্রিক অ্যানিমেশনে ডিপ্লোমা করা যাবে। চাকরিজীবীদের জন্য সান্ধ্যকালীন ক্লাস রয়েছে। যোগাযোগ: ৯৮৮১০৩০ ■

কুমিল্লায় আইসিটি ক্লাব গঠিত

সবার জন্য আইসিটি এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ৩০ আগস্ট মোঃ আলী হাজারীর আহ্বানে এক সভায় কুমিল্লায় আইসিটি ক্লাব গঠিত হয়। সভায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে জড়িত বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। পরে সভার সমর্থনে কমিটি গঠন করা হয়। এতে রয়েছেন, প্রেসিডেন্ট মোঃ আলী হাজারী, সেক্রেটারি মোঃ মাফুজুর রহমান, ট্রেজারার মোঃ শাহ আলম, সদস্য ডা. মজিবুর রহমান, সাংবাদিক ওমর ফারুকী তাপস, কাজী সালেহ ইকরাম, সাংবাদিক জসিম উদ্দিন অসীম, অর্ণব পাল, এ জি এম সাইদুল হক, ডা. কাজী মাহাতাব, সাকির মজুমদার, আরমান আহামেদ, শাব্বীর আহামেদ ভূঁইয়া, মহিবুল ইসলাম শামীম, মোশারফ হোসেন টিপু ■

বাংলাদেশী ও জাপানি শিক্ষার্থীদের ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক সংগঠন একমাত্রা এবং জাপানি ছাত্রদের সংগঠন সি-ফা ১৭ সেপ্টেম্বর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মুখোমুখি করেছিলো বাংলাদেশী ও জাপানি শিক্ষার্থীদের। এতে কারিগরি সহায়তা করে জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এজেন্সি (জাইকা)। কনফারেন্সে টোকিও থেকে সরাসরি কথা বলেন, ৫০ জন জাপানি শিক্ষার্থী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ, স্ট্যামফোর্ড, ইউনাইটেড এবং ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ জন শিক্ষার্থী ছিলেন বাংলাদেশ প্রান্তে। জাইকার নিজস্ব ভি-স্যাট ব্যবহার করা হয় এ কনফারেন্সে। উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ, ডিজিটাল প্রক্ষেপক, ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে পরিচালিত হয় কনফারেন্সটি। একমাত্রার পরামর্শক হিরোকি ওয়াতানাবে কনফারেন্স পরিচালনা করেন ■

স্বল্প ফি-তে বেসিক কমপিউটার কোর্স

গ্রামীণ স্টার এডুকেশন মিরপুরে স্বল্প ফি-তে কমপিউটারের বেসিক কোর্সে ভর্তি চলছে। কোর্সের আওতায় রয়েছে বেসিক নলেজ অব কমপিউটার, এমএসওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, আউটলুক, এক্সপ্রেস, ইন্টারনেটসহ সাবমেরিন ক্যাবলের ওপর ধারণা। যোগাযোগ:৮০১৬২৯৭, ৮০২০৩১০ ■

কমপিউটার আই-এর সব কোর্সে ৫০% ছাড়

নারায়নগঞ্জের কমপিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কমপিউটার আই রমজান মাসে সব কমপিউটার, মোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেক্ট্রনিক্স কোর্সে ৫০% ছাড় ঘোষণা করেছে। ৫০% ছাড়ে কোর্সসমূহে ঈদের আগ পর্যন্ত ভর্তি হওয়া যাবে ■

প্রশিক্ষণ দিয়েছে JobStreet.com

ডেফোডিল কমপিউটার্স লি. ও মালয়েশিয়ার বৃহত্তম ই-রিক্রুটমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার JobStrecet.com-এর সাথে চলতি বছর একটি যৌথ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক JobStrecet.com (Malaysia)-এর রিজিওনাল সেলস অপারেশন ম্যানেজার সার্ভিস ও রিজিওনাল সেলস অপারেশান সহম্যানেজার খোঃ উই রেন প্রশিক্ষণ দিতে ২৭ আগস্ট বাংলাদেশে আসেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। প্রশিক্ষণে JobStrecet.com বাংলাদেশের সাত জন কর্মকর্তা অংশনেন ■

বিএসডিআই স্কলারশিপ প্রোগ্রামের সনদ বিতরণ

ডেফোডিল ইনস্টিটিউট অব আইটিশ্বর ধানমন্ডি ক্যাম্পাস অডিটরিয়ামে ২৬ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিএসডিআই) আয়োজিত স্কলারশিপ প্রোগ্রামের সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান। এতে বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রায় ১৩০ জন মহিলাসহ বিএসডিআই-এর ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএসডিআই-এর পরিচালক ও ডিআইআইটিশ্বর নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, বিশেষ অতিথি বিএসডিআই-এর একাডেমিক হেড ড. মো. ফকরে হোসেন। সভাপতিত্ব করেন বিএসডিআই-এর সহকারী পরিচালক কে এম হাসান রিপন ■

সংশোধনী

কমপিউটার জগৎ-এর সেপ্টেম্বর ২০০৬ সংখ্যার ৮০ পৃষ্ঠায়ে 'দেশের প্রথম অনলাইন কমপিউটার পত্রিকা চালু' খবরটিতে ওয়েবসাইটের ঠিকানা ভুল হয়েছে। সঠিক ঠিকানা হবে www.tomorrowsgaming.4t.com ■

ওয়ার্ল্ড রেসিং ২

ওয়ার্ল্ড রেসিং ২, Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter এবং গেমের কিছু সমস্যার সমাধান নিয়ে এবারের গেমের জগৎ লিখেছেন সিফাত শাহরিয়ার

বাজারে রেসিং গেমের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। তবে সেগুলোর মধ্যে সামান্য কিছু গেম গেমারদের মনে দাগ কাটতে পারে। Playlogic -এর World Racing 2 তেমনি একটি গেম। এই সিরিজের প্রথম গেমটি বাজারে এসেছিল ২০০৩ সালে। এর নাম ছিল Mercedez-Benz World Racing। দুর্ভাগ্যজনকভাবে নিম্নমানের গ্রাফিক্স ও সাউন্ড ইফেক্টের জন্য সেটি তেমন সাফল্য পায়নি। এর তিন বছর পরে আগের গেমটির সব দুর্বলতা কাটিয়ে তৈরি করা হয়েছে ওয়ার্ল্ড রেসিং ২, যাতে গেমাররা চমৎকার গ্রাফিক্স ও সাউন্ড ইফেক্টের পাশাপাশি পাবেন বিখ্যাত সব কোম্পানির গাড়ি ও রেসিং ট্র্যাকের এক বিশাল সম্ভার।

ওয়ার্ল্ড রেসিং ২-এ গেমাররা দু'টি মোডে খেলার সুযোগ পাবেন, Career মোড ও Free Ride। তবে যতক্ষণ না আপনি ক্যারিয়ার মোডে কিছু পয়েন্ট সংগ্রহ করতে না পারছেন, ততক্ষণ Free Ride -এ গাড়ি বা রেসিং ট্র্যাক আনলক করতে পারবেন না। এজন্য আপনাকে লাইসেন্স টেস্টে পাস করতে হবে, যার মধ্যে আছে তিনটি কোর্স–একটি ইতালিতে, দ্বিতীয়টি ফ্লোরিডায় এবং তৃতীয়টি হাওয়াইতে। যেমন প্রথম লাইসেন্স টেস্টে ইতালির একটি রেসিং ট্র্যাকে ১ মিনিট ৩৬ সেকেন্ড সময়ের ল্যাপ টাইম ধার্য করে দেয়া হবে, যার মধ্যে সর্বোচ্চ ৪% ড্যামেজ ধারণ করে গেমারকে রেস শেষ করতে হবে। এক্ষেত্রে গেমারের গাড়িটি হবে Golf V GTI। ক্যারিয়ার মোডে প্রায় ১২০টি রেস খেলার সুযোগ পাবেন গেমাররা, এগুলোর মধ্যে থাকবে সাধারণ ল্যাপ রেস, চেকপয়েন্ট রেস। মাত্র একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে রেস (এটি নির্ধারণ করবে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর গাড়িটি বেশি শক্তিশালী), সময়ের বিরুদ্ধে রেস (এটির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে কোন গাড়িটি সবচেয়ে দ্রুতগতির) ইত্যাদি।

ওয়ার্ল্ড রেসিং ২-এ গেমাররা বিভিন্ন পরিবেশে ১৭টি ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানির ৯০টিরও বেশি গাড়ি চালানোর সুযোগ পাবেন, যাদের মধ্যে আছে Mercedez-Benz, Audi, Volkswagen, Alfa Romeo ইত্যাদি বিখ্যাত সব কোম্পানির গাড়ি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, সবক'টি গাড়ির মডেলই বাস্তবে উপস্থিত এবং গাড়িগুলোর মডেল আসল গাড়িগুলোর অনুকরণেই তৈরি করা। তবে Free Ride মোডে গাড়িগুলোকে প্রথমে আনলক করে নিতে হবে। আর এজন্য গেমারের প্রয়োজন হবে Speedbucks। মূলত এই Speedbucks-ই গেমের চালিকা শক্তি। ক্যারিয়ার মোডে বিভিন্ন রেস জিতে গেমার যে Speedbucks পাবেন, তা দিয়ে গেমার Free Ride মোডে বিভিন্ন গাড়ি ও রেসিং ট্র্যাক আনলক করতে পারবেন।

ওয়ার্ল্ড রেসিং ২-এর আরেকটি ফিচার নিশ্চিতভাবেই গেমারদের আনন্দ দেবে। সেটি হলো, ড্যামেজ সিস্টেম। বিশেষ করে Joy Ride মোডে কোনো গাড়িকে তার চূড়ান্ত ড্যামেজ অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার মজাই আলাদা। আবার গেমাররা ইচ্ছে করলে গ্যাস স্টেশন থেকে গাড়ি মেরামতও করতে পারবেন। গেমের আরেকটি আকর্ষণীয় ফিচার হলো এর Split-Screen অপশন, যে অপশনটি গেমাররা দেখেছেন NFS2-তে। অর্থাৎ একসাথে দু'জন হিউম্যান প্লেয়ার খেলতে পারবেন ওয়ার্ল্ড রেসিং ২-এ।

ওয়ার্ল্ড রেসিং ২-এর প্রধান আকর্ষণ এর গ্রাফিক্স। রেসিং ট্র্যাক বা রেসিং কার সবদিক দিয়েই ডেভেলপাররা দেখিয়েছেন তাদের দক্ষতা। বিশেষ করে গাড়িগুলোর মডেল অত্যন্ত নিখুঁত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আর গাড়ির ভেতরের অংশের জন্য খাটে একই কথা। মোট কথা গাড়িগুলো দেখে গেমারের আসল গাড়ি বলেই মনে হবে। পাশাপাশি এনভায়রনমেন্ট ফুটিয়ে তুলতে ডেভেলপাররা শতভাগ সফল। আর কিছু কিছু স্পেশাল ইফেক্ট দেখে গেমাররা মুগ্ধ না হয়ে পারবেন না। যেমন, ঘাসের উপর দিয়ে গাড়ি চলে গেলে গাড়ির চাকার স্থায়ী দাগ থেকে যাবে মাটিতে। অর্থাৎ সেখানকার ঘাসগুলো শোয়ানো অবস্থায় থাকবে। তেমনি গাড়ির পাওয়ার-স্লাইডিংয়ের কারণে ট্র্যাকের উপরও থাকবে চাকার স্থায়ী দাগ। এছাড়া গাড়ির চাকার ঘর্ষণে ধূলির ঝড় ওঠা, রিয়ারভিউ মিররে পেছনের দৃশ্য ভেসে ওঠা ইত্যাদি গ্রাফিক্সের কারুকাজ তো আছেই। এছাড়া দুর্ঘটনার দৃশ্যগুলো বেশ চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ডেভেলপাররা। বিশেষ করে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িগুলোর মডেল এতটাই নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, গেমারের কাছে সেটি আসল বলে ভুল হতে পারে।

তবে গেমটির সাউন্ড ইফেক্ট গ্রাফিক্সের মতো ততোটা প্রশংসার দাবিদার নয়। টায়ারের ঘর্ষণের শব্দ বা গাড়ির ইঞ্জিনের গর্জন তেমন একটা উন্নতমানের নয়। এছাড়া রক ও টেকনোড্যান্স মিউজিক ট্র্যাকের সমন্বয়ে তৈরি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের জন্য গেমের সাউন্ড ইফেক্টও ততোটা স্পষ্টভাবে শোনা যায় না। তবে এর Music Manager অপশনটি বেশ চমকপ্রদ। এর মাধ্যমে গেমার তার সংগ্রহে থাকা অন্যান্য মিউজিক ট্র্যাকগুলো গেম খেলতে খেলতে শুনতে পারবেন।

সবদিক মিলিয়ে ওয়ার্ল্ড রেসিং ২ একদম নিখুঁত একটি রেসিং গেম না হলেও গেমারদের মুগ্ধ করার মতো অনেক উপকরণই এটিতে আছে। তাই যারা রেসিং গেমের ভক্ত, তারা গেমটি খেলে দেখলে ঠকবেন না।

যা যা প্রয়োজন: প্রসেসর ১.৮ গি.হা., ২৫৬ মে.বা. র‍্যাম, ৬৪ মে.বা. এজিপি কার্ড, ১.৭ গি.বা. ফ্রি হার্ড ডিস্ক স্পেস।

Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter

Tom Clancy নামটি এখন হয় তো অনেকেই জানেন। Rainbow Six, Splinter Cell ইত্যাদি জনপ্রিয় ফার্স্টপারসন শুটিং গেমগুলোর বদৌলতে এ নামটি এখন অনেকের কাছেই পরিচিতি। এ গেমগুলোর মতোই Ubisoft-এর আরেকটি জনপ্রিয় ফার্স্টপারসন শুটিং গেম হলো Ghost Recon, যার প্রথম ভার্সনটি বর্ষ সেরা গেম হিসেবে পুরস্কারও পেয়েছিল। এর পরের ভার্সনটি Ubisoft বিশেষ কারণে বাজারে রিলিজ করেনি। ফলে সবার প্রতীক্ষা ছিল Ghost Recon-এর তৃতীয় ভার্সনটির জন্য। এরপরে Ubisoft Ghost Recon 3 তথা Ghost Recon : Advanced Warfighter xbox360'র জন্য রিলিজ করলেও পিসি ভার্সনটি রিলিজ করেনি। অবশেষে বহুল প্রতীক্ষিত এ গেমটি পিসি গেমারদের জন্য বাজারে রিলিজ পেয়েছে এবং এর অসাধারণ গ্রাফিক্স ও দুর্দান্ত সাউন্ড ইফেক্ট নিশ্চিতভাবেই গেমারকে মুগ্ধ করবে। আর xbox360'র ভার্সনের তুলনায় মিশনগুলোও যথেষ্ট বড় ও চ্যালেঞ্জিং।

কাহিনী: ইউএস প্রেসিডেন্ট, কানাডিয়ান প্রেসিডেন্ট ও মেক্সিকান প্রেসিডেন্ট NAJSA (North American Joint Security Agreement) নামে একটি চুক্তিপত্রে সই করার জন্য মেক্সিকো সিটিতে উপস্থিত হন। চুক্তিপত্রে সই করার সময় মেক্সিকান সেনাবাহিনীর বিদ্রোহী সৈন্যরা তিন প্রেসিডেন্টকে আক্রমণ করে। ফলে কানাডিয়ান প্রেসিডেন্ট নিহত হন এবং অপর দুই প্রেসিডেন্ট হন নিখোঁজ। এ অবস্থায় আমেরিকান আর্মি Ghost Recon নামে চার সদস্যবিশিষ্ট একটি সুদক্ষ স্কোয়াড মেক্সিকো সিটিতে প্রেসিডেন্টদের উদ্ধার করার জন্য পাঠায় এবং এই স্কোয়াডের নেতৃত্বে থাকবেন গেমার, Captain Scott Mitchell-এর ভূমিকায়। আর গেমারের নেতৃত্বে থাকবে অপর তিনজন সুদক্ষ সৈন্য যাদের সাথে আছে ইউএস আর্মির সর্বশেষ ও মারাত্মক বিধ্বংসী টেকনোলজি।

গেমপ্লে: Ghost Recon: Advanced Warfighter (GRAW)-এর গেম প্লে অন্যান্য ট্যাকটিকাল শুটিং গেমের তুলনায় একটু ব্যতিক্রমী। অসংখ্য বাড়িঘর, গলি-ঘুপচি দিয়ে ডেভেলপাররা এমনভাবে লেভেল ডিজাইন করেছেন, যাতে অসতর্কভাবে খোলা জায়গায় আসলেই গেমার যেকোনো দিক থেকে শত্রুপক্ষের গুলিবর্ষণের মুখে পড়তে পারেন। ফলে গেমারকে সবসময়ই ধীরস্থিরভাবে সামনে অগ্রসর হতে হবে এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় গেমারকে তার চারপাশে অর্থাৎ ৩৬০ কোণেই লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা প্রায়ই গেমার দেখতে পাবেন তার পিছু ফেলে আসা স্থান থেকে আচমকা শত্রুপক্ষ আবির্ভূত হয়ে আক্রমণ করছে। ফলে 'নরমাল' ডিফিকাল্টি লেভেলেও যথেষ্ট কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। পাশাপাশি গেমের প্রতিটি মিশনই অত্যন্ত বিশাল এবং চেকপয়েন্টগুলো অনেক দূরে দূরে অবস্থিত হওয়ায় গেমটি আরো কঠিন ও সময়সাপেক্ষ হয়ে উঠবে।

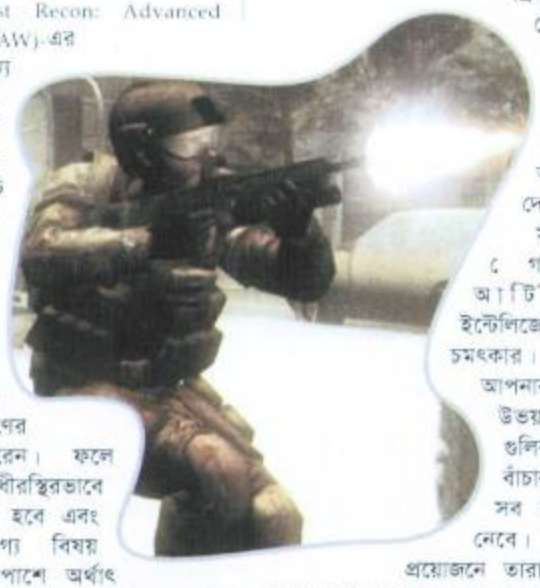

গেমারের তিনজন স্কোয়াডমেট যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তবে এরজন্য সব থেকে জরুরি হলো তাদেরকে সঠিকভাবে নির্দেশ দেয়া। যেহেতু তারা নিজে থেকেই শত্রুপক্ষের দিকে গুলি ছোড়া, কভার নেওয়া ইত্যাদি কাজগুলো করতে পারে, তাই গেমারের মূল কাজ হবে তাদের Waypoint ঠিক করে দেয়া এবং আশেপাশের কোনদিকে নজর রাখবে তা নির্দিষ্ট করে দেয়া। এজন্য গেমারের প্রয়োজন হবে ট্যাকটিকাল ম্যাপের, যার মাধ্যমে গেমার স্কোয়াডমেটদের ওয়েপয়েন্ট ঠিক করে দিতে পারবেন। পাশাপাশি এ ম্যাপের সাহায্যে শত্রুদের অবস্থানও দেখা যাবে। তবে রুম বা ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর আশ্রয় নেয়া শত্রুদের অবস্থান ম্যাপে দেয়া থাকবে না। সার্বিক বিচারে গেমের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) অত্যন্ত চমৎকার। শত্রুপক্ষ ও আপনার স্কোয়াডমেট উভয়ই বিপক্ষের গুলির হাত থেকে বাঁচার জন্য সম্ভাব্য সব স্থানেই কভার নেবে। এমনকি প্রয়োজনে তারা ডাইভ দিয়ে একস্থান থেকে অন্য স্থানে সরে যাবে এবং শত্রুপক্ষ পেছন থেকে কখন আপনাকে ঘিরে ফেলবে, তা ঘুণাক্ষরেও ধারণা করতে পারবেন না। কিন্তু একই সাথে কিছু বৈপরীত্য চোখে পড়বে গেমারের। যেমন প্রায়ই দেখবেন, স্কোয়াডমেটরা নির্দিষ্ট করে দেয়া ওয়েপয়েন্ট দিয়ে যাচ্ছে না এবং শত্রুপক্ষের ব্যাপক গোলাগুলির মধ্যে পড়ছে। আবার পাশাপাশি অবস্থানরত দু'জন শত্রুসেনার একজনকে হত্যা করলে দেখা যাবে অপরজন তাতে কোনো ভ্রুক্ষেপই করলো না। ▶

গেমের ইন্টারফেস খুবই ব্যবহার সহায়ক এবং পরিষ্কার। দ্রুত বিভিন্ন কমান্ড দিতে গেমারের তেমন সময় লাগবে না। আর স্কোয়াডমেটদের নানা ধরনের নির্দেশ দেয়াটাও গেমারকে তেমন কোনো সমস্যার মধ্যে ফেলবে না। সব মিলিয়ে গেমের ইন্টারফেস ও কন্ট্রোলিং বেশ কার্যকর।

অস্ত্র: Tom Clancy'র অন্যান্য গেমগুলোর তুলনায় এখানে অস্ত্রের সংখ্যা যথেষ্টই কম। তবে সংখ্যা কম হলেও এগুলোর নির্ভুলতা খুবই চমৎকার। FN SCAR, XM8 অ্যাসল্ট রাইফেল এবং Glock18 ব্যবহার করে গেমার নিশ্চিতভাবেই সন্তুষ্ট হবেন। এর পাশাপাশি থাকবে অস্ত্রের সাথে বিভিন্ন ধরনের অ্যাটাচমেন্ট সংযুক্ত করার সুযোগ। যেমন Vertical fore grip, red-dot scope, সাইলেন্সার, গ্রেনেড লাঞ্চার ইত্যাদি। তবে এসব অ্যাটাচমেন্ট যুক্ত করলে আপনার অস্ত্রের ওপর তার কোনো না কোনো প্রভাব পড়বে। যেমন, গ্রেনেড লাঞ্চার যুক্ত করলে একদিকে যেমন আপনার Firepower-বাড়বে, তেমনি কমবে আপনার নির্ভুলতা। সুতরাং সঠিক স্থানে সঠিক অস্ত্রটি ব্যবহার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সেটি আপনার বাঁচা-মরার মধ্যে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। এছাড়া আপনি মাঝে মাঝে বিশেষ কিছু টার্গেট ধ্বংস করার জন্য NPC ইউনিটের কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন। যেমন Stryker Armored Vehicles, M1 Abrams ট্যাঙ্ক, অ্যাপাচি অ্যাটাক হেলিকপ্টার, Artillery Strikes ইত্যাদি। তবে দুঃখের বিষয় হলো নির্দিষ্ট কিছু সময়েই এগুলো ব্যবহার করা যাবে এবং খুব বেশি সময়ের জন্য নয়।

গ্রাফিক্স: Ghost Recon: Advanced Warfighter-এর গ্রাফিক্স দেখে গেমার মুগ্ধ না হয়ে পারবেন না। গেমের এনভায়রনমেন্ট তথা মেক্সিকো সিটির কথাই বলুন, অথবা ক্যারেক্টার মডেলই বলুন, কিংবা গেমারের বিভিন্ন অস্ত্রের কথাই বলুন– সবকিছুই অত্যন্ত বিস্তারিত ও নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ডেভেলপাররা। গেমের শুরুতেই হেলিকপ্টার থেকে গেমার মেক্সিকো সিটির ঘনবসতিপূর্ণ বাড়িঘর এবং রাস্তাঘাটগুলো দেখতে পাবেন, যা সত্যিই আপনার সামনে মেক্সিকো সিটির প্রকৃত রূপটি তুলে ধরবে। গেমের ফিজিক্স মডেলিংও চমৎকার। এনভায়রনমেন্টে অবস্থিত প্রায় সবকিছুই বাস্তবের মতো আচরণ করবে। যেমন বুলেটের আঘাতে কাঠের বেড়া ভেঙ্গে যাবে, আবার গাছপালার পাশ দিয়ে তীব্র বেগে বুলেট ছুটে গেলে গাছের পাতাগুলো বাতাসে নড়ে উঠবে। মোট কথা গেমের এনভায়রনমেন্ট যতোটা সম্ভব বাস্তব সম্মত করে তুলেছেন ডেভেলপাররা। পাশাপাশি ক্যারেক্টার মডেলিংয়েও দক্ষতা দেখিয়েছেন এরা। স্কোয়াডমেটদের ইউনিফর্মের প্রতিটি পকেট, বোতাম এমনকি সেলাই পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়বে। আর তাদের অ্যানিমেশনগুলো অত্যন্ত সাবলীল এবং বাস্তবধর্মী। যেমন আপনার টিমমেট দৌড়ে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার সময় মাথা নিচু করে দৌড়িয়ে যাবে এবং যাওয়ার পথে বারবার মাথা ঘুরিয়ে আশপাশের চারদিকে লক্ষ্য রাখতে থাকবে। সোজা কথায় তাদের অ্যানিমেশনগুলো বাস্তবের একজন সৈন্যের যুদ্ধের সময়ের কার্যক্রমের মতোই মনে হবে। আর অস্ত্রগুলোর মডেল ক্যারেক্টার মডেলিংয়ের তুলনায় আরো উন্নতমানের। অস্ত্রগুলোর প্রতিটি অংশই সুস্পষ্টভাবে দেখতে পারবেন গেমার।

তবে এ গেমের খুব বড় একটি সমস্যা হলো গেমটি খেলতে শক্তিশালী গ্রাফিক্স কার্ডের প্রয়োজন। ২৫৬ মে.বা. GeForce 6800 গ্রাফিক্স কার্ডেও গেমার গ্রাফিক্স কনফিগারেশন 'হাই' করে দিতে পারবেন না। শুধু ৫১২ মে. বা. গ্রাফিক্স কার্ডেই সেটি সম্ভব হবে। আর সর্বনিম্ন ১২৮ মে. বা. গ্রাফিক্স কার্ডে গেমটি খেলতে হলে গেমারকে গ্রাফিক্স কনফিগারেশনগুলো কমিয়ে দিতে হবে।

সাউন্ড: গেমের সাউন্ড ইফেক্ট গ্রাফিক্সের মতোই চমৎকার। গেমের বেশির ভাগ সাউন্ডই হলো বিভিন্ন অস্ত্রের গুলিবর্ষণের শব্দ এবং প্রতিটি অস্ত্রের শব্দই বাস্তবসম্মত এবং গেমার পৃথক পৃথকভাবে তা চিনতে পারবেন। পাশাপাশি বিস্ফোরণের ভয়ানক শব্দ, মাথার ওপর দিয়ে বুলেটের বাতাসে শব্দ– সবকিছুই গেমারের মধ্যে যুদ্ধের একটা বাস্তব অনুভূতির জন্ম দেবে। এছাড়া ট্যাঙ্ক, জেট, হেলিকপ্টার ইত্যাদির শব্দ, আপনার দেয়া নির্দেশের জবাবে স্কোয়াডমেটদের চিৎকার করে সম্মতি জ্ঞাপন, শত্রুপক্ষের স্প্যানিশ ভাষায় চিৎকার ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই সাউন্ড ইফেক্ট বেশ চমৎকার। গেমে প্রচুর পরিমাণে ভয়েস অ্যাক্টিংও আছে এবং সম্পূর্ণ অংশই অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন ডেভেলপাররা। আর গেমের পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে থাকা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকও গেম খেলার উত্তেজনা বাড়িয়ে দেবে কয়েকগুণে।

ট্যাকটিক্যাল শুটিং গেম হিসেবে GRAW অসাধারণ একটি গেম। এর অসাধারণ গ্রাফিক্স, দুর্দান্ত সাউন্ড ইফেক্ট ও চমৎকার গেম প্লে গেমটিকে এ বছরের অন্যতম সেরা একটি গেম হিসেবে স্থান করে দেবে, নিশ্চিতভাবে তা বলা যায়। তাই দেরি না করে গেমটি সংগ্রহ করে খেলতে বসে যান।

যা যা প্রয়োজন: প্রসেসর ২.০ গি. হা., র‍্যাম ১ গি. বা., এজিপি কার্ড ১২৮ মে. বা., ৪.৫ গি. বা. ফ্রি হার্ডডিস্ক স্পেস, উইন্ডোজ ২০০০/এক্সপি।

সমস্যাটি পাঠিয়েছেন ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে শিহাব ইরফান আলম

সমস্যা: আমার সমস্যাটি হলো Grand Theft Auto 3 গেমটি নিয়ে। যখন আমি কোনো Saved গেম লোড করতে যাই গেমটি বন্ধ হয়ে যায় এবং নিচের মেসেজটি দেখায়। 'GTA 3.exe has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.' মেসেজটির নিচে দু'টি বাটন থাকে। এগুলো হলো 'Send error report' এবং 'Don't send'।

আমার ইন্টারনেট কানেকশন নেই। এমতাবস্থায় আমি কি করবো? উল্লেখ্য, অন্যান্য কিছু গেম খেলতে গিয়েও আমি একই সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি। অনুগ্রহ করে আমাকে সাহায্য করবেন।

সমাধান: আপনার পিসি'র কনফিগারেশন না দেয়ায় সমস্যাটি সম্পূর্ণরূপে বোঝা গেল না। তবে আপনি গেমটি সম্পূর্ণ আন-ইনস্টল করে নতুন করে ইনস্টল করে দেখতে পারেন। সেক্ষেত্রে My Documents থেকে Save Games-এর ফাইলগুলোর ব্যাকআপ নিয়ে রাখুন। Grand Theft Auto 3-এর জন্য যা যা প্রয়োজন তা নিম্নে দেয়া হলো: প্রসেসর পেন্টিয়াম থ্রি ৪৫০ মে.হা. (৭০০ মে.হা. recommended), র‍্যাম ৯৬ মে.বা. (১২৮ মে.বা. recommended), এজিপি ৩২ মে. বা., ৭০০ মে.বা. ফ্রি হার্ড ডিস্ক স্পেস।

Hitman: Blood Money গেমের চিটকোড জানতে চেয়েছেন চানখারপুল থেকে হাছিব

এক্ষেত্রে প্রথমে একটি গেম ফাইল এডিট করতে হবে। প্রথমে গেম ফোল্ডারের ভেতরে hitmanblood-money.ini ফাইলটি নোটপ্যাড দিয়ে খুলুন। এখন ফাইলটির একদম শেষে 'EnableCheats' লিখে ফাইলটি সেভ করুন। এবার গেমটি চালু করে খেলা চলার সময় 'c' বাটন চেপে চিট মেনুটি নিয়ে আসুন। [Up] বা [Down] বাটন চেপে চিট অপশন হাইলাইট করে 'Enter' চাপুন এবং প্রয়োজনে [Left] বা [Right] বাটন চেপে চিট অপশন পরিবর্তন করুন। এক্ষেত্রে '0' চাপলে চিট অপশনটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে এবং '1' চাপলে সেটি সক্রিয় হবে।

CODE	EFFECT
Show OSD:	Toggle on screen display
Invisible Mode:	Toggle invisibility
God Mode:	Toggle God mode
Give Some:	No effect
InfAmmo:	Unlimited ammunition
Show enemy vision:	No effect
GiveAll:	No effect
InfClip:	Unlimited ammunition in current clip
Test Cloth:	Cycle through disguises in current level
Complete level:	All objectives completed in current level
Time Multiplier:	Speed up time. "10" is highest value
Teleport:	Teleport through level's waypoints
Beam here:	Teleport to pointer location

এছাড়া খেলা চলার সময় [shift]+[c] বাটন চেপে বর্তমান মিশনটি কমপ্লিট করা যাবে।

Half Life 2: Episode One-এর চিটকোড জানতে চেয়েছেন গাজীপুর থেকে তুহিন

প্রোগ্রাম মেনু থেকে Half Life 2: Episode One সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক করে Properties সিলেক্ট করুন। এবার Launch Options বাটনে ক্লিক করে '-console' টাইপ করে 'Ok' বাটনে ক্লিক করুন, তারপর উইন্ডোটি বন্ধ করে দিন। এখন গেমটি চালান এবং খেলা চলার সময় '~' বাটনে চেপে কন্সোল উইন্ডোটি আনুন। এবার 'Sv-cheats 1' টাইপ করে 'Enter' চেপে চিটমোড এনাবল করুন। এখন কন্সোল উইন্ডোতে নিম্নলিখিত কোডগুলো টাইপ করুন।

EFFECT	CODE
God mode (server only)	god
Spawn indicated item	give <item name>
Reduce your health	buddha
Damage player	hurtme <amount>
All weapons	impulse 101
Ignored by NPCs	notarget
Walk through objects (server only)	noclip
List maps	maps
Load indicated map	map <map name>
Set max ammo for .357 Magnum	sk_max_357 <number>
Set max ammo for Pulse Rifle	sk_max_ar2 <number>
Set max ammo for shotgun	sk_max_buckshot <number>
Set max ammo for crossbow	sk_max_crossbow <number>
Set max ammo for hand grenades	sk_max_grenade <number>
Set max ammo for pistol	sk_max_pistol <number>
Set max ammo for RPG	sk_max_rpg_round <number>
Set max ammo for submachine gun	sk_max_smg1 <number>
Set max ammo for SMG grenades	sk_max_smg1_grenade <number>

Always Buy from an Associate Member

- Sharanee Ltd. Tel: 9133591
- Rishit Computers Tel: 9121115
- Ryans Computer Tel: 8151389
- Flora Limited Tel: 7162742
- Daffodil Computers Tel: 8129029
- Algae Tel: 8615096
- Dreamland Computer Tel: 8610970
- ABC Computer Tel: 9135758
- RM Systems Ltd. Tel: 8125175
- Tech View Tel: 9136682
- Surid Computers Tel: 9673557
- Techno Care Tel: 8156309
- Computer Info ITT JV Ltd. Tel:(031)718789
- Computer Village Tel: (031) 710468
- Cell Computer Tel: (721) 776060
- Cobite Computer Tel: (051) 61818
- Lotus Computer Tel: (091) 61305

নতুন আসা গেম

- Age of Pirates: Caribbean Tales
- Al Emmo and the Lost Dutchman's Mine
- America's Army: Special Forces Overmatch
- American McGee Presents: Bad Day L.A.
- Barrow Hill: Curse of the Ancient Circle
- DarkStar One
- EverQuest The Serpent's Spine
- First Battalion
- Ford Bold Moves Street Racing
- Hoyle Puzzle and Board Games 2007
- Joint Task Force
- Lancaster
- Lineage II Chronicle 5: Oath of Blood
- Madden NFL 07
- NHL 07
- Open Season
- Pac-Man World Rally
- Perimeter: Emperor's Testament
- ProStroke Golf: World Tour 2007
- Reel Deal Slots Mystic Forest
- Ship Simulator 2006
- Silent Heroes
- The Sims 2: Glamour Life Stuff

শীর্ষ গেম তালিকা

- ANKH
- FATE
- Capitalism II
- Joint Task Force
- Half-Life 2: Episode One
- Sid Meier's Civilization IV: Warlords
- Myst V: End of Ages
- World Racing 2
- Massive Assault
- Atlantis Quest
- FlatOut 2
- Hitman Blood Money
- Perimeter: Emperor's Testament
- City Life
- NHL 07
- Reel Deal Slots Mystic Forest
- Safecracker
- Iron Warriors: T72 Tank Command
- Sea Bounty

Map names:

Introduction: ep1_citadel_00
Beginning of Chapter 3: ep1_c17_00
Beginning of Chapter 4: ep1_c17_01
Chapter 4 City 17 after the first load point.: ep1_c17_02
Chapter 4 City 17 after the second load point.: ep1_c17_02a
Chapter 4 City 17 after the third load point.: ep1_c17_02b
City 17 after the first load point.: ep1_c17_00a
Citadel after the first load point.: ep1_citadel_01
Citadel after the second load point.: ep1_citadel_02
Citadel after the third load point.: ep1_citadel_03
Citadel before the lift ride.: ep1_citadel_02b
Near the end of the Citadel.: ep1_citadel_04
Last Chapter near the end.: ep1_c17_06
Last Chapter.: ep1_c17_05
Looking in the car garage (glitch): ep1_background01a
Looking off into the damaged City 17 (glitch): ep1_background02
Looking up at the citadel (glitch): ep1_background01

নিজের তৈরি মোবাইল ওয়াপ সাইট ব্যবহার করে

পছন্দের লোগো, ছবি, রিংটোন ফ্রি মোবাইলে ডাউনলোড

মোহাম্মদ ইশতিয়াক জাহান

বাংলাদেশের অনেকেই এখন মোবাইলফোন ব্যবহার করছেন। কিন্তু মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনেক কম। নিজের নামে অনেকে হয়তো ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন। কিন্তু মোবাইল ফোনে ব্যবহার করার জন্য ওয়াপ সাইট তৈরি করেছেন কি?

এই সংখ্যায় আপনারা শিখতে বা বানাতে পারবেন ওয়াপ সাইট। তাও খুব সহজে এবং বিনা খরচে। আপনার তৈরি করা ওয়াপ সাইটের মাধ্যমে পছন্দের ছবি, রিংটোন লোগো আপনার মোবাইল ফোনে ফ্রি সেন্ড বা ডাউন লোড করতে পারবেন। বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে পুরো লেখাটি পড়ে নিজে নিজে চেষ্টা করে দেখুন আমি সত্য বলেছি কি না।

মজা পাবেন তখন, যখন আপনার ওয়াপ এনাবল মোবাইল ফোন দিয়ে আপনার বানানো সাইটটি ব্রাউজ করতে পারবেন এবং লোগো, ছবি, রিংটোন ফ্রি ডাউনলোড করতে পারবেন।

আমরা যে সাইটির মাধ্যমে ওয়াপ সাইট তৈরি করবো, এতে প্রতি ইউজারের নামে মাত্র ১০২৪ কিলোবাইট জায়গা পাওয়া যাবে। জায়গা খুব অল্প মনে হলেও লিংকের মাধ্যমে এই অল্প জায়গাতে প্রচুর লোগো, ছবি, রিংটোন যুক্ত করা যাবে। এই সাইটটিতে যেসব ছবি/রিংটোন ফ্রি আছে তাদের প্রতিটির জন্য আলাদা কোড নম্বর আছে। ওই কোড ব্যবহার করে প্রচুর ছবি, লোগো যুক্ত করতে পারবেন আপনার তৈরি করা ওয়াপ সাইটে।

ছবি, লোগো, ওয়াল পেপার: আপনি যে ওয়াপ সাইট তৈরি করবেন তার ছবি, লোগো ওয়ালপেপারের নির্দিষ্ট ফরমেট জানা থাকতে হবে। ছবি বা ওয়াল পেপারের জন্য ফরমেট হবে জেপিইজি/জেপিজি এবং লোগো এর জন্য ফরমেট হবে জিআইএফ। এ ফরমেটের ছবি, লোগো, ওয়ালপেপার তৈরি বা সেভ করে নিলে মোবাইল স্ক্রিনে ভালো দেখা যাবে।

আমরা যেসব সাইজের ছবি, ওয়ালপেপার, ওয়েবসাইট—যা—কমপিউটারে—দেখি—তা মোবাইলের ছবি বা ওয়ালপেপার থেকে ভিন্ন।

ছবি, ওয়ালপেপার, লোগো বানানোর জন্য ইন্টারনেটে প্রচুর সফটওয়্যার পাওয়া যায়। এসব সফটওয়্যার দিয়ে লোগো, ছবি, ওয়াল পেপার বানিয়ে নিতে পারেন, অথবা ইন্টারনেট থেকে ইচ্ছে মতো পছন্দের ছবি, লোগো, ওয়ালপেপার ডাউনলোড করে নিতে পারেন।

রিংটোন: ছবি, লোগো তৈরি করার মতো ইন্টারনেটে রিংটোন তৈরি করার প্রচুর সফটওয়্যার পাওয়া যায়। এসব সফটওয়্যার দিয়ে রিংটোন তৈরি করে নিতে পারেন। অথবা অনেক সাইটে নতুন নতুন ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি রিংটোন ফ্রি পাওয়া যায়। ওই জায়গা থেকে রিংটোন ডাউন লোড করে নিতে পারেন। রিংটোন তৈরি করার জন্য বা রিংটোন আপনার ওয়াপ সাইটে আপলোড করার জন্য মিডি বা পলিফনিক রিংটোন ব্যবহার করবেন।

চলুন আমরা জেনে নেই, কি করে ওয়াপ সাইট বানাতে হয় এবং পছন্দের রিংটোন, ছবি, লোগো সাইটে যুক্ত করে, ওয়াপ এনাবল মোবাইল সেটে ডাউনলোড করা যায়।

খুবই কম কষ্ট করে আপনি সাইটটি বানাতে পারবেন। প্রথমে জেনে নিই, ওয়াপ সাইট তৈরি করতে কী কী লাগবে। ওয়াপসাইট বানাতে আপনার লাগবে:

ক. কমপিউটার খ. ইন্টারনেট গ. ব্রাউজার হিসেবে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার বা ফায়ারফক্স মজিল্লা। ঘ. ওয়াপ এনাবল মোবাইল সেট এবং সংযোগ। মাত্র এই কয়েকটি উপকরণ ব্যবহার করে আপনার ওয়াপ সাইটটি তৈরি করতে পারবেন। যাদের ওয়াপ এনাবল মোবাইল নেই তাদের মন খারাপ করার কিছু নেই। কারণ, যে সাইট থেকে ওয়াপ সাইট তৈরি করবেন সেখানে সাইটটি দেখার জন্য প্রিভিও অপশন আছে। যা দিয়ে মোবাইল সেট ছাড়াই আপনার ওয়াপ সাইটি ব্রাউজ করতে পারবেন।

আমরা যে সাইটটি ব্যবহার করে ওয়াপ সাইট তৈরি করবো, সেই সাইটটি কিছু ফ্রি সফটওয়্যার ডাউনলোড করার সুবিধা দিচ্ছে।

০১. ডটওয়াপ ২.০: এই সফটওয়্যারটি দিয়ে আপনার ওয়াপ সাইট অফলাইন থেকে তৈরি করে নিতে পারবেন। পরে একবারে পুরো সাইট ইন্টারনেটের মাধ্যমে আপলোড করে নিতে পারবেন।

০২. টিটি ইম্যুলেটর: আপনার বানানো ওয়াপ সাইটটি এই সফটওয়্যার দিয়ে দেখতে বা ব্রাউজ করতে পারবেন।

০৩. ডটকালার ৩.০: ভালো ছবি, লোগো তৈরি করার জন্য এ সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারেন।

কিভাবে ওয়াপ সাইটি তৈরি করতে হবে তা নিচে ধাপে ধাপে বর্ণনা করা হয়েছে।

ধাপ-১: ব্রাউজার ওপেন করে অ্যাড্রেস বার-এ টাইপ করুন: www.tagtag.com অথবা http://tagtag.com, পরে এন্টার দিন। চিত্র ১-এর মতো একটি পেজ ওপেন হবে। ওয়াপ সাইট বানানোর জন্য প্রথমে একটি ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড তৈরি করতে হবে। এবং ওই ইউজার নেম থেকে ওয়াপ সাইট নেম তৈরি করতে হবে। ইউজার নেম তৈরি না করলে ওয়াপ সাইট নেম তৈরি করতে পারবেন না।

এক ইউজার নেম ব্যবহার করে একাধিক ওয়াপ সাইট নেম তৈরি করতে পারবেন। ইউজার নেম তৈরি করতে তিনটি অপশনের যেকোনো একটি ব্যবহার করতে পারেন। তিনটি অপশন হলো—ক. সাইন আপ, খ. ফ্রি হোস্টিং, গ. বিল্ড ইউর ওয়াপ সাইট।

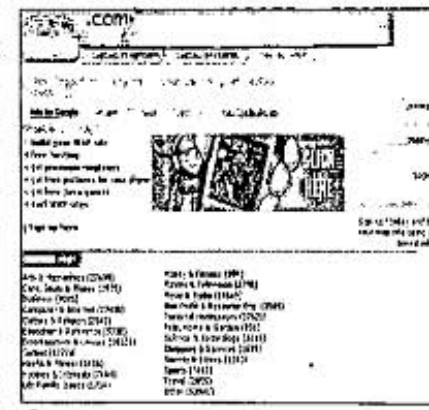

চিত্র-১: http://tagtag.com-এর প্রথম পেজ

আমরা comjagat নামে একটি ইউজার নাম তৈরি করবো। তাই প্রথমে সাইনআপে ক্লিক করলে চিত্র ২-এর মতো একটি সাইনআপ ফর্ম

চিত্র-২: সাইন আপ ফর্ম

দেখাবে। comjagat ইউজার নাম তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট-এ ক্লিক করলে চিত্র ৩-এর মতো মেসেজ দিয়ে ইউজার নেম তৈরি হবে। একটি ইউজার নেম অ্যাকটিভ হতে সর্বোচ্চ ৩০ মিনিট সময় লাগতে পারে।

ধাপ-২: তৈরি করা ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করতে হবে। লগইন করার পর পেজটি চিত্র ৪-এর মতো দেখাবে। লগইন করার পর যে

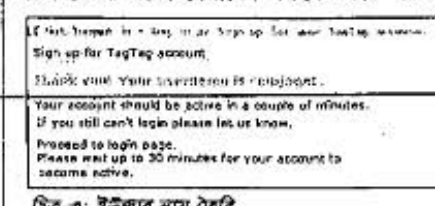

চিত্র-৩: ইউজার নাম তৈরি

পেজটি ওপেন হবে তার প্রতিটি অপশন নিম্নরূপ:

যে পেজ ওপেন হলো এই পেজটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই পেজের অপশনগুলো ব্যবহার করে আপনার ওয়াপ সাইট নেম তৈরি করা থেকে শুরু করে রিংটোন, লোগো, ছবি যুক্ত করা, বাদ দেয়া, সাইট এডিট করা, ইত্যাদি সব কিছুই করা যাবে। সাথে সব ফাইলের তথ্য ও দেখতে পারবেন।

লক্ষ করুন চিত্র ৪-এর নিচের দিকে তাকালে মাই ওয়াপ সাইটস নেম একটি হেডিং দেখতে পাবেন। এই হেডিং-এর ঠিক উপরে দেখাচ্ছে ▶

চিত্র-৪: সাইন করার পর

এক কিলোবাইট জায়গার মধ্যে কতটুকু জায়গা ভরাট হয়েছে। আর এই হেডিংয়ের নিচের দিকে তাকালে নেম, ডেসক্রিপশন, অ্যাকশন লেখা আছে। যেহেতু এখন পর্যন্ত কোনো ওয়াপ সাইটের নাম তৈরি করিনি তাই এসব লেখাগুলোর নিচে কিছুই দেখাচ্ছে না।

ধাপ-৩: চিত্র ৪ এর বর্ণনাটা আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি, তাহলে ওয়াপ পেজ বানানোটা সহজ হবে।

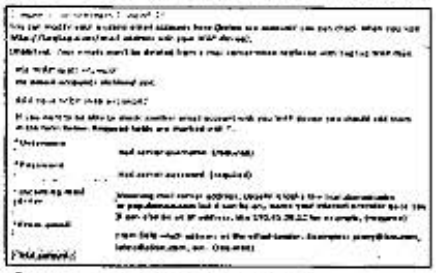

চিত্র-৫ ওয়াপ মেইল অ্যাকাউন্ট সেটিংস

০১. অ্যাকাউন্ট সেটিং: এই অপশনের পেজটি দেখতে ঠিক চিত্র ২-এর মতো সাইনআপ পেজের মতো। এই পেজ থেকে আপনার তৈরি করা ইউজার নেম, পাসওয়ার্ড, ইমেইল অ্যাড্রেস পরিবর্তন করতে পারবেন। তবে ইউজার নেম যদি আগে থেকে কেউ সিলেক্ট করে থাকেন তবে ওই নামটি নিতে পারবেন না।

চিত্র-৬: ওয়াপ সাইট নাম তৈরি

০২. ওয়াপ মেইল সেটিং: এই অপশনে ক্লিক করলে ছবি ৫-এর মতো একটি পেজ ওপেন হবে। ওয়াপ মেইল অ্যাকাউন্টস, তৈরি করতে এই অপশনটি ব্যবহার করা হয়।

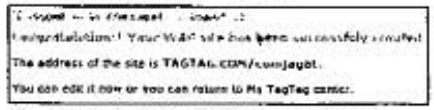

চিত্র-৭: ওয়াপ সাইট তৈরি হয়েছে তার মেসেজ

০৩. অ্যাড নিউ ওয়াপ সাইট: এই অপশন থেকে আপনার পছন্দ করা নাম দিয়ে ওয়াপ সাইট নেম তৈরি করতে হবে। এই অপশনে ক্লিক করলে চিত্র ৬-এর মতো একটি পেজ ওপেন হবে। আমরা comjagat নামে ওয়াপ সাইট তৈরি করতে চাই। তাহলে comjagat নাম দিয়ে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট এ ক্লিক করলে চিত্র ৭-এর মতো একটি মেসেজ দিয়ে ওয়াপ সাইট নেম তৈরি হবে। ওয়াপ সাইট নেম বা সাইট তৈরি হয়েছে কিনা তা ছবি ৮ এ খেয়াল করলে পাই ওয়াপসাইটস্-এর নিচে তৈরি করা ওয়াপ সাইটের নাম এবং তথ্য দেখাবে।

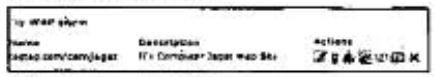

চিত্র-৮: মাই ওয়াপ সাইট

০৪. আপলোড ফালার পিকচার: এই অপশনটিতে ক্লিক করলে চিত্র ৯-এর মতো একটি পেজ ওপেন হবে। ব্রাউজে ক্লিক করে আপনার পছন্দের ছবি, ওয়ালপেপার, লোগো সিলেক্ট করে আপলোডে ক্লিক করে আপনার সাইটে যুক্ত করতে পারবেন।

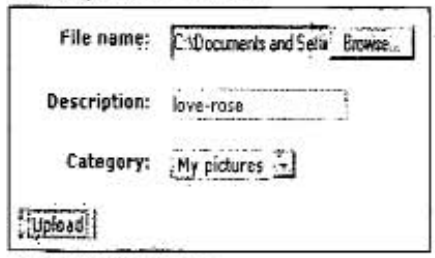

চিত্র-৯: পিকচার আপলোড

০৫. মাই পিকচার: এই অপশনটিতে ক্লিক করলে চিত্র ১০-এর মতো একটি পেজ ওপেন হবে। যাতে আপলোড করা সব ছবি ওয়াল পেপার লোগোর তথ্য দেখাবে। এখান থেকে যেকোনো ফাইল ডিলিট করতে পারবেন।

চিত্র-১০: আপলোড পিকচারের তথ্য

০৬. আপলোড পলিফনিক রিংটোন: এই অপশনটিতে ক্লিক করলে চিত্র ১১-এর মতো পেজ ওপেন হবে। ব্রাউজে ক্লিক করে আপনার পছন্দ করা পলিফোনিক বা মিডি রিংটোন সাইটটে যুক্ত করতে পারবেন।

০৭. মাই রিংটোন: আপনার আপলোড করা

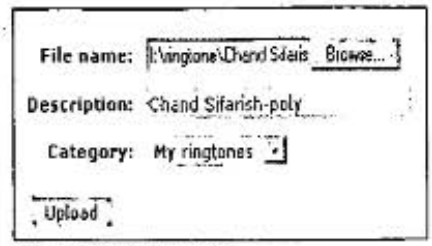

চিত্র-১১: রিংটোন আপলোড

রিংটোনের তথ্য চিত্র ১২-এর মতো করে দেখাবে। এই অপশন থেকে কোনো রিংটোন ডিলিটও করতে পারবেন।

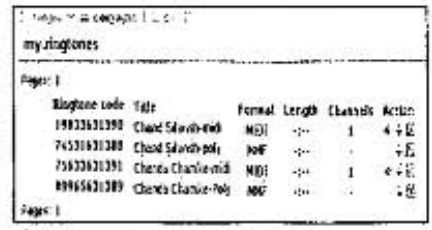

চিত্র-১২: আপলোড রিংটোনের তথ্য

একটি ব্যাপার মনে রাখবেন আপনি যেকোনো ছবি, লোগো, রিংটোন আপলোড করেন না কেন, সবগুলোর জন্য আলাদাভাবে একক কোড থাকবে। এই সাইটের যেসব ফ্রি ছবি, লোগো, রিংটোনের কোড আছে, তা আপনার ওয়াপ পেজে লিংক হিসেবে যুক্ত করে দিতে পারেন। তাহলে ঐ ফাইলগুলো আপনার পুনরায় আপলোড করতে হবে না।

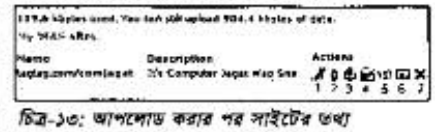

চিত্র-১৩: আপলোড করার পর সাইটের তথ্য

০৮. মাইওয়াপ সাইটস: চিত্র ১৩-তে খেয়াল করলে দেখবেন, মাইওয়াপ সাইটস্-এর উপরের দিকে লিখা আছে ১০২৪ কিলোবাইটের মধ্যে কতটুকু জায়গা ব্যবহার হয়েছে ছবি, লোগো, রিংটোন আপলোড করতে এবং কতটুকু জায়গা খালি আছে। চিত্র ১৩-এর মাইওয়াপ সাইটসের নিচে যা দেখাচ্ছে তার বর্ণনা নিচে দিচ্ছি।

নেম: যে ওয়াপ সাইট নাম তৈরি করেছি তার অ্যাড্রেস দেখাচ্ছে, ওয়াপ সাইটের অ্যাড্রেস হবে: http://tagtag.com/comjagat

ডেসক্রিপশন: সাইটটির বর্ণনা এখানে দেখাবে।

অ্যাকশন: অ্যাকশনের কাজগুলো নিচে বর্ণনা করছি।

1. এডিট সাইট: যে সাইটটি বানাবো তা এই অপশন থেকে এডিট করতে হবে।

2. প্রিভিউ: প্রিভিউ দেখার জন্য এই অপশনটি।

3. এডিট সাইট সেটিং: সাইটের তথ্য পরিবর্তন করতে এই অপশনটি ব্যবহার করা হয়।

4. ম্যানেজ WBMP ইমেজ: GIF/WBMP ছবি, লোগো, আপলোড করতে ব্যবহার হয়।

5. এডিট গেস্ট বুক: গেস্ট বুক এডিট করতে এটি লাগে।

6. সাইট: পুরো ওয়াপ সাইটটি ডিলিট করার জন্য এই অপশন।

7. ডিলিট সাইট: পুরো ওয়াপ সাইটটি ডিলিট করার জন্য এই অপশন।

ধাপ ৪: ওয়াপ সাইটে ছবি, রিংটোন, লোগো ▶

অ্যাড করার জন্য যদি আমরা এডিট সাইটে ক্লিক করি তবে চিত্র ১৪-এর মতো একটি পেজ ওপেন হবে। এই পেজটির মাধ্যমে সব তথ্য যুক্ত বা ডিলিট করা যাবে। চিত্র ১৪-তে দেখানো অপশনগুলো জানিয়ে নেই।

চিত্র-১৪: এডিট অপশন

০১. সেভ: পুরো সাইটটি সেভ করতে এখানে ক্লিক করতে হবে।

০২. অ্যাড পেজ: এই অপশনটি অনেকটা ফোল্ডারের মতো কাজ করে। রিংটোন, লগো, ছবি আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে এড পেজ ব্যবহার করবো।

০৩. অ্যাড প্যারাগ্রাফ: বর্ণনামূলক কোন কিছু লিখতে এই অপশনটি ব্যবহার হয়।

০৪. অ্যাড লিংক: ছবি, লোগো, ওয়াল পেপার, রিংটোনগুলোকে অ্যাড লিংকের মাধ্যমে পেজটিতে দেখাবো।

০৫. অ্যাড ইমেজ: কোন ছবি বা লোগো ওয়াপ সাইটে ওপেন অবস্থায় রাখতে এই অপশনটি ব্যবহার করতে হবে।

০৬. অ্যাড ডায়নামিক আইটেম: ভিজিটর কাউন্টার এবং গেস্ট বুক এড করার জন্য।

০৭. ডিলিট: কোনো পেজ লিংক, প্যারাগ্রাফ ডিলিট করতে এই অপশন ব্যবহার হয়।

০৮. সাইট সেটিং: আগের মতোই সাইটের তথ্য পরিবর্তন করতে ব্যবহার হয়।

প্রিভিউ: পুরো সাইটটি কেমন হয়েছে তা দেখতে এটি ব্যবহার হয়।

বিঅ্যান্ডব্রিউ ইমেজ: ছবি আপলোড করতে ব্যবহার হয়।

কালার পিকচার: আগের অপশনটির মতো।

রিংটোন: রিংটোন আপলোড করতে এটি ব্যবহার হয়।

ধাপ ৫: মূল কাজ:

ক. আমরা সব অপশনের কাজ জেনে নিলাম। প্রথমে পিকচার আপলোড এবং রিংটোন আপলোড অপশন ব্যবহার করে পছন্দের ফাইলগুলো আপলোড করে নেই। চিত্র ১৪-তে দেখলে বা এডিট সাইটে ক্লিক করলে প্রথমে যে পেজটি ওপেন হবে, তার বাম পাশে এন্টার টাইটেল হেয়ার-এ ক্লিক করে ডান পাশে টাইটেল comjagat টাইপ করি এবং টেক্সট-এ টাইপ করি Computer Jagat is a monthly magazine. Download free logo, ring tone from Below:)

খ. চিত্র ১৪-এর ৪ নম্বর অপশনে ইমেজে ক্লিক করি। একদম ডানপাশের মাই ইমেজ অপশন থেকে comjagat সিলেক্ট করে সেভে ক্লিক করি।

গ. অ্যাড প্যারাগ্রাফে ক্লিক করে (=====) এমন একটি লাইন টানি।

ঘ. অ্যাড ডায়নামিক আইটেমে ২ বার ক্লিক করে একবার ভিজিটর এবং আরেকটির জন্য গেস্ট বুক সিলেক্ট করে, সেভ করি।

ঙ. আবার প্যারাগ্রাফে ক্লিক করে একটি লাইন টানি। প্যারাগ্রাফ ব্যবহার করছি প্রতিটা অংশকে আলাদা করতে।

চ. অ্যাড পেজে ক্লিক করি এবং মাউস দিয়ে এন্টারটাইটেল হেয়ার ক্লিক করে টাইটেলে লোগো এবং টেক্সটে খালি রাখি। এখন লোগোর ভেতর আপলোড করা লোগোগুলো যুক্ত করবো। যেকটি লোগো যুক্ত করতে চাই ততবার অ্যাডলিংকে ক্লিক করতে হবে। প্রতিটি লিংকে পর্যায়ক্রমে এক এক করে ক্লিক করে রেডিও বাটন 'লোগো' সিলেক্ট করতে হবে। একেবারে ডান দিকে আপলোড করা লোগো, ছবিগুলো দেখাবে। এখন সিলেক্ট করা লিংকে যে লোগো যুক্ত করতে চাই তার ডান দিক হতে সিলেক্ট করবো। এভাবে সব লিংকে লোগো সিলেক্ট করা হয়ে গেলে সেভ করবো। এভাবে ছবি ওয়ালপেপার যুক্ত করে সেভ করবো।

চিত্র-১৫: সম্পূর্ণ ওয়াপ সাইট

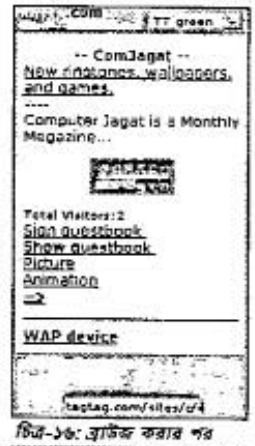

চিত্র-১৬: ব্রাউজ করার পর

ছ. রিংটোন যুক্ত করা ঠিক লোগো, ছবি যুক্ত করার মতো তবে রেডিও বাটন 'পলিফনিক রিংটোন' সিলেক্ট করতে হবে। তাতে রিংটোনের লিস্ট ডান দিকে দেখাবে। আগের মতো সব রিংটোন অ্যাড লিংকের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে গেলে সেভ করবো।

জ. আমাদের কাজ শেষ এবং সব কিছু যুক্ত করে ফেলেছি। এখন পুরো পেজটি দেখতে চিত্র ১৫-এর মতো হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, কোনো ছবি, রিংটোন যুক্ত করার পর সেভে ক্লিক করতে হবে। তা না হলে তা ওয়াপ সাইটে দেখাবে না।

ঝ. পুরো কাজটি শেষ। এখন প্রিভিউতে ক্লিক করলে তৈরি করা ওয়াপ সাইটটি চিত্র ১৬-এর মতো দেখাবে। আমাদের তৈরি করা ওয়াপ সাইটের অ্যাড্রেস হবে http://tagtag.com/comjagat.

আপনার ওয়াপ এনাবল মোবাইল দিয়ে ব্রাউজ করুন এই সাইটটি এবং যেসব ছবি রিংটোন আপনার কমপিউটারে ছিল তা অতি সহজে আপনার মোবাইল সেটে সেভ করে নিতে পারবেন। আপনার বন্ধুদের বলুন সাইটটি ভিজিট করতে। পুরো ব্যাপারটি কঠিন মনে হলেও অনেক সহজ। একবার চেষ্টা করেই দেখুন।

ডাউনলোড করতে কোন খরচ লাগবে না তবে যে টেলিকম কোম্পানির সংযোগ ব্যবহার করে ডাউনলোড করতে চাচ্ছেন তাদের ব্রাউজিং খরচ দিতে হবে যা খুবই সামান্য। প্রতি কিলোবাইট ব্রাউজিং বা ডাউনলোডের খরচ দেড় পয়সা থেকে দুই পয়সা। তাই রিংটোন বা লোগো এর সাইজের ওপর ব্রাউজিং বা ডাউনলোডের খরচ আসতে পারে।

টিপস:

০১. পছন্দের ছবি বা রিংটোনের সাইজ যেন ছোট হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন। তাহলে ডাউনলোডের ব্রাউজিং খরচ কম হবে।

০২. সাধারণত রিংটোন বা লোগোর সাইজ অনেক ছোট হয়ে থাকে। তাই সব সময় রিংটোন বা লোগো সাইজ অনুযায়ী প্রথমে মোবাইলে সেভ করে নিন। তারপর ওয়াপ ক্যানেকশন থেকে বের হয়ে ডাউনলোড করা রিংটোন বা লোগোগুলো দেখুন।

০৩. অনলাইনে থাকা অবস্থায় রিংটোন বা লোগো দেখতে যাবেন না। তাতে ব্রাউজিং খরচ বেড়ে যেতে পারে।

০৪. সাইটটি তৈরি করার পদ্ধতি ব্যবহার করে ব্রাউজিং খরচ চার পাঁচ টাকা দিয়ে একসাথে ১৫-১৬টি রিংটোন ডাউনলোড করতে পারবেন।

সর্বশেষ উল্লেখ্য: ফ্রি সাইট ব্যবহার করে ওয়াপ সাইট তৈরি করছি তাই ব্রাউজ করার সময় উপর দিকে অনেক ধরনের ব্যানার দেখা যেতে পারে। ওইগুলো এড়িয়ে পেজের নিচের দিকে লক্ষ করবেন সাইটটি দেখতে।

ফীডব্যাক : rony446@yahoo.com

মোবাইল ফোন রিংটোন কর্ণার

এবারের রিংটোন কর্ণার বিভাগে বেশকিছু বিখ্যাত ইংরেজি মুভির থিম মিউজিকের প্রয়োজনীয় কোড তুলে ধরা হলো।

নোকিয়া

উডি উডপেকার: (Tempo=80) 16#c1 16#f1 16#a1 16#c2 4#a1 8#c2 16#a1 8b1 16#c2 8b1 8#a1 8#g1 2#c2 8d2 8#d2 16d2 8#d2 8b1 8b1 16b1 8d2 8d2 8b1 8#a1 16b1 8#c2 8#c2 16b1 4#c2 2#a1 8#f1 16#g1 8#a1 16a1 8#a1 4#f1 8#f1 16#g1 8#a1 16a1 8#a1 4#f1 16#f1 8#g1 8#a1 8b1 8#c2 8b1 8#a1 2#g1

হাউ ডিপ ইজ ইয়োর লাভ: (Tempo=112) 1b1 4b1 4#c2 4d2 1b1 8b1 8#c2 2d2 4d2 8#c2 4b1 16#c2 16b1 1a1 8a1 4b1 2c2 8c2 4b1 8b1 4a1 8a1 4#g1 8#g1 8e1 4#f1 8#g1 16#g1 8#f1 2e1 8f1 8#f1 8#g1 4a1 8a1 8#c1 2#g1 8a1 16a1 16#g1 1#f1 8#g1 8a1 4b1 8b1 8#g1 4b1 16b1 16#c2 8b1

ইন্ডিয়ানা জোন্স(১): (Tempo=225) 4c2 8-8f2 8g2 8- 1c3 8- 4d2 8- 8e2 1f2 4- 4g2 8- 8a2 8b2 8- 1f3 4- 4a2 8- 8b2 2c3 2d3 2e3 4e2 8- 8f2 8g2 8- 1c3 4- 4d3 8- 8e3 1f3y

আমেরিকান পাই: (Tempo=125) 2g2 4f2 8f2 8f2 8e2 32d2 16- 32- 8c2 8d2 4- 8g2 32g2 16- 32- 32g2 16- 32- 32g2 16- 32- 32g2 16- 32- 32g2 16- 32- 32f2 16- 32- 32f2 16- 32- 32f2 16- 32- 32f2 16- 32- 8e2 32d2 16- 32- 8c2 8g1

হ্যান্ডসেট ফোকাস

বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের প্রসার নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। তবে শুধু আমাদের দেশেই নয়, বিশ্বব্যাপী মোবাইল ফোনের ব্যবহার বাড়ছে ব্যাপক হারে। মোবাইল ফোনের এ চাহিদার কথা অজানা নেই হ্যান্ডসেট উৎপাদক কোম্পানিগুলোর। তাই মোবাইলের এ বিশাল বাজার দখলের জন্য এরা প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন হ্যান্ডসেট নিয়ে আসছে বাজারে। পাঠকদের চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে এখন থেকে কমপিউটার জগৎ চালু করছে 'হ্যান্ডসেট ফোকাস' বিভাগটি। বাজারের নতুন ব্যতিক্রমধর্মী হ্যান্ডসেট নিয়ে বিভাগটি সাজানো হবে। শুধু হ্যান্ডসেটের বাহ্যিক গঠনই নয়, এতে পাঠক খুঁজে পাবেন বিভিন্ন হ্যান্ডসেটের গুরুত্বপূর্ণ প্রধান প্রধান ফিচার। এখানে হ্যান্ডসেটের বর্তমান বাজার সম্পর্কেও ধারণা দেয়া হবে। যেন পাঠক এই ধারণাকে সামনে রেখে আকর্ষণীয় হ্যান্ডসেটটি খুঁজে নিতে পারেন। পাশে উল্লেখকরা হ্যান্ডসেটের বাজার মূল্য সময়ভেদে পরিবর্তন হতে পারে। সম্প্রতি কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিবেদক ইস্টার্ন প্লাজা ঘুরে এসে বিভাগটি সাজিয়েছেন।

নোকিয়া এন ৯৩ ▶

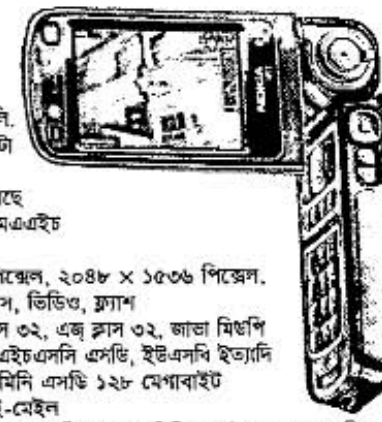

নেটওয়ার্ক : জিএসএম ৯০০/১৮০০/১৯০০
আয়তন : ১১৮ × ৫৫.৫ × ২৮.২ মি.লি.
ওজন : ১৮০ গ্রাম, টক টাইম : ৫ ঘণ্টা
ডিসপ্লে : টিএফটি ২৫৬ কে কালার, ২৪০ × ৩২০ পিক্সেল, ফোনবুক : আছে
ব্যাটারি : লিথিয়াম আয়ন, ১১০০ এমএএইচ
স্ট্যান্ডবাই টাইম : ২৪০ ঘণ্টা
ক্যামেরা : রেজ্যুলেশন ৩.১৫ মেগাপিক্সেল, ২০৪৮ × ১৫৩৬ পিক্সেল, ৩ এক্স অপটিক্যাল জুম, অটো ফোকাস, ভিডিও, ফ্ল্যাশ
ডাটা কমিউনিকেশন : জিপিআরএস ক্লাস ৩২, এজ ক্লাস ৩২, জাভা মিডপি ২.০, ওয়াপ ২.০, ব্লু-টুথ, ইনফ্রা রেড, এইচএসসি এসডি, ইউএসবি ইত্যাদি
মেমরি : ৫০ মেগাবাইট আভ্যন্তরীণ, মিনি এসডি ১২৮ মেগাবাইট
মেসেজিং : এসএমএস, এমএমএস, ই-মেইল
মাল্টিমিডিয়া : এমপি থ্রি/ এমপি ফোর, এএসসি প্লেয়ার, টিভি আউট, এফএম রেডিও
রিংটোন : পলিফোনিক (৬৪ চ্যানেল) এমপি থ্রি
অন্যান্য : ফটো-ভিডিও এডিটর, হ্যান্ডসফ্রি, ডকুমেন্ট ভিউআর, অর্গানাইজার, ক্যালকুলেটর, ভয়েস মেমো, কল রেকর্ড, স্টপ ওয়াচ ইত্যাদি।
বাজার দর : ৪৬,০০০ টাকা

মটোরোলা এসএসভিআর এল-৭ ▶

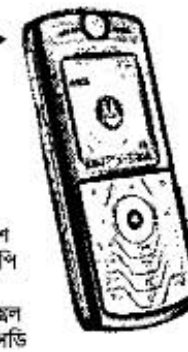

নেটওয়ার্ক : জিএসএম ৯০০/১৮০০/১৯০০
আয়তন : ১১৩ × ৪৯ × ১১.৫ মি.লি.
ওজন : ৯৬ গ্রাম, টক টাইম : ৬ ঘণ্টা ৪০ মিনিট
ব্যাটারি : লিথিয়াম আয়ন, ৮২০ এমএএইচ
স্ট্যান্ডবাই টাইম : ৩৫০ ঘণ্টা।
ফোনবুক : ১০০০ এনট্রি, ফটোকল
ক্যামেরা : ভিজিএ, ৬৪০ × ৪৮০ পিক্সেল, ভিডিও, ফ্ল্যাশ
ডাটা কমিউনিকেশন : জিপিআরএস ক্লাস ১০, জাভা মিডপি ২.০, ওয়াপ ২.০, ব্লু-টুথ, ইউএসবি ইত্যাদি
ডিসপ্লে : টিএফটি ২৫৬ কে কালার, ১৭৬ × ২২০ পিক্সেল
মেমরি : ৫ মেগাবাইট ফ্রিসহ ১১ মেগাবাইট, মাইক্রো এসডি
মেসেজিং : এসএমএস, এমএমএস, ই-মেইল
মাল্টিমিডিয়া : এমপি থ্রী/ এমপি ৪, এএসসি প্লেয়ার
রিংটোন : পলিফোনিক (২৪ চ্যানেল), এমপি থ্রী, ভাইব্রেট
অন্যান্য : পুস-টু-টক, অর্গানাইজার, ক্যালকুলেটর, ভয়েস মেমো, কল রেকর্ড, স্টপ ওয়াচ ইত্যাদি।
বাজার দর : ১১৬০০ টাকা

স্যামসাং ই-৯০০ ▲

নেটওয়ার্ক : জিএসএম ৯০০/১৮০০/১৯০০
আয়তন : ৯০ × ৪৫ × ১৬.৫ মি.লি.
ওজন : ৯৩ গ্রাম, টক টাইম : ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
ডিসপ্লে : টিএফটি ২৫৬ কে কালার, ২৪০ × ৩২০ পিক্সেল, টাচ সেনসিটিভি কন্ট্রোল প্যাড
ব্যাটারি : লিথিয়াম আয়ন, ৮০০ এমএএইচ
স্ট্যান্ডবাই টাইম : ২২০ ঘণ্টা
ফোনবুক : ১০০০ × ১৫ ফিল্ডস, ফটোকল
ক্যামেরা : রেজ্যুলেশন ২ মেগাপিক্সেল, ১৬০০ × ১২০০ পিক্সেল, ভিডিও, ফ্ল্যাশ
ডাটা কমিউনিকেশন : জিপিআরএস ক্লাস ১০, এজ ক্লাস ১০, জাভা মিডপি ২.০, ওয়াপ ২.০, ব্লু-টুথ, এক্সএইচটি এমএল, ইউএসবি ইত্যাদি
মেমরি : ৮০ মেগাবাইট এমবেডেড, মাইক্রো এসডি, মেসেজিং : এসএমএস, এমএমএস, ই-মেইল, ইএমএস, মাল্টিমিডিয়া : এমপি থ্রি/ এএসসি প্লেয়ার, রিংটোন : পলিফোনিক (৬৪ চ্যানেল) এমপি থ্রি, ভাইব্রেট
অন্যান্য : ডকুমেন্ট ভিউআর, হ্যান্ডস ফ্রি, অর্গানাইজার, ক্যালকুলেটর, ভয়েস মেমো, কল রেকর্ড, স্টপ ওয়াচ ইত্যাদি।
বাজার দর : ২২৫০০ টাকা

বেনকিউ সিমেন্স ই এল ৭১ ▶

নেটওয়ার্ক : জিএসএম ৯০০/১৮০০/১৯০০
আয়তন : ৯০ × ৪৬.৩ × ১৬.৫ মি.লি.
ওজন : ৯৪ গ্রাম, টক টাইম : ৫ ঘণ্টা
ডিসপ্লে : টিএফটি ২৫৬ কে কালার, ২৪০ × ৩২০ পিক্সেল,
ব্যাটারি : লিথিয়াম আয়ন, ৫৭০ এমএএইচ
স্ট্যান্ডবাই টাইম : ৩০০ ঘণ্টা, ফোনবুক : ১০০০ × ২০ ফিল্ডস, ফটোকল, ক্যামেরা : রেজ্যুলেশন ১.৩ মেগাপিক্সেল, ১৩৮০ × ১০২৪ পিক্সেল, ভিডিও, ফ্ল্যাশ, ডাটা কমিউনিকেশন : জিপিআরএস ক্লাস ১০, এজ ক্লাস ১০, জাভা মিডপি ২.০, ওয়াপ ২.০, ব্লু-টুথ, এক্সএইচটি এমএল, ইউএসবি ইত্যাদি, মেমরি : ১৬ মেগাবাইট আভ্যন্তরীণ, মাইক্রো এসডি, মেসেজিং : এসএমএস, এমএমএস, ই-মেইল, মাল্টিমিডিয়া : এমপি থ্রি/ এএসসি প্লেয়ার, রিংটোন : পলিফোনিক (৬৪ চ্যানেল) এমপি থ্রি, ভাইব্রেট, অন্যান্য : অর্গানাইজার, ক্যালকুলেটর, ভয়েস মেমো, স্টপ ওয়াচ, কল রেকর্ড ইত্যাদি।
বাজার দর : ১৫,২০০ টাকা

◀ সনি এরিকসন কে ৫১০

নেটওয়ার্ক : জিএসএম ৯০০/১৮০০/১৯০০, আয়তন : ১০১ × ৪৪ × ১৭ মি.লি., ওজন : ৮২ গ্রাম, ডিসপ্লে : টিএফটি ২৫৬ কে কালার, ১২৮ × ১৬০ পিক্সেল, ব্যাটারি : লিথিয়াম আয়ন, ৭৫০ এমএএইচ, স্ট্যান্ডবাই টাইম : ৩৬০ ঘণ্টা, টক টাইম : ৬ ঘণ্টা, ফোনবুক : ১০০০ × ২০ ফিল্ডস, ফটোকল, ক্যামেরা : রেজ্যুলেশন ১.৩ মেগাপিক্সেল, ১২৮০ × ১০২৪ পিক্সেল, ভিডিও, ফ্ল্যাশ, ডাটা কমিউনিকেশন : জিপিআরএস ক্লাস ১০, এইচএসসি এসডি, ইনফ্রারেড, জাভা মিডপি ২.০, ওয়াপ ২.০, ব্লু-টুথ, এক্সএইচটি এমএল, ইউএসবি ইত্যাদি, মেমরি : ২৮ মেগাবাইট শেয়ারড মেসেজিং : এসএমএস, এমএমএস, ই-মেইল, মাল্টিমিডিয়া : এমপি থ্রি/এমপি ফোর, রিংটোন : পলিফোনিক (৪০ চ্যানেল) এমপি থ্রি, ভাইব্রেট, অন্যান্য : ইমেজ ভিউআর, পিকচার এডিটর, অর্গানাইজার, ক্যালকুলেটর, ভয়েস মেমো, স্টপ ওয়াচ, কলরেকর্ড ইত্যাদি। বাজার দর : ১১০০০ টাকা